# শ্রীমঠের পরিচয়

Shri Keshabji Goudiya Math
Kanti Tilla, Agra Road
Mathura-281001 U.P.

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
কলিকাতা
৪৪৬ গৌরাব্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# মঠের পরিচয়

## পূর্ব্বভাষ

নিকট চিরপরিচিত, সেজন্য সহজবোধ্য। কিন্তু যাহা এই জগতে কুত্রাপি শ্রবণের বিষয় হয় না, বা ক্বচিৎ শ্রবণের সুযোগ ঘটে, সেই সকল কথা বুঝাইতে হইলে প্রবন্ধকলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি ও বিশিষ্ট পরিভাষার ব্যবহার অপরিত্যাজ্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই আমরা উচ্চহৃদয় পাঠকগণকে কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিষ্ণুতা-গুণের দাতা হইয়া নিরপেক্ষ নয়নে সর্ব্বক্ষণ এই সকল কথা পাঠ করিতে বিনীত [illegible] করি।

# প্রথম প্রসঙ্গ

## শ্রীগৌড়ীয় মঠের সহস্রমুখী প্রচার-ধারার সংক্ষিপ্ত আবৃত্তি

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য-বাণী' বহন করিয়া এক "গৌড়ীয়"-পত্রেরই আজ দশ বৎসরের অধিক প্রচার হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বেও কয়েক বৎসর "শ্রীসজ্জন-তোষণী" এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণ জীবের দ্বারে-দ্বারে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা বিতরণ করিতেছিলেন। আজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা না শুনিয়াছেন, অন্ততঃ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের নাম না জানেন, এমন খুব কম লোকই গৌড়দেশে আছেন। গৌড়দেশে কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে, এমন কি, সুদূর পাশ্চাত্য দেশেও শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে।

বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-স্রোত পুনঃপ্রকাশের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিতা ভুবনমঙ্গলময়ী বাণী প্রচারের একান্ত অভিলাষ ছিল। শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যবর্য্য ওঁ

বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আসমুদ্র-হিমাচল পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথে বিভিন্ন-প্রকার শ্রৌতমৌলিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া অক্লান্তভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনৈক-ব্রত শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনেরই কৃপায় আজ এরূপ জড়বাদ-সর্ব্বস্ব-যুগেও লোকের দ্বারে-দ্বারে হরিসেবায় আত্মাহুতি প্রদানকারী প্রচারকগণ শ্রীচৈতন্যচরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তীর গীতি-গাথা গান করিয়া লোকের সুদীর্ঘ ঘুমঘোর ভাঙ্গিয়া দিতেছেন, পাপ-পুণ্যের উৎসবে প্রমত্ত সামাজিকগণের নিকট বিভিন্ন অবসরে ভগবান্ ও অকৈতব ভাগবতগণের পাপ-পুণ্যাতীত আদর্শের উদ্দীপনাপর **কীর্ত্তন-উৎসব** উপস্থাপিত করিতেছেন, সার্ব্বকালিক ভোগানুসন্ধানপর মনোভাবের নেশায় মত্ত, ভোগপর গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহ বা অর্থাদি সঞ্চয়কেই সমগ্র জীবনের সার্ব্বকালিক ব্রতজ্ঞানকারিগণ-কোটির সম্মুখে **সার্ব্বকালিক হরিসেবানুসন্ধান** ও পরমার্থপরতার অকপট অক্লান্ত আদর্শ উদ্ঘাটন করিয়াছেন, ভোগান্ধকূপহত্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিরন্তর অনাবিল হরিসেবা ও হরিকীর্ত্তনের মুক্ত বায়ুসেবিত **মঠ-সমূহ** প্রকাশ করিয়াছেন, কুরুচি এবং সুরুচির নামে প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতাপূর্ণ সাহিত্যপ্লাবিত যুগে বিভিন্ন ভাষায় **সাময়িক পরমার্থ-পত্র-প্রচার**, বিভিন্ন ভাষায় **পারমার্থিক গ্রন্থাবলী-**

**সমূহ প্রকাশ** করিয়া সাহিত্যের স্বৈরিণী গতি-ধারাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেছেন, তৌর্য্যত্রিক ও বিবিধ ব্যসনে লিপ্ত লোকসঙ্ঘকে অনাবিল ও অপরাধমুক্ত **কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে** আহ্বান করিতেছেন, অকপট মহাজন-গণের পদাঙ্কানুসরণের পথ বরণ করিবার অবিমিশ্র আদর্শ ও ভ্রম-প্রমাদাদিপূর্ণ পরিবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্রবিদ্যাবুদ্ধির আত্মম্ভরিতার মৃত্যুপথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক **লুপ্ততীর্থ-উদ্ধারে** প্রভুবিদ্যাকে নিয়োগ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন; অনর্থময়ী বা অর্থকরী বিদ্যার বিষময় নিষিদ্ধ ফলভক্ষণে বিমুগ্ধ যুগকে "বিদ্যা ভাগবতাবধি", "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া"—এই শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করাইয়া বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মে দীক্ষিত করিবার জন্য গৌড়পুরের সারস্বত-তীর্থে, নৈমিষারণ্যের পরমহংসমঠে, পরীক্ষিৎ-প্রায়োপবেশনস্থলী শুকরতল প্রভৃতি স্থানে বিদ্যা-আলোচনা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদির কেন্দ্র সংস্থাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এমন কি, বর্ত্তমান যুগোচিত পাশ্চাত্যশিক্ষা—যাহা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কোমলমতি বালকগণের উপর বিকৃতভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া সুকুমারকাল হইতেই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের বৈশিষ্ট্য, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, ভাব-ভাষা-সমূহের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে, পাশ্চাত্যশিক্ষার সেই বিকৃত-প্রণালী ও শিক্ষা-নীতির দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন করিয়া যাহাতে প্রত্যেক ভাষা-

বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান পরমার্থপর জীবনযাত্রার অনুকূল হয় এবং সুকুমার বয়সেই বালকগণের অনাবিল ও কোমল হৃদয়ে পরমার্থের পদাঙ্কফলক প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য আচারবান্ ও যোগ্যতম প্রধান শিক্ষকপ্রবরের কর্ণধারত্বে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্" উন্মোচন করিয়াছেন। সুপ্রাচীন-যুগীয়, মধ্যযুগীয়, মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কালীয় ও তৎপরবর্ত্তি-যুগীয় হরিকথা-আলোচনা ও কীর্ত্তনের লুপ্ত-কেন্দ্র-সমূহ পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত করিয়া তত্তৎস্থানে মঠাদি-প্রতিষ্ঠা, শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্করঞ্জিত স্থান-সমূহে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-সংস্থাপনাদি-দ্বারা ইতিহাসের হৃদয়েও চৈতন্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং প্রাচীন ইতিহাসকে কেবল আত্মম্ভরিতার যাদুঘরে পরিণত না করিয়া আত্মমঙ্গলের জীবন্ত আদর্শ ও কীর্ত্তন-দেবতা করিয়া দিয়াছেন। কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত পণ্ডিতমণ্ডলী এবং য়ুরোপ, আমেরিকা, এসিয়ার যে-কোন শ্রেষ্ঠ মনীষী, প্রতিভাশালী ও অভিজাত-সম্প্রদায়, তথা সত্যানুসন্ধিৎসু কুটীরবাসী বা অনিকেত ব্যক্তির নিকট শ্রীচৈতন্যের সার্ব্বকালিকী, কল্যাণময়ী শিক্ষার বাণী তুলনামূলক অনাবিল বিচারের সহিত বিস্তার করিতেছেন। গৌড়মণ্ডল, নবদ্বীপমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল, ব্রজ-মণ্ডল, অধিক কি, সমগ্র পৃথিবী-মণ্ডল-পরিক্রমা, ভোগব্রত-গণের পাপপুণ্যময় ভোগান্ধকূপ-পরিক্রমা বা ত্যাগব্রতগণের

জঙ্গম ও স্থাবরবৃত্তির নিকট পূর্ব্ব মহাজনগণের পদাঙ্ক-পরিক্রমার সহিত হরিকীর্ত্তনসেবানুশীলনের এক অভূতপূর্ব্ব আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের আরও কত প্রণালী গৃহীত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধিক কি, ভোগপর বিজ্ঞানযুগকে জগন্নাশকর ফল্গুত্যাগপর বিচারের যূপকাষ্ঠে বলি না দিয়া কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ বা কৃষ্ণসম্বন্ধ-নির্ব্বন্ধিত কৃষ্ণকীর্ত্তনপর সেবাময় বিচারে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাই, মুদ্রাযন্ত্র, তড়িৎশক্তি, বাষ্পীয়যান, মোটরযান—যাহা এতকাল পরিণামে বিষময়ফল-প্রসব-কারী ভোগসাধক যন্ত্র বলিয়াই সাধারণ ভ্রমের ( Common errors ) নিকট সিদ্ধান্তিত হইয়া রহিয়াছিল, তাহাও আজ ভুবনমঙ্গল-হরিকথা-কীর্ত্তনের সহায়ক হইয়া ধন্য হইয়াছে ও জগদ্ধন্য করিতেছে।

---

# দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

## ভুবন-মঙ্গল কীর্ত্তন-যজ্ঞে বিঘ্নোৎপাদনের হেতু কি ?

এ-সকল ভুবন-মঙ্গল-কার্য্যকেও কেহ বা দৈবী মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া অজ্ঞতাক্রমে, কেহ বা প্রকৃতিগঠনজাত দুরভিসন্ধিবশতঃ তাঁহাদের আপাত অরুচিকর বিচার করিতেছেন এবং অকপট সত্যের প্রতি বিমুখতা-প্রদর্শন-কল্পে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ইতিহাস হইতেও অধিকতর হীনতার পরিচয় দিতেছে।

আপাতপ্রেয়ের হন্তারক দেখিয়া রোগী যেমন তাহার বিশিষ্ট রোগের বিশিষ্ট ঔষধকেই 'তিক্ত' মনে করে এবং রোগী থাকা-কাল-পর্য্যন্ত উহার দোষানুসন্ধান ও দোষ-কীর্ত্তনেই অধিক আগ্রহবিশিষ্ট হয়, গৌড়ীয়-চিকিৎসালয়ের অমোঘ মহৌষধ ব্যবহারের পূর্ব্বেই বা ব্যবহারের ছলনায় কুপথ্যে অত্যাগ্রহী হইয়া মহৌষধ ত্যাগ করায় বঞ্চিত লোক-সকলও শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিশিষ্ট কৃপা-বিতরণের দ্বার-সমূহকেই তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের মাপকাঠিতে অন্যরূপ বিচার করিয়াছেন। আবার যে গৌড়দেশে স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, সেইস্থানেই যেন তাঁহার পার্ষদ ভক্ত ও ভক্তির চরণে অধিক অপরাধ করায় বিমুখতার মাত্রা অধিকতর দৃষ্ট হইতেছে। কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী-বিধৌত দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে কিংবা

হিমালয়-দুহিতা বা তপন-তনয়ার বারিসিক্ত উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশাদিতে বিমুখতার পরিমাণ এত বর্দ্ধিত হয় নাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে আমরা তদানীন্তন গৌড়দেশের চিত্র এইরূপ দেখিতে পাই,—

"শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহ বলে সব পেট পুষিবার আশ॥

* * * *

শ্রীবাস পণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই ভাই ভোজন করিয়া॥
এ বামনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবক কীর্ত্তন করি' নানা ছল পাতে॥
গোসাঞির শয়ন বরিষা চারি মাস।
ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক?
নিদ্রাভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই॥
কেহ বলে যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ গুলারে ধরি' কিলাইমু ঘাড়ে॥

* * * *

কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি' বৈষ্ণবেরে হাসে॥

* * * *

কেহ বলে এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি' ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে ॥

*  *  *  *

সব দিকে বিষ্ণুভক্তিশূন্য সর্ব্বজন।
উদ্দেশ না জানে কেহ কেন সংকীর্ত্তন ॥
কোথায় নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবাই করয়ে পরিহাস ॥
আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি'।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি ॥
তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি' ব্যঙ্গিয়াই মরে ॥

*  *  *  *

বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান ॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে' ॥

*  *  *  *

যে-বা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাঁহারাও না জানে সবে গ্রন্থ-অনুভব ॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সব এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি' মরে ॥

*  *  *  *

যে-বা সব বিরক্ত, তপস্বী অভিমানী।
তা' সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি ॥

*  *  *  *

গীতা, ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তি-ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥

এমনই মহামায়ার মহীয়সী বঞ্চনা বিদ্যা যে, এই সকল প্রাচীন ইতিহাসের কথা শুনিয়া অনেক বঞ্চিত অদৈব-প্রকৃতি ব্যক্তির বুদ্ধির শুদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা বলেন,—'আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণই যখন এইরূপ আদর্শ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তখন আমরাও বর্ত্তমানকালে তাঁহাদের অধস্তন-সূত্রে তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসরণ করিব অর্থাৎ আমরাও শুদ্ধভক্তির প্রতি বিরোধাচরণকেই আমাদের গৌরবের ধ্বজারূপে উড্ডীন করিব! তাহাতে অনেক সময় দেখিতে পাই, মহাজনগণের শিক্ষানুসরণে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিশিষ্ট ভুবনমঙ্গলময়ী প্রচার-প্রণালীগুলি ঐরূপ অদৈব প্রকৃতির ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণপর বিচারে লোকের অমঙ্গলের হেতু বলিয়া বিবেচিত। তাঁহারা মনে করেন, হরিসেবা-কীর্ত্তন-প্রচার অপেক্ষা বদ্ধজীবসেবা-প্রচার সমাজের পক্ষে অধিক মঙ্গলজনক। 'হরি' আছেন, কি না আছেন, সে বিষয়েই যখন সন্দেহ ও নানা মতভেদ, তখন 'হরিসেবা' বলিয়া কোন জিনিষ নাই, আর যদিও কিছু লোক-দেখান' কল্পিত ব্যাপার থাকে, তাহাও গৌণ

অর্থাৎ জীবেরই প্রভুত্বের পরিচায়ক। হরিসেবায় যখন বদ্ধজীবের প্রভুত্ব তিরোহিত হয়, তখন আমরা দলেভারী বদ্ধজীবগণ একজোট হইয়া কিছুতেই ধরা-পৃষ্ঠে অকৃত্রিম, অহৈতুক, অপ্রতিহত হরিসেবা-ধর্ম্ম থাকিতে দিব না। লোকের চোখে ধূলি দিবার জন্য হরিসেবার ছলনাময় মুখোস-পরিহিত একটা বহুরূপী—যে ব্যক্তি সকল কথায়ই "হাঁ জি, হাঁ জি" বলিয়া অন্তরে ফক্কিকার থাকিয়া সকল লোকেরই প্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারে, এরূপ একটী পোষাকী মূর্ত্তি দাঁড় করাইয়া রাখিব। অধুনা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের ছাঁচে ঢালাই করিয়া এইরূপ ধর্ম্মের প্রতিমাই গড়িতে চাহি এবং উহাকে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া আমাদের বারোয়ারীর ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত হই। অতি অল্পসংখ্যক যাঁহারা আমাদিগকে আমাদের এই আপাত ভাল-লাগার পুষ্পিত পিচ্ছিল পথ হইতে রক্ষা করিতে যান, সেই অকৃত্রিম মিত্রগণকে আমরা শত্রু ভাবি এবং আমাদিগকে সৎপথে আনিবার জন্য যে-সকল চিকিৎসা-বিজ্ঞান নিযুক্ত হয়, সেই সমুদয় ও চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের প্রতি নানাভাবে দোষ আরোপ করি।

———

# তৃতীয় প্রসঙ্গ

## আমরা কি কি ভুল করিয়াছি ?

**(১) প্রচারকগণ দ্বারে দ্বারে যান কেন ?—** হরিকথা-বিতরণ, মন্দরুচি ব্যক্তিগণের আত্ম-মঙ্গলের কথা-শ্রবণে রুচি-উৎপাদন ও মঙ্গলময়ী কথা বিস্তারের আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে গমন-পূর্ব্বক কীর্ত্তনৈকব্রত প্রচারকগণের হরিকথা-প্রচারকে আমাদের নিজের উপমায় "এ' সব পেট পুষিবার আশ" মনে করি, কখনও যুক্তি দেখাইয়া বলি,—"প্রকৃত সাধুগণ লোকের দ্বারে দ্বারে যাইবেন কেন? ফুল ফুটিলে তাহার গন্ধে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমরই সেখানে মধুলোভে আপনি আসিয়া জুটিবে, ফুলের কি ভ্রমরগণের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া মধু ফিরি করিতে হয়? কখনও বলি, সাধুদের আবার অর্থের দরকার কি? তাঁহারা ত' বাতাস খাইয়া থাকিবেন, বনে বাস করিবেন, অনিকেত থাকিবেন, অর্থকে অনর্থের মূল জানিবেন, কেহ জোর করিয়া হাতে অর্থ দিলেও তাঁহাদের হাত বাঁকিয়া যাইবে!"

**সন্দেহের সমাধান :—**এই যুক্তিগুলি আমাদের আপাত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন প্রদান করে বলিয়া আপাততঃ বড়ই ঠিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমাদের আপাত-ঠিকে যে মস্ত ভুল করিয়াছি! ভূমিকা ও উদ্দেশ্যকেই সর্ব্বপ্রথমে ভুলভাবে গ্রহণ করিয়াছি! নাক খোলা থাকিলে ত' নাকে ফুলের গন্ধ যাইবে, সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইলে ত' সুরে সুর

বাজিয়া উঠিবে? নাকে তুলা দিয়া রাখিলে ঘ্রাণ যাইবে কিরূপে? আমরা যে নাকের উপর লক্ষ লক্ষ জন্মের লক্ষ লক্ষ ইতর বাসনা ও বহির্ম্মুখতার আবরণ আনিয়া ফেলিয়াছি! বহির্ম্মুখতার পূতিগন্ধে জন্ম-জন্মান্তর অভ্যস্ত হইতে হইতে তাহাতেই আমোদ পাইতেছি! এই জন্যই আমাদের লুপ্ত মধুকরবৃত্তি জাগাইবার উদ্দেশ্যে আমাদের দ্বারে দ্বারে গিয়া মালীর ফুল ফিরি করিতে হইতেছে। যাহাদের নাক খোলা আছে, তাহারা ত' ফুলের কাছে স্বতঃই আসিয়া জুটে। শ্রীচৈতন্যের সময়ও দেখিতে পাই, মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে নবদ্বীপের বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের দ্বারে দ্বারে পাঠাইলেন, স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের দ্বারে দ্বারে হরি-কীর্ত্তনের পসরা লইয়া ফিরিওয়ালা মালাকারের কাজ করিলেন; কিন্তু যাঁহাদের নাক খোলা ছিল, যাঁহারা তাঁহার সহিত সমচিত্ত-বিশিষ্ট ছিলেন, সেই শ্রীনিত্যানন্দ, সেই শ্রীহরিদাস, সেই শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস, শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরায়-রামানন্দাদি মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গ কোথায় চট্টগ্রাম, কোথায় পূর্ব্ববঙ্গ, কোথায় রাঢ়দেশ, কোথায় ত্রিহুত, কোথায় উড়িষ্যা—সকল স্থান হইতে প্রস্ফুটিত শ্রীচৈতন্যচরণকমলে আসিয়া জুটিলেন,—

"কার জন্ম নবদ্বীপে, কারো চাটীগ্রামে।
কেহ রাঢ়ে, ওড্র দেশে, শ্রীহট্ট পশ্চিমে॥
নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈল ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি' হৈল সবার মিলন॥"

এই এক সম্মিলন ; আর এক মিলন হয় যেখানে বুজরুক ও বুজরুকীপ্রিয় ব্যক্তিগণ পরস্পর ইন্দ্রিয়-তর্পণের হাট খুলিয়া বসে। কোন বুজরুক কোন প্রকার বুজরুকীর মনোহারী দোকান খুলিয়া বসিলেই, আর তাহার সহিত কিছু গঞ্জিকার সাজ-সরঞ্জাম থাকিলেই তাহাকে আর লোকের দ্বারে দ্বারে যাইতে হয় না ; তাবিজ, কবজাদি-দ্বারা মামলা-মোকদ্দমার জয়াভিলাষী বা পাঁচমিশালে সমন্বয়-কথার আড্ডাধারী কিংবা গঞ্জিকা-রসের পিপাসু ভ্রমরকুল তাহার নিকট দলে দলে আসিয়া জোটে।

(২) **সাধু, বৈষ্ণবের অর্থে কি প্রয়োজন?**

**সমাধান** :—সাধুগণ নিজের ভোগের জন্য অর্থ গ্রহণ করেন না, যাঁহারা একমাত্র হরির ভোগের দ্রব্যে তিলমাত্র নিজের ভোগের ভাগ বসান, তাঁহারা সাধুই নহেন। কিন্তু আবার যাঁহারা কৃষ্ণের বিষয় বা অর্থ ভোগ করিতে দিয়া—ভোগি-গণকে একেবারে বঞ্চনা না করিয়া বিষয়িগণের নিকট গচ্ছিত কৃষ্ণের অর্থ কৃষ্ণসেবায়—কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রচারে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত মঙ্গলের পথ উন্মোচন করেন, সেই সকল সাধুর সাধুত্ব অধিকতর পরদুঃখ-মোচনকল্পে নিয়োজিত, অধিকতর করুণার আদর্শে প্রতিফলিত হইয়াছে। অর্পণপর অর্চ্চন অপেক্ষা সাক্ষাৎ-অনুশীলন কীর্ত্তনের প্রচারে যে অর্থ নিয়োজিত হয়, তাহাতে জগতের আরও অধিকতর কল্যাণ হয়। এই বুদ্ধি বলির

হইয়াছিল—প্রহ্লাদের হইয়াছিল, শুক্রাচার্য্যের বা হিরণ্য-কশিপুর হয় নাই; তাঁহারা লক্ষ্মীপতির লক্ষ্মীকে নারায়ণের ভোগে প্রদানের পরিবর্ত্তে নিজের ভোগের ভাগে আনিতে পারিলে যে আত্মবিনাশ-লাভ ঘটে, তাহাকেই 'লাভ' মনে করেন! প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥

(ভাঃ ৭।৯।১১)

অর্থাৎ ভগবানের কিছু অভাব নাই, তিনি স্বয়ংই নিজ-লাভে পূর্ণ, তবে যে তিনি মান-দানাদি গ্রহণ করেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? তিনি করুণাপূর্ণ বলিয়াই—পর-দুঃখ-দুঃখী বলিয়াই অপর অবিদ্বদ্‌গণের মঙ্গলের জন্য তাহাদের প্রদত্ত মান গ্রহণ করিয়া থাকেন। মুখে তিলকাদি রচনা করিয়া প্রতিবিম্বে নিজ-মুখশ্রী দর্শন করিলে মনে হইতে পারে যে, উহার দ্বারা বুঝি প্রতিবিম্বই তিলকাদি-শোভায় শোভিত হইল, পরন্তু তাহা নহে; যিনি নিজমুখে তিলক রচনা করিয়াছেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারই মুখ-শোভা হইয়াছে। তদ্রূপ ভগবৎ-সেবার্থ ধন, মান বা সম্ভারাদি অর্পণ করিয়া যাঁহারা মনে করেন, ঐ সকল বস্তুতে ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের অপেক্ষা আছে এবং

আমরা ঐসকল বস্তুর মালিক ও দাতৃ-সূত্রে দান করিয়া ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের অভাব পূরণ করিলাম কিংবা তাঁহাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া দিলাম, তাঁহারা ভ্রান্ত; অপিচ যিনি যে-পরিমাণে ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্য-প্রাণ-অর্থাদি উপকরণ-সমূহ নিযুক্ত করিলেন, বস্তুতঃ তিনিই ততটা সেবার রূপসী মূর্ত্তিতে সজ্জিত হইলেন। যিনি যতটা বিমুখ থাকিলেন, তিনি নিজেই ততটা কুরূপ থাকিলেন, ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ভগবদ্ভক্ত কৃপা করিয়া আমার রূপদান—আমার রূপ-গৌরব বৃদ্ধি করিয়া দিবার করুণা প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন মাত্র —লাভ আমারই ছিল, কিন্তু ভুল করিয়া আমি তাহাকেই পারিপার্শ্বিক ভ্রমচালিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে ও বুদ্ধিতে 'লোকসান' মনে করিলাম।

## অর্থ অনর্থের মূল কাহার নিকট?

যে-সকল সাধু অর্থকে অনর্থের মূল মনে করিয়া স্ব-স্ব সাধকোচিত ক্ষুদ্রাধিকার ও স্বার্থপরতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক সরিয়া পড়িলেন, তাঁহারা সমর্থ, তেজীয়ান্, নিত্যানন্দ-প্রকাশ-বিগ্রহের ন্যায় বিষয়িগণের কি মঙ্গল করিতে পারিলেন? বিষয়িগণের নিকট গচ্ছিত কৃষ্ণভোগ্য অর্থ কৃষ্ণের ভোগার্থ আহরণ করিবার মত রাজরাজেশ্বর হরির কোন সমর্থ তহসিলদার নাই দেখিয়া কৃষ্ণের সামগ্রী অবৈধভাবে আত্মসাৎকারী স্বতন্ত্র প্রজা-সম্প্রদায় নিশ্চিন্তে

ভোগ বৃদ্ধি করিতে করিতে নরকের পথ প্রশস্ত করিবার বেশ সুযোগ পাইয়া গেলেন। কিন্তু পরদুঃখ-দুঃখী নিত্যানন্দের হৃদয় তাহাতে স্থির থাকিবে কেন? যিনি দশ দেহে ভগবানের সেবা করেন—সর্ব্বতোভাবে সকল দিয়া কৃষ্ণসেবা করেন, তিনি কি কখনও ইহা দেখিতে পারেন যে, কৃষ্ণের সেবা—কৃষ্ণের কীর্ত্তন-সেবা-বিস্তার সঙ্কুচিত করিয়া বিষয়িগণ কেবল স্ব-স্ব ভোগময় মৃত্যুপথ বিস্তার করিবেন? অর্থ কেবল কি অনর্থ-নীতিতেই পরিণত হইবে? এইরূপ একঘেয়ে একদেশী কথায় কেন তিনি ভ্রান্ত হইবেন? ক্রূর বিষাক্ত সর্প কি কখনও সুদক্ষ সাপুড়িয়ার হস্তের ক্রীড়নক হইবে না? অর্থনীতি কি সমর্থের হস্তে পরমার্থনীতিতে পরিণত হইবে না? নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে হীরক-মণি-মুক্তা-খচিত স্বর্ণের অলঙ্কারাদি দেখিয়া জনৈক নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ ও নবদ্বীপবাসিগণের একসময় এইরূপই ভুল হইয়াছিল। উক্ত ব্রাহ্মণের মহাপ্রভুর মর্য্যাদাময় সন্ন্যাসোচিত আচারের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তিনি নিত্যানন্দের সাধুত্ব কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ)—

সন্ন্যাস-আশ্রম তান বলে সর্ব্বজন।
কর্পূর, তাম্বুল সে ভোজন সর্ব্বক্ষণ॥
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোণা-রূপা-মুক্তা সে তাঁহার কলেবরে॥

কাষায় কৌপীন ছাড়ি' দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন-মালা সদাই বিলাস॥
দণ্ড ছাড়ি' লৌহ-দণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
শাস্ত্রমত মুঞি তাঁ'র না দেখি আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার॥
বড়লোক বলি' তাঁ'রে বলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে?

ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত ব্রাহ্মণকে জানাইয়াছিলেন যে, শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কারগুলি ভোগের নিদান হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার কৃষ্ণভক্তিযোগের এক একটী মূর্ত্ত অবতার, তাঁহার অঙ্গ কৃষ্ণবিলাসের গৃহ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন,—

যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তি-যোগ-অবতার॥
স্বর্ণ-মুক্তা-হীরা-কাঁসা রুদ্রাক্ষাদিরূপে।
নববিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ-সুখে॥

*　　*　　*　　*

প্রভু বলে, তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নবধা ভক্তি বই কিছু নহে আর॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি নমস্কার।
এই যে তোমার সর্ব্বকাল অলঙ্কার॥

নাগবিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি সর্ব্বজনে বুঝিবারে পারে॥

পরমার্থে মহাদেব অনন্ত জীবন।
নাগছলে অনন্ত ধরেন সর্ব্বক্ষণ॥

না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
যতেক নিন্দয়ে তা'র হয় কার্য্যবাধ॥

আমি ত' তোমার অঙ্গে ভক্তিরস বিনে।
অন্য নাহি দেখি কভু কায়-বাক্য-মনে॥

নন্দগোষ্ঠীরসে তুমি বৃন্দাবন-সুখে।
ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন কৌতুকে॥
ইহা দেখি' যে সুকৃতি চিত্তে পায় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবে কৃষ্ণের শ্রীমুখ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৭ম)

একদিন মহাপ্রভুর আদেশে প্রদ্যুম্ন মিশ্র রায় রামানন্দের নিকট হরিকথা শুনিতে যাইয়া হরিকথা শ্রবণের পূর্ব্বেই জাগতিক লোকের নিকট যে-সকল কথা বহুকাল ধরিয়া শুনিয়াছিলেন ও তাহার দ্বারা যেরূপ বিচার করিতে শিখিয়াছিলেন, সেই তৌলদণ্ডটী রায় রামানন্দের আচার-ব্যবহার-সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে গিয়া মস্ত ভুল করিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে পুনরায় রামানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া সরলচিত্তে অতীন্দ্রিয়

তত্ত্বের যথার্থ তাৎপর্য্য শ্রবণের পর সেই প্রদ্যুম্ন মিশ্রই পরে রাম রায়ের একজন প্রশস্তি-গায়ক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধেও জগতের লোকের এইরূপ ভুল হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রকৃত কথাগুলি সরল, মুক্ত, নিরপেক্ষ কর্ণে শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীগৌড়ীয়মঠকে দেখিতে গিয়া অনেকে ভুল করিয়া ফেলিতেছেন। শুনার পর দেখা হইলে দেখা ঠিক হইত। শুনিবার পূর্ব্বেই বা বিকৃতভাবে ও অসহিষ্ণু, অন্যমনস্কচিত্তে শুনিবার অভিনয় করিয়া তৎপরক্ষণেই নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণে পলায়ন-পূর্ব্বক নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের চশমায় শ্রীগৌড়ীয় মঠকে দেখিবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইবে—যদি কাহারও ভ্রান্ত-ধারণা না হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই অতি-মুক্ত, না হয় কপট মিথ্যাবাদী অতি-বদ্ধ।

লোকের পক্ষে আবার আর একটি বিপদ্ ও বঞ্চনার ফাঁদ পাতা রহিয়াছে। তাহাতে দুর্ভাগা জনসঙ্ঘ অধিক সময়ই বঞ্চিত হইয়া কোন্‌টী প্রকৃত খাঁটি, কোন্‌টী মেকী, তাহা নিরূপণ করিতে অসমর্থ হয় এবং তজ্জন্য খাঁটী বস্তু হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। রায় রামানন্দ বা অবধূত নিত্যানন্দের দোহাই দিয়া এক শ্রেণীর ঢঙ্গ বা আনুকরণিক ব্যক্তিগণ তাহাদের ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা ও অবৈধ চেষ্টাগুলিকে চালাইতে চায়। শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেরূপ কথা বলেন না, ঐরূপ অবৈধ চেষ্টার বা অপরাধময়ী চিত্ত-

বৃত্তিকে কোটি জিহ্বায় প্রতিবাদ ও পরিহার করেন—ঐরূপ চেষ্টার প্রতিবাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের অন্যতম। একটা ইন্দ্রিয়তর্পণের ভাণ্ড, ভণ্ড পাষণ্ড ব্যক্তি যদি আপনাকে বাঁচাইয়া তাহার ইন্দ্রিয়-তর্পণ চালাইবার জন্য তাহার সমশীল ব্যক্তিগণের সহিত রায় রামানন্দ বা শ্রীনিত্যানন্দের দোহাই দেয়, তাহা হইলে সেরূপ ব্যক্তিকে যে আমরা আমাদের আধ্যক্ষিক বিচারে দর্শন করিব না, তাহা নহে। কিন্তু মায়াদেবীর এমনই অঘটনঘটনপটীয়সী বঞ্চনা-বিদ্যা যে, আমরা অনেক সময়ই ঐ সকল ব্যক্তিগণের প্রতি যেন আমাদের বহির্ম্মুখতা-জাত একটা অজ্ঞাত প্রেরণা ও সহানুভূতি-বশতঃই ঐরূপ ভণ্ড শ্রেণীর ব্যক্তিগণ-সম্বন্ধে বিচার করা অন্যায় মনে করিয়া এবং অপরের নিকট তাহা প্রচার করিয়া যাঁহারা আমাদের বিচারের অতীত, যাঁহারা সত্য সত্য অধোক্ষজের ঐকান্তিক সেবক, সেই সকল অচিন্ত্য-চরিত্র, অতিমর্ত্ত্য পুরুষগণের প্রতিই মায়া-দেবীর-বঞ্চনা-বিদ্যার কুহকময়ী মন্ত্রণায় অধিকার লঙ্ঘন-পূর্ব্বক অবৈধ বিচার করিতে যাই! আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অপর ইন্দ্রিয়-পরায়ণগণের ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সমবেদনার তন্ত্রীতে সমভাবে আঘাত করে বলিয়াই আমরা অসত্যকে 'সত্য' ও সত্যকে 'অসত্য' মনে করি। একান্ত বাস্তবসত্য এরূপ দুর্ভেদ্য ও অসংখ্য অক্ষয়-অক্ষৌহিণী সেনার ব্যূহ-দ্বারা সুরক্ষিত বলিয়াই সত্যের এত মূল্য।

**( ৩ ) শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবের কি প্রয়োজন ?**

**উত্তর**—পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, মঙ্গলের নিদান-গুলিকেই আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের দর্পণে ফেলিয়া বিপরীত মনে করিয়াছি, তাই আমাদের আর একটি ভুল হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিবৎসর বিভিন্ন মঠ-সমূহে পরমকল্যাণময় ভাগবতোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই ভাগবতোৎসবে সত্যানুসন্ধিৎসু, শ্রদ্ধালু জনসাধারণ-মাত্রেরই কৃষ্ণসেবৈকব্রত কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ আচার্য্য ও তদনুগ ভাগবতমণ্ডলীর নিকট অনুক্ষণ আত্মমঙ্গলের কথা আলোচনা, শ্রবণ, ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গসমূহের যাজন ও প্রকৃত ভাগবত-জীবনের অনুশীলন করিবার অভূতপূর্ব্ব সুযোগ উন্মুক্ত হয়। ইহা যেন কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জন-মণ্ডলীর নিকট এক অভূতপূর্ব্ব, অযাচিত, অতিমর্ত্ত্য, কীর্ত্তন-অন্নসত্রের উন্মোচন অথবা মায়ামরুতপ্ত, ভোগ-ত্যাগ-ক্ষুধা-তৃষ্ণাদগ্ধ, কর্ম্মবাসনার দাবানলশিখা-সন্তপ্ত ব্যক্তিগণের নিকট নিগমকল্পতরুর প্রপক্কফল-শোভিত একটি মরূদ্যান বা স্বর্গঙ্গার প্রস্রবণের কৃপাবতরণ। সুদীর্ঘ কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষে অন্নাভাবে, জলাভাবে, অনিদ্রায় ভুগিতে ভুগিতে জগতের লোক এত পিত্তরোগাক্রান্ত হইয়াছে যে, তাহাদের উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য 'গৌড়ীয় হাসপাতাল' ভাগবতোৎসব প্রকট করিয়া নানাপ্রকার পথ্যৌষধির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উৎসবকালে যে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মুক্ত হয়, তাহা

সুদীর্ঘ কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-জনিত পিত্তোপতপ্ত ব্যক্তিগণের মুখে রুচি উৎপাদন করিবার জন্যই সিতাখণ্ডের একটি অভূতপূর্ব্ব ভাণ্ডার-বিশেষ। যাঁহারা ভাগবতের পরম কল্যাণময়ী শিক্ষা, সিদ্ধান্ত, বিচার, ভগবত্তত্ত্ব, ভাগবত-তত্ত্ব, আত্মতত্ত্বের বিষয় সমূহ ধারণা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের জন্য—বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত—সকলের জন্য স্থূল আদর্শ-সমূহের দ্বারা ভগবৎপাদপদ্মে চিরবিক্রীত বহু অকপট ব্যক্তির বহু কষ্টার্জ্জিত অর্থ, অক্লান্ত পরিশ্রম, ভাগবতী বুদ্ধি, মনীষা, প্রতিভা-সমূহকে সম্মিলিত করিয়া এই ভাগবতোৎসবের বিভিন্ন অঙ্কসমূহ একমাত্র লোক-কল্যাণের অহৈতুক অভিলাষ ও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির উদ্দেশ করিয়াই সজ্জিত হয়।

## ভ্রমোৎপত্তি কোথায়?

অকৈতব হরিকথা—ভাগবত-কথা—সাক্ষাৎ কৃষ্ণানুশীলনের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকেই বহুমাননকারী ভ্রান্ত ত্রিতাপদগ্ধ লোকসঙ্ঘ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে, অকৃত্রিম কৃষ্ণানুশীলনে নিয়োজিত হউক,—শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ভাগবতোৎসবের এই অদ্বিতীয় অনাবিল অসমোর্দ্ধ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, মায়ার ছলনায় মূঢ় বঞ্চিত ও বঞ্চনকামী কেহ কেহ ঐ উৎসবকে ব্যবহারিক বারোয়ারী উৎসব, সামাজিক শ্রাদ্ধ বা বিবাহ-উৎসব, কিংবা আমোদ-প্রমোদের জন্য মিলন-উৎসবের মত মনে করিতে

পারে বা লোক-বঞ্চনা করিয়া ঐরূপ মনে করাইবার চেষ্টা করিতে পারে। সেইরূপ অনুমান বা বঞ্চনাকে Major ও Minor premises করিয়াই তাহারা বলিতে পারে যে, গৌড়ীয় মঠ বন্যায় সাহায্য না করিয়া কেন উৎসবে অপব্যয় করেন? দুর্ভিক্ষে চাউল দান না করিয়া কেন হরিসেবার্থ ও উৎসবার্থ চাউল সংগ্রহ করেন? বন্যার সাহায্য-ভাণ্ডারে ভিক্ষালব্ধ অর্থ প্রদান না করিয়া তদ্দ্বারা কেন বিষ্ণু-মন্দিরের চূড়া আলোকিত এবং প্রদর্শনীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন? অন্ততঃ চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের ন্যায় ঠাকুর-সেবার ছলনায় কিছু ভাগ, আর বন্যা-দুর্ভিক্ষাদি কার্য্যে কিছু অংশ ভাগাভাগি করিয়া কেনই বা প্রদান না করেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। সমাজের দুঃখ-দৈন্যের সময় আমোদ, স্ফূর্ত্তি কি শোভা পায়?

## ভ্রমোৎপত্তি কি জন্য?

সহিষ্ণু হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই 'শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি বা গৌড়ীয় মঠ দেখিয়াছি' মনে করিলে এইরূপ শতসহস্র অনর্থ ও বিপদ্ উপস্থিত হইতে পারে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বারোয়ারী উৎসব, সামাজিক উৎসব বা কোনও প্রকার আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণময় উৎসবের প্রতিযোগী বা সহযোগী হইবার সময় নাই। যে মুহূর্ত্তে বাহিরে বা অন্তরালে শ্রীগৌড়ীয় মঠ ঐরূপ উৎসবকে বিন্দুমাত্রও আদর্শ জ্ঞান করিবেন, সেই

মুহূর্ত্তে তিনি আর শ্রীগৌড়ীয়মঠ নহেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ যদি আজ বারোয়ারী পূজা বা বারোয়ারীর প্রদর্শনী, যাত্রা বা শ্রাদ্ধ, বিবাহ কিংবা য়্যাপথিয়সিসের উৎসব, পুতুল-বিবাহ বা পুতুল-পূজার উৎসবাদি করিয়া আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা বন্যায় সাহায্য কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল এবং ঐরূপ আমোদ প্রমোদ না করিয়া সৎকর্ম্মিগণের পরামর্শে বন্যায় চাঁদা প্রদান বা দান না করাটাই মহা অন্যায়ের কার্য্য হইত। কিন্তু যেখানে হরিকথার উৎসব, যাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ, যেখানে মায়াভ্রান্ত মানবজাতি-অকৈতব আত্মমঙ্গলের একমাত্র উপায়কেই আপাত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাঘাতকারক দেখিয়া তাহাদের অরুচিকর সুতরাং অমঙ্গলজনক বা বৃথা কালক্ষেপণের কার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, আর বহির্ম্মুখগণের প্রতি সহানুভূতিতে যে ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয় ও নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণেও সহানুভূতির একটা দান-প্রতিদান, ধ্বনি-প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, সেইরূপ কার্য্যকেই উদার ও লোকহিতকর কার্য্য বিচার করিয়া ব্যষ্টি হইতে ব্যাপ্ত সমষ্টিগত ভ্রান্তির জালে পতিত হইয়াছে, সেরূপ মহাবিবর্ত্তবিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়া যেখানে অনির্ব্বচনীয় মহোপকার সাধিত হয়, সেখানে সাময়িক বন্যা, দুর্ভিক্ষ, সাময়িক প্রয়োজন-পরিপূরণ, সাময়িক অভাব-মোচন, সমাজ, দেশ বা জাতীয় সঙ্কীর্ণ আপাতকল্যাণ-সাধনের জন্য পৃথগ্‌ভাবে চেষ্টা না করায় ইন্দ্রিয়তর্পণামোদি-সমাজে

যে ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা, কর্ত্তব্য-পরিত্যাগ, অধর্ম্মপরায়ণতা বা প্রচলিত ধর্ম্মের ধারণার প্রতি বিপ্লবের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়, একটু সহিষ্ণু হইয়া শ্রবণ ও দর্শন করিলেই তাহা তিরোহিত হইতে পারে।

## গণবাদের দানবী মূর্ত্তির ছলনা

এখানে আবার আর একটী বিপদ্—য়্যাপথিয়সিসের দানবী মূর্ত্তি বা ডাইনীরাণী সেখানে দেবতার মত—স্নেহসুলভা মাতার মত কমনীয়া, রমণীয়া, বরণীয়া মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়া আমাদের নিরপেক্ষ বিচারপথ অবরুদ্ধ করিয়া বসে এবং আমাদের মনীষাকে শ্রৌতপথের অনুসরণ হইতে বঞ্চিত ও ভ্রান্ত করে। তখন আমরা মনে করি ও বলি,—"গৌড়ীয় মঠের বিচার শুনিয়া ত' বুঝি ভাগবতোৎসব, ভাগবত-প্রদর্শনী প্রভৃতি অন্যান্য উৎসবের মত নহে, তাহাতে পরোপকারেরই শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত প্রণালী রহিয়াছে। সাময়িক বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-নিবারণে শক্তি, অর্থ-নিয়োগ অপেক্ষা যাঁহারা হরিসেবায় আত্মাকে উন্মেষিত করিয়া দিয়া সকল দুঃখ-বিপদের বীজ চিরতরে উৎপাটন ও সকলের চিরস্থায়ী বাস্তব সুখের উৎস উন্মোচন করিয়া দেন, তাঁহারা সেই সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সেবায় ও আনুকূল্যে যে-সকল প্রাণ, বুদ্ধি, বাক্য, অর্থ, শক্তি নিয়োগ করেন, তাহাতে আপাত উপকারের দৃশ্যের প্রতি একটা উদাসীনতার ভাব দেখা গেলেও ঐরূপ

আমূল রোগ-বিনাশের—দুঃখ-দৈন্য-দুর্ভিক্ষ-বন্যা-নিবারণের চেষ্টাই অবঞ্চনাময়ী ও প্রকৃত নিত্যকল্যাণময়ী; **কিন্তু তথাপি** কেন এত এত বড়লোক (গণগড্ডলিকার বহুমানিত,—ইহাই য়্যাপথিয়সিস্ মূর্ত্তিমতী দেবতার মুখোসে মায়াময়ী দানবী কৃত্যা), এত এত জাগতিক লোক (গণবাদ-দানব), 'প্রাণের আকাঙ্ক্ষা', 'মনের ভাল-লাগা', 'হৃদয়ের স্পন্দন', 'বুদ্ধির দৌড়' ঐরূপ আমূলরোগ-বিনাশের সুদূরবর্ত্তী চেষ্টা হইতে আপাত ও তৎক্ষণাৎ শান্তির পক্ষেই অধিক সমর্থন করেন?" এইরূপ য়্যাপথিয়সিসের মোহ, গণমতের মোহ, মনের ভাল-লাগার মোহ, আপাত-প্রত্যক্ষের মোহ আমাদিগকে বাস্তব সত্য, চিরস্থায়ী সত্য, ঐকান্তিক সত্য, ঐকান্তিক মঙ্গল-লাভে বঞ্চিত করে ও তৎসঙ্গে-সঙ্গে ঐকান্তিক মঙ্গল-বিতরণকারিগণের প্রতি বিদ্রোহের প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেয়।

## (৪) জীবসেবা (?) ও হরিসেবা কি এক?

**সমাধান**:—এইরূপ আপাতের মোহ, তজ্জনিতই য়্যাপথিয়সিসের প্রতি মোহ এবং আপাতের সংখ্যাধিক্যের সমবেদনা হইতে গণমতের প্রতি মোহ, প্রত্যক্ষের মোহ, প্রেয়ের মোহ আমাদিগকে আর একটি ভুল বুঝাইয়া দেয়। আমরা মনে করি,—"সার্ব্বকালিকী হরিসেবার চেষ্টা হইতে জীবসেবার (?) চেষ্টাগুলিই জীবের পক্ষে—সমাজের পক্ষে

অধিকতর হিতকর; 'হরিসেবা'-কথাটা—গোঁজামিল-দেওয়া কথা, ইহা একটা স্বপ্ন-সৌধ মাত্র; 'হরিসেবা' বলিয়া কোন জিনিষ নাই, উহা মানুষের শান্তি-অনুসন্ধানের বহুবিধ পথের অন্যতম, কল্পনায় সৃষ্ট একটা স্বপ্নপুরী মাত্র; আর যদি হরিসেবা বলিয়া কিছু থাকে, তাহা জীবসেবাই; জীবসেবা (?)-দ্বারা বরং (কল্পিত) হরিসেবা হয়; কিন্তু হরি-সেবার নামে বৃথা সময়, শক্তি, ধন, প্রাণ নষ্ট করিয়া জীবসেবা (?) বা সমাজের মঙ্গল হয় না।" বর্ত্তমানে 'জীব-সেবাতেই (?) হরিসেবা'-মতবাদের একটা স্বৈরিণী বিরাট্ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার মায়াময়ী মূর্ত্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত অকপট হরিসেবাময়ী লোক-কল্যাণ-চেষ্টাকে বুঝিতে দিতেছে না।

## (৫) 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ জীবসেবা (?) করেন না'—ভ্রমের সমাধান

তাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের হরিসেবাময় অনুষ্ঠান অপেক্ষা জীব-সেবার (?) ছলনাময়ী অবৈধী চেষ্টা সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা শুভঙ্কর, প্রিয়ঙ্কর বলিয়া এক শ্রেণীর হরিবিমুখ-সম্প্রদায় বিচার করিতেছেন! তাই তাঁহাদের বিচারে—হরিসেবাতে ভণ্ডামী ও জীবসেবাতেই (?) অধিকতর সরলতা ও হৃদয়বত্তা আছে! তাই সার্ব্বকালিক হরিসেবানুশীলন ও হরিসেবা-শিক্ষা-প্রচারের প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা জীবসেবার (?) ছলনাকারী

প্রতিষ্ঠান সর্ব্বকলিদোষে দুষ্ট হইলেও লোকের অধিক সহানুভূতির আকর্ষক! শ্রীগৌড়ীয় মঠ উৎসবাদি করিয়া অর্থগুলির অপব্যয় করে, আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান উৎসবাদি করিলেও তাহা জীবসেবাদির (?) ছলনা করিবার পর অবসর-কালে আমোদ-প্রমোদ এবং তাহাতে সার্ব্বজনীন ইন্দ্রিয়-তর্পণ আছে বলিয়া উহা যুক্তিযুক্ত! সেরূপ উৎসবে গণবাদ-দেবতার কোনও আপত্তি নাই, বরং সহানুভূতিই আছে! এ যেন কর্ত্তাবাবুর সারাদিন পরিবার-পরিজন-পরিপোষণার্থ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ঐ কার্য্যকে অধিকতর শাণিত করিবার জন্য বিশ্রামকালে আমোদ-প্রমোদ উপভোগার্থ গৃহিণীর কৃপা-অনুমতিদান! কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠের সার্ব্বকালিক হরিসেবানুশীলনময় উৎসব তাহা নহে।

বদ্ধজীব-সেবা-দ্বারা হরিসেবা হয়,—ইহা কি একটি ছলনাময়ী স্বৈরিণী-মূর্ত্তি নহে? সেব্যকে সুখদানের নামই সেবা; সেব্যের ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই 'সেবা' বলে। 'জীব-সেবা' বলিতে যদি মুক্তজীব-সেবা হয়, তাহা হইলে ত' তাহা 'বৈষ্ণবসেবা'ই হইল। মুক্ত জীবের ত' বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্যই নাই। বদ্ধজীবসেবা ত' 'শিব-সেবা' নহে। শিব ত' পরম মুক্ত—শিব ত' মহাবৈষ্ণব। বৈষ্ণবের সেবায় হরিসেবা হয়; বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ একমাত্র হরিসেবার দ্বারাই হয়। বৈষ্ণব যাঁহার নিরন্তর আরাধনা

করেন, অপরে তাঁহার আরাধনা করিলেই অপর বৈষ্ণব সুখী হন। শিব নিরন্তর সঙ্কর্ষণ-রামের সেবা করেন, তাই তিনি অনন্তদেবকে মস্তকের অলঙ্কাররূপে ধারণ করিয়াছেন, সঙ্কর্ষণের নামে অবধূত দিগম্বর হইয়াছেন; সেই সঙ্কর্ষণের সেবা করিলেই শিবের সন্তুষ্টি হয়—শিবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয়—শিবের বৈধী সেবা হয়।* শিবের সেবা আর বদ্ধজীবের সেবা—এক নয়। বদ্ধজীবের সেবায় বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়। বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে হরিবিমুখতারই তর্পণ হয়। মাতালের দুরবস্থা, দৈন্য, দুঃখ, অভাব, অভিযোগের করুণকাহিনীতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে যদি একটি কড়িও প্রদান করি, মাতাল অমনি উহা লইয়া মদের দোকানেই যাইবে; সেখানে মাতালের অশ্রুজলে আমার প্রসারিত আর্দ্র হৃদয় ও করুণার হস্ত মাতালের মাতলামীতে যে ইন্ধনটুকু যোগাইয়া জীবসেবা (!) করিল, তাহার দ্বারা জীবের প্রকৃত কল্যাণ অথবা সমাজের কোন প্রকৃত মঙ্গল হইল কি?

আমরা স্থূলজিনিষটাকে বুঝি; কিন্তু অনেকেই সূক্ষ্ম বা সুসূক্ষ্ম বিচারটাকে আমাদের বহির্ম্মুখী প্রকৃতির গঠন-বশতঃই ধরিয়া উঠিতে পারি না। আমরা বলিতে পারি, জগতের সকল লোকই কি মাতাল? বলিলে আপাত-

---

* যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ (গীতা)

কর্কশতা হয়,—আমরা হরিবিমুখ হইয়া অধিকাংশ—প্রায় শতকরা ৯৯.৯' লোকই যখন এ মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়াছি, তখন আমরা ন্যূনাধিক মাতাল নহি কি? প্রত্যেকেই কোন না কোন ইন্দ্রিয়সুখের জন্য মাতাল। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মহামুক্ত শিবের ন্যায় হরিসেবায় মাতাল—হরির সুখের জন্য মাতাল কৈ? আমরা কেহ পাপে মাতাল, কেহ পুণ্যে মাতাল; কেহ ভোগে মাতাল, কেহ ত্যাগে মাতাল; কিন্তু পাপ-পুণ্য, ভোগ-ত্যাগ—সকলই জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ; একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের নামই—হরিসেবা। শ্রীচৈতন্য-দেবের শিক্ষায় একমাত্র অকৃত্রিম, অকপট অনাবিল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেরই শিক্ষা আছে। শ্রীচৈতন্যদেব **বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সেবা** ও **জীবে দয়ার** কথা বলিয়াছেন। বৈষ্ণবসেবা ও অকপট ভগবদনুশীলনকারীর সেবা-দ্বারাই কৃষ্ণ-সেবায় রুচি হয়। বৈষ্ণবসেবায় অন্য কোন অবান্তর ফল নাই। কিন্তু জীবের সেবার ছলনায় যে-সকল ফল দেখা যায়, তাহাতে কৃষ্ণসেবায় রুচি-বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে কৃষ্ণবিমুখতায়ই রুচি অশ্বগতি বা পাঞ্জাবী তুফানী মেলের গতিতে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণসেবায় রুচির অপর অর্থ—অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামে রুচি, আর সেই কৃষ্ণনামে রুচি, যাহা অখিল কল্যাণের খনি, যাহার অনুশীলনের আনুষঙ্গিক অবান্তর ফল জীবের যাবতীয় ত্রিতাপের বীজনাশ (যে ত্রিতাপের এক একটী সামান্য অংশ-মাত্র বিভিন্ন দুঃখ-

দৈন্য, অভাব, রোগ, শোক ), সেই কৃষ্ণনাম-বিতরণের দ্বারাই, কৃষ্ণনামের অনুশীলনে রুচি উদ্বোধনের দ্বারাই জীবের প্রতি শ্রেষ্ঠ দয়া হয়। বদ্ধজীবের প্রতি যে বদ্ধ-ভাব-মোচনার্থ উপচিকীর্ষা, তাহাকে শ্রীচৈতন্যদেব "দয়া" বলিয়াছেন, দয়াতে দয়ার পাত্রের আপাত-ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই, কিন্তু সেবাতে সেবার পাত্রের ইন্দ্রিয়-তর্পণ আছে। বদ্ধজীবের প্রতি 'দয়া'তে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই, তাহাতে বদ্ধজীবের আপাত প্রেয় নাই বলিয়া প্রথম মুখে রুচিকর হয় না, 'কঠোর' মনে হয়, 'তিক্ত' মনে হয়—ঔষধ যেমন তিক্ত লাগে ; কিন্তু যিনি রোগমুক্ত, যিনি স্বাস্থ্যবান্, তাঁহার জন্য তিক্ত ঔষধের ব্যবস্থা নহে ; তাঁহার জন্য উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভোজ্য-সামগ্রী। শিব মহামুক্ত বৈষ্ণব, তাঁহার প্রতি 'দয়া'-শব্দ প্রযুক্ত হইবে না, তাঁহার প্রতি 'সেবা'-শব্দ প্রযুক্ত হইবে ; তাঁহার জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু 'শ্রীকৃষ্ণের নাম', তিনি শ্রীকৃষ্ণ-নাম আস্বাদন করিতে ভালবাসেন, শ্রীকৃষ্ণ-নাম জগতে প্রচারিত হউক, ইহাই তাঁহার মনোঽভীষ্ট।

## জীবসেবা-বাদ কোথা হইতে উৎপন্ন হয় ?

কিন্তু বহির্ম্মুখ জগতে—য়্যাপথিয়সিস্ ও গণদেবতার কল্যাণে এই যুগে জীবসেবা (?) কথাটিই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে ; "আমার দাঁড়ে ছোলা আছে" বলিয়া—আমি ও

আমার সমশীল গণ-কোটি জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ আছে বলিয়া আমি মনুষ্য এবং আমার সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন ও সমবেদনাগ্রস্ত অপর মনুষ্যসকল সেইরূপ একটা প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তর্পণাকাঙ্ক্ষা-বশতঃ "মনুষ্য-সেবাতেই (?) হরিসেবা হয়",--এই কথাটি বরণ করিয়াছি। আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে —আমার ও আমার সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পরস্পর ইন্দ্রিয়তর্পণে যে কাম পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাকে যদি "হরিসেবা" বলিয়া চালাইতে পারি, তাহা হইলে এক ঢিলে দুই পাখী মারিতে পারিলাম। "ভোগ-কে ভোগ" হইল অথচ ধার্ম্মিকের প্রতিষ্ঠাটা থাকিল। ভোগ করিয়া জগতের নিকট হইতে যে অধার্ম্মিকের প্রতিষ্ঠা কুড়াইয়া নিতে হয়, তাহা অনেক চতুর ব্যক্তি তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিঘ্নকারক মনে করেন এবং ভোগকে 'ধর্ম্মের' পোষাকে সাজাইয়া ধার্ম্মিকের প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করেন। এখানেও তাহাই হইয়াছে—'জীবের কাম'কে—জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণকে 'কৃষ্ণকাম' বলিয়া—'হরিসেবা' বলিয়া ছলনা করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

## জীবসেবায় (?) সেবাকারীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা কাম কোথায়?

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—'জীবসেবায় (?) আমাদের কামনা কোথায়? আমাদিগকে ত' অর্থ, বিত্ত, শক্তি,

সময়, স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন করিয়া 'সেবা' করিতে হয়।" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয়-তর্পণ অনেক প্রকারের—স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে, স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্নভাবে বহির্ম্মুখ জীবে উহা বর্ত্তমান। কৃচ্ছ্রতা, দান, ত্যাগ প্রভৃতির পোষাক-পরিহিতা রূপসী মূর্ত্তি দেখিলেই তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টা নাই মনে করিতে হইবে না। অনেকে ইহকালে নিজেদের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন—কেন না, ইহজগতে বাঁচিয়া থাকিলে ত' তাঁহারা নিজ-নিজ কর্ণে আপনাদের স্তুতি শুনিতে পাইবেন না! অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্ত্তিকালের ভাবি-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের মোহে তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এরূপ সাক্ষ্যও ইতিহাসে বিরল নহে।

যেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের প্রবৃত্তি-প্রগ্রহ পূর্ণমুক্ত, যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণচেষ্টায় কোনও প্রকার স্থূল-সূক্ষ্ম, অন্তরে-বাহিরে কপটতার কোন লেশ নাই, সেই ভাগবতধর্ম্মেই একমাত্র জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ নাই। ভাগবতধর্ম্মে এইজন্য ভুক্তি, মুক্তিকে পিশাচী বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব এই জন্য বলিয়াছেন—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখাস্তোধেঃ কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

বর্ত্তমানযুগে বহির্ম্মুখতার প্রবলবন্যা, য়্যাপথিয়সিসের দেবতাবেশী দানবী মূর্ত্তি নানাপ্রকার আপাত সুখকর, আপাত সহজবোধ্য অর্থাৎ যাহা জীবের বহির্ম্মুখতার সঙ্গে

খুব খাপ খায়, বহির্ম্মুখতার সুরের সঙ্গে একতানে বাজিয়া উঠে, সেইরূপ সকল যুক্তি, উপমা, কথা প্রভৃতির নেশায় গণমতকে মশ্‌গুল করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত জীবমঙ্গলের একমাত্র নিদান-চিকিৎসা ঐ সকল রোগি-সম্প্রদায়ের কাহারও কাহারও অভিমতে ঠাকুরদাদার ঝুলির পুরাতন গল্পের মত মনে হইতেছে, আর তাহা হইতে আর একটী ভ্রম প্রচারিত হইয়াছে,—

## আর একটি ভ্রম :—(৬) শ্রীচৈতন্যদেবের তাৎকালিক মত বর্ত্তমান যুগোচিত নহে

"কয়েক শতাব্দীর পূর্ব্বের শ্রীচৈতন্যদেবের সেকেলে কথা এখন প্রচারে জগতের কি সুবিধা,—কি মঙ্গল হইবে? শ্রীগৌড়ীয় মঠ,—সেকেলে কথার প্রচারক। আধুনিক জগতের ভাব, গতি, প্রগতি, সাহিত্য, ছন্দ, আচার, বিচার, ভাবনা, চিন্তা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা অন্যরূপ। যুগোচিত প্রচার চাই। এখন আর 'হরিনাম', খোলের মৃদুমধুর-ধ্বনি, পুরাণশাস্ত্রের শ্লোকের দোহাই, কিম্বা পরাধীন জাতিকে দাস্যভাবের শিক্ষা-দীক্ষায় দীক্ষিত করিলে চলিবে না। এখন চাই—সংগ্রাম, এখন চাই—সিংহভাব, রৌদ্রমূর্ত্তি, খোলের পরিবর্ত্তে ঢাকের বাদ্য, দাস্যভাবের পরিবর্ত্তে 'সোঽহং' মন্ত্র উচ্চারণ—কাঠের, মাটীর মৃত ঠাকুর-সেবার পরিবর্ত্তে জীবন্ত জীবের শুশ্রূষা, নিরামিষ খাওয়াইয়া হীনবীর্য্য করিয়া দিবার

ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে শিরায় শিরায় বীর্য্য-সঞ্চারের জন্য পুষ্টিকর, রুচিকর খাদ্য! ম্যালেরিয়ার দেশে বিষ্ণু-প্রসাদ-ভোজনের ব্যবস্থা চলিতে পারে না। বিশেষতঃ বাঙ্গালীজাতি যেরূপ হীনবীর্য্য হইয়া চলিতেছে—বাঙ্গালী যুবকের যেরূপ শক্তি-হীনতা লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে তাহাদের মধ্যে দাস্যভাব-মূলক, 'তৃণাদপি-সুনীচতা'র শিক্ষামূলক বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন কথা সঞ্চার করিলে আরও মুস্কিল হইবে—এখন দামামার গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে—রুদ্রতালে, দীপকরাগে তাহাদের রক্ত গরম করিয়া তুলিতে হইবে—'সোঽহং' মন্ত্রে তাহাদের আত্মবোধ জাগাইয়া তুলিতে হইবে, স্ত্রীজাতির মধ্যেও সেই আত্মবোধ সঞ্চার করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে জানাইতে হইবে যে, তাঁহারা 'শক্তির জাত'—তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে,—'তোমাদের শক্তির প্রয়োগ দেখাও—পুরুষদিগকে 'সিংহ' করিয়া তোল—'ভক্তি' 'ভক্তি' করিতে করিতে শক্তির জাত-পর্য্যন্ত 'শক্তি'-হীন হইয়া পড়িয়াছে। 'শক্তি' সঞ্চিত না হইলে জাতির মুক্তি হইবে না—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

**সমাধান** :—য়্যাপথিয়সিসের দূত ত' একদমে অনেক কথা বলিয়া গেলেন, আর গণ-কোটির মধ্যে যাঁহারা বহির্ম্মুখতাটাকে একটু অধিকতর ঘনীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ কথার উত্তেজনা ও মাদকতায় মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার্য্য বিষয়ের

কোন নামগন্ধ শুনিলে আর তাঁহাদের রক্ষা নাই, শ্রীচৈতন্য-বাণী-বাহক কাহাকেও দেখিলে তাঁহারা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠেন; কারণ র‍্যাপথিয়সিসের দূতগণ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের সঙ্গে যে-সকল কথা খুব খাপ খায়, —এরূপ কতকগুলি আপাত যুক্তি-দ্বারা তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীবাহকগণই দেশের শত্রু। যেহেতু তাঁহারা জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ না করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের পক্ষপাতী এবং যেহেতু অপস্বার্থপর জীব তাঁহাদের আপাত ইন্দ্রিয়-তর্পণ যাঁহাদের দ্বারা হয় না, তাঁহাদের কথায় স্বভাবতঃই ভোট দিতে রাজি নহেন।

## সমন্বয়বাদী বা গণমত শ্রীচৈতন্যকে কিরূপ শ্রদ্ধা করেন? তাঁহাদের শ্রদ্ধার স্বরূপ :—

তবে যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি তাঁহারা একটী মৌখিক সম্মান দেখান, তাহাও তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই। প্রথমতঃ যে যেরূপই থাকুন,—শত্রুই হউন, মিত্রই হউন, যখন বহু পুরাতন হইয়া যান, তখন মানব-প্রকৃতি তাঁহাকে অন্ততঃ পুরাতনের প্রলেপে—যেহেতু এখন ত' আর প্রত্যক্ষ-ভাবে তিনি আমার কিছু ক্ষতি করিতে আসিতেছেন না, এই ভাবিয়া তাঁহাকে একটু সম্ভ্রমের রঙে দর্শন করে; দ্বিতীয়তঃ যাঁহাকে বহুলোক মানেন (গণকোটীর প্রতি মোহরূপ একটা ইন্দ্রিয়-তর্পণ), তাঁহাকে আমি বা আমরা না মানিলে

আমাদেরই সম্মানের লাঘব হইবে—এই ইন্দ্রিয়-তর্পণটুকুর খাতিরেও অনেকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি মৌখিক সম্মান প্রদর্শন করেন। 'মৌখিক' বলিবার কারণ এই,—শ্রীচৈতন্য-দেবের কথা যখন তাঁহাদিগকে কার্য্যতঃ অকৃত্রিমভাবে পালন ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করিতে বলা হয়, তখন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত বা প্রচারিত পথকে সাময়িক, সঙ্কীর্ণ প্রভৃতি বলিয়া নিজেদের ইন্দ্রিয়তর্পণের পথকেই যুগোচিত ও উদার বলেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি তাঁহাদের যে শ্রদ্ধা-ভক্তির ছলনা, তাহা কেবল লোকের নিকট হইতে নিজেদের জন্য শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রতিষ্ঠা আদায় করিবার কপটতা মাত্র, তাহা শ্রীচৈতন্যের ইন্দ্রিয়-তর্পণ নহে। তাঁহারাই সেখানে মুরুব্বি সাজিয়া—বিচারক সাজিয়া—'সবজান্তা' সাজিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কথাগুলির কোন্‌টী ভাল (অর্থাৎ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর), কোন্‌টী সাম্প্রদায়িক, কোন্‌টী বিকৃত, কোন্‌টী প্রক্ষিপ্ত, তাহার বিচার করিতে বসেন! তাঁহারা নিজেদের ইচ্ছামত কাটিয়া ছাটিয়া, যতটা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের সঙ্গে খাপ খায়, ততটা কৃপা-পূর্ব্বক অনুমোদন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার চৌদ্দপুরুষকে যেন উদ্ধার করিয়া দিলেন, এরূপভাবে শ্রীচৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান দেখান!

ইঁহাদের শ্রীচৈতন্যদেবে আদৌ শ্রদ্ধা নাই; শ্রদ্ধা না থাকায় ইঁহারা তাঁহার কোন কথা শুনিতে পান নাই—

যাঁহারা ইঁহাদিগকে শুনাইয়াছেন বলিয়া ইঁহারা মনে করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা ততোধিক শ্রীচৈতন্য-বহির্ম্মুখ, কিন্তু লোকে প্রচারিত মস্ত ধার্ম্মিক—শ্রীচৈতন্যদেব হইতেও দুই এক কাঠি বড়! এইরূপ না শোনা বা বিকৃত শোনার ফলে তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যদেব বা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিচার, তাহার উপর আবার শ্রীচৈতন্যদেবের দোহাই দিয়া যে-সকল বিকৃত ও শ্রীচৈতন্যবিরোধী মতের প্রতীক-সমূহ জগতের দ্বারে পূজিত হইতেছে, তাহাদের ছবি বা আদর্শের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি, তাহাদিগকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সত্য বা একমাত্র আত্মমঙ্গলের নিদান হইতে চিরতরে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার উপর আবার য়্যাপথিয়নিসের যাদুমন্ত্রের আপাতযুক্তি ঐ বঞ্চিতাবস্থাকে আরও পুষ্ট, আত্মসংরক্ষণশীল করিয়া তুলিয়াছে।

## বর্ত্তমানে আমরা কাহাকে যুগধর্ম্ম বা যুগকল্যাণ মনে করি?

তামসিকতাচ্ছন্ন গণ-প্রতীককে রজোভাবের গণ-প্রতীক করিয়া গড়িয়া তোলা, আর তাহাতে রজোভাবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাই ধর্ম্মের বাজারে একটা নূতন ফ্যাসানের নূতন জিনিষরূপে আমদানী হইয়াছে। সেজন্য সকল লোকই দেখাদেখি উত্তেজনায় উহারই গ্রাহক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেশের সুবিধা, সমাজের সুবিধা, জাতির মঙ্গল

প্রভৃতি বুঝিতে বুঝিয়াছি—ইন্দ্রিয়-তর্পণ। আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ, আর আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ-কার্য্য যে-ক্ষেত্রে পরস্পর সম্বর্দ্ধিত, কর্ষিত ও পুষ্পিত হইতে পারে, সে ক্ষেত্রের বা তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিস্তারই আমার বিচারে আমাদের সুবিধা, জগতের সুবিধা, জাতির সুবিধা বা দেশের সুবিধা। সেখানে কৃষ্ণ-বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়-তর্পণ—'০' (শূন্য), অথবা "উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ"। কাজেই আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বিষ্ণুমায়া আমার নিকট যে-সকল দৃশ্য উপস্থিত করিয়াছেন ও নিয়ত করিয়া থাকেন, তাহাতে আমি শুদ্ধসত্ত্বকে 'তামসিক' ও তামসিককে 'শুদ্ধ সত্ত্ব' মনে করিয়া রজোগুণ—যাহা ইন্দ্রিয়-চালনা বা ইন্দ্রিয়তর্পণের সাধক ও যন্ত্র, তাহাকেই বহুমানন করিয়াছি। আর উপনিষদুক্ত বিরোচনের মত বহির্ম্মুখ গণ-কোটির বহির্ম্মুখতার সহিত সমস্বরে বাজিয়া উঠে যে-সকল আপাত যুক্তি, তদ্দ্বারা গণপ্রতীকের নিকট রজোভাব—যাহা পশুভাবে পুষ্ট হয় এবং তমোভাবে পুনরায় বিনষ্ট হয়, সেই সকল কথা প্রচার করিয়া পরম মঙ্গলময়ী আত্মধর্ম্ম-প্রবোধিনী হরিকথাকে বৌদ্ধস্তূপের মধ্যে সমাধি দিবার যত্ন করিতেছি!

আমরা যে-গুলিকে 'ধর্ম্ম' বা 'ধর্ম্মমত' বলি, সেইগুলি সকলই পরিবর্ত্তনশীল, তাৎকালিক দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, খেয়ালের ধর্ম্ম বলিয়া এবং আমরা সেই ভূমিকায় চড়িয়া কাম্‌লা রোগীর সমগ্র জগৎটাই হল্‌দে রং দেখিবার ন্যায়

'ভক্তি'কে আমাদের নিজেদের উপমায় ও আমাদের অজ্ঞতামূলক অভিজ্ঞতায় কাম-ক্রোধাদির ন্যায় একটি সাময়িক উচ্ছ্বাস বা ভাবপ্রবণতা মনে করিয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রচারিত ধর্ম্মকেও তাৎকালিক মনে করি। আমরা অধিকাংশ সময়ই আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর সমালোচনার অবৈধ মুরুব্বিআনা দেখাই বলিয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের সম্বন্ধেও ঐরূপ সমালোচনা করি। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা নিরপেক্ষকর্ণে শুনিবার মত আমাদের ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা মোটেই নাই। ভোগের নামে কাম, ক্রোধ, আসক্তি বা 'ত্যাগে'র নামে কাম, ক্রোধ আসক্তি প্রভৃতির প্রচ্ছন্ন তীব্র উত্তেজনা আমাদিগের মেধাকে এত চঞ্চল করিয়া দিয়াছে যে, আত্মধর্ম্মের সহিত মনোধর্ম্মের তফাৎ কোথায়, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত চেতনের ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য সাময়িক ও তাৎকালিক কথাগুলির প্রভেদ কোথায়, তাহা আমরা না বুঝিয়া কোনও সময় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সিদ্ধান্তের স্পষ্ট নিন্দা, কোন সময় বা অন্যান্য দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম বা তাৎকালিক প্রয়োজনের মতবিশেষের সহিত সমন্বয় করিয়া অর্থাৎ গোঁজামিল দিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচ্ছন্ন-নিন্দা করিয়া থাকি। এ কথা আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে, অবতারী শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ভগবদবতার বৌদ্ধদেব ও শঙ্করাবতার আচার্য্য শঙ্কর যেরূপ তাৎকালিক প্রয়োজনানুযায়ী মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন,

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভাগবতধর্ম্ম—যাহা প্রত্যেক নির্ম্মল আত্মার নিত্য স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহা সেরূপ নহে, কিংবা ভাগবতধর্ম্মেরই বিভিন্ন বিকৃতি ও সোপান-স্বরূপ যে-সকল মত জগতে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সহিতও ভাগবতধর্ম্মের সমন্বয় হইতে পারে না। ভাগবতধর্ম্মই—আবরণ-নির্ম্মুক্ত প্রত্যেক কালের, প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জীবের একমাত্র নিত্য-স্বভাব বা ধর্ম্ম। ইহাই একমাত্র নিত্য সত্য।

## (৭) অপর ভ্রম :—গৌড়ীয় মঠের কথা সাম্প্রদায়িক

**সমাধান :**—কিন্তু এই অকৈতব অদ্বিতীয় সত্য কথাকে আচ্ছন্ন করিবার জন্য বা অত্যন্ত বহির্ম্মুখ জনসমাজ হইতে এই সুগোপ্য রত্নসম্পুটকে সংরক্ষিত করিবার জন্য অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াদেবী এক বিষম মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন। যাহারা মনে-প্রাণে, অন্তরে-বাহিরে—অন্তরাত্মায় অকপট-ভাবে অকৈতব সত্য-প্রার্থী নহে, তাহাদের কর্ণে মায়াদেবী বিরুদ্ধ মন্ত্রণা দিয়া বলিয়াছেন,—"ভাগবতগণের—শ্রীচৈতন্য-মতাবলম্বিগণের ঐরূপ 'নিজের দিকে ঝোল-টানা' কথায় ভুলিও না। একমাত্র তাঁহাদের মতটীই খাঁটি—সার্ব্বকালিক, সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক; আর অপরের মতগুলি সব সাময়িক, বিকৃত ও আংশিক! ইহাও কি কখনও হইতে

পারে ? এমন কি, স্বয়ং বুদ্ধ, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের মতগুলি যদি তাৎকালিক প্রয়োজনানুযায়ী হয়, তবে কেনই বা চৈতন্যের প্রচারিত মত বা ভাগবতধর্ম্ম তদ্রূপ হইবে না ? ইহা চৈতন্যমতাবলম্বিগণের সাম্প্রদায়িকতা—নিজেদের মতকে বড় করিবার চেষ্টা। সুতরাং আমরা পঞ্চায়েৎ বসাইয়া পঞ্চায়েতের কলের পুতুল—পঞ্চায়েতের পতাকার অগ্রে উত্তোলিত ও তদ্দ্বারা নির্ব্বাচিত কোন ব্যষ্টি বা সমষ্টির দ্বারা ইহার একটা মীমাংসা করিব। কাহাকেও চটাইবার দরকার নাই, আমাদের মূলে যখন বাস্তব পরমেশ্বরই নাই—তাঁহার নিত্যরূপ নাই, নিত্যগুণ নাই, নিত্যলীলা নাই, সব শূন্য—সব নির্ব্বিশেষ—সব নিরাকার, তখন যাহারা যেরূপভাবে ধর্ম্মের পুতুলখেলা খেলিতে চাহে, তাহাদিগকে তাহাই অনুমোদন করিয়া মধ্য হইতে আমাদের মোড়লী, মাতব্বরীর প্রতিষ্ঠানটুকু—লোক-প্রিয়তাটুকু অর্জ্জন করিয়া লই না কেন ? একটা ভোগা দিয়া সকল পক্ষেরই যদি মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে সকল পক্ষের লোকই আমাদিগকে মানিবে। আমরাও ধর্ম্মের সম্বন্ধকারী বলিয়া লোক-পূজিত হইব—আমাদের এই মতটাকেই শ্রেষ্ঠমত—সার্ব্বজনীন উদার মত প্রভৃতি বলিয়া একটা অবগুণ্ঠিত অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে পারিব—আর ঐরূপ "তুম্‌ভি চুপ, হাম্‌ভি চুপে"র আড়ালে স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ-সাধন-কার্য্যটাকেই যুগধর্ম্ম বলিয়া

ভাগবতের—শাস্ত্রের—শ্রুতির—স্মৃতির—পঞ্চরাত্রের কথিত যুগধর্ম্ম যে একমাত্র হরিকীর্ত্তন, তাহাকে খুব কৌশলে যূপকাষ্ঠে বলি দিতে পারিব !"

## শ্রৌত শাস্ত্র-স্বীকারই কি তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা ?

হরিকীর্ত্তনই যে একমাত্র যুগধর্ম্ম, তাহা বর্ত্তমানে বাতিল হইয়া গিয়াছে, বারোয়ারী বা পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তে তাহা তাৎকালিক ধর্ম্ম অথবা বহুবিধ মত বা পথের অন্যতম একটা মত বা পথ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হওয়ায় কোনও প্রকারে ওষ্ঠাগত-প্রাণ মুমূর্ষু ভিক্ষুকের মত লোকসঙ্ঘের কৃপার দিকে চাহিয়া—পথের এক কোণে পড়িয়া রহিয়াছে। আর যে-সকল মতে ভোগ ও ত্যাগের বাহ্যপোষাকের অভ্যন্তরে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ, সম্ভোগবাদ অর্থাৎ কৃষ্ণকে কলা দেখাইয়া নিজেরাই প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্টভাবে কৃষ্ণের স্থলাভিষিক্ত হইবার মনোভাব প্রবল, সেই সকল ধর্ম্মই যুগধর্ম্মের ধ্বজা লইয়া গজাইয়া উঠিয়াছে।

## সার্ব্বকালিক যুগ-প্রয়োজন কি ?

ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্ম তাৎকালিক ধর্ম্ম নহে—শ্রীচৈতন্যদেবের মহাদান সাময়িক যুগ-প্রয়োজনমাত্র নহে ; তাহা জীবের একমাত্র নিত্যপ্রয়োজন। সনাতন সাত্বতশাস্ত্র ভগবৎপ্রেমাকেই জীবাত্মার 'নিত্যপ্রয়োজন' বলিয়াছেন ;

শাস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, নিরপেক্ষতা ও সদ্‌যুক্তিও কৃষ্ণ-প্রেমা ব্যতীত প্রত্যেক জীবের অন্য কোনও পরম প্রয়োজনই নির্দ্দেশ করিতে পারে না। দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা দেহের প্রীতি ও মনের প্রীতিকেই প্রয়োজন মনে করিয়াছি। কিন্তু যখন আমাদের নিত্য সম্বন্ধজ্ঞান দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের কবল হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া আমাদের নিত্যা স্বাভাবিকী নিজস্ব আত্মবৃত্তির অনুশীলন করিতে দিবে, তখন কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার মতই যে জীবের প্রয়োজন হইতে পারে না, ইহা আমরা প্রত্যেক জীবই অন্তরাত্মায় অনুভব করিতে পারিব। আমরা তখনই দেখিব—জাগতিক সুখ-সুবিধা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ত' দূরের কথা—স্বর্গাদি সুখ ত' অতি তুচ্ছ, মুক্তি পর্য্যন্ত—ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত আমাদের নিত্য প্রয়োজন হইতে পারে না। ঐ সকল নিত্যপ্রয়োজনের পথে অবান্তর প্রয়োজন—বরং ঐ সকল নিত্যপ্রয়োজনের পথ ভুলাইয়া দিবার কুহক। প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক কালের, প্রত্যেক চেতনের একমাত্র প্রয়োজন—'কৃষ্ণপ্রেম'। ঐ বৌদ্ধ, ঐ বাউল, ঐ নির্ব্বিশেষবাদী, ঐ জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অভিমানকারী সকলেরই নিত্যপ্রয়োজন—কৃষ্ণপ্রেম, এক তিলও অন্য প্রয়োজন নহে; কেবল বিভিন্ন কুহক তাহাদিগকে অন্য প্রয়োজনের ছলনা করিয়াছে।

## একমাত্র পরম প্রয়োজনের অন্বয় ও ব্যতিরেক—সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ-সেবার উদ্দেশ্যেই সকল ধর্ম্ম, সকল প্রচারক ও সকল অবতারের আবির্ভাব

যুগে যুগে এই নিত্যপ্রয়োজনকে সংরক্ষিত করিবার যে প্রয়োজন হয়, তজ্জন্য অবতারীর ইচ্ছায় বিভিন্ন যুগাবতার-সমূহ জগতে অবতীর্ণ হন। ঐ সকল অবতার যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া প্রয়োজনানুসারে কোথায়ও ব্যতিরেক, কোথায়ও আংশিক, কোথায়ও বা অন্বয়ভাবে, কোথায়ও সাক্ষাৎভাবে, কোথায়ও বা পরোক্ষে নিত্যপ্রয়োজনের আনুকূল্য করিয়া থাকেন। যখন কর্ম্মকাণ্ডের দানবী মূর্ত্তি হিংসার যজ্ঞোৎসবে পৃথিবীকে ধূমায়িত এবং লোকলোচনকে অন্ধীভূত করিয়া দিয়া নিত্যপ্রয়োজনকেও যজ্ঞীয় ভস্মস্তূপে একেবারে আচ্ছাদিত করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখন অবতারী কৃষ্ণের ইচ্ছাই শাক্যসিংহ করুণার উপদেশ লইয়া প্রেমের বিপরীত হিংসাধর্ম্মকে বিতাড়িত করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কারণ, হিংসা-প্রবৃত্তি—অপ্রাকৃত প্রেম দূরে থাকুক, অপ্রাকৃত প্রেমের প্রতিবিম্ব জাগতিক প্রীতিরও বিদ্রোহী। সুতরাং শ্রীবুদ্ধদেবের তাৎকালিক প্রচার—নিত্যপ্রয়োজন বা প্রেমধর্ম্মের প্রতি বিদ্রোহ-দমনরূপ প্রয়োজন-সাধনের গৌণ প্রয়োজনেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

আবার বুদ্ধের বিদ্রোহ-দমনাস্ত্র যখন হিংসাবহুল কর্ম্ম-কাণ্ডকে নিরাস করিতে গিয়া দেহধর্ম্মাসক্ত অধিকারি-বিশেষে কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশক বেদকেই উড়াইয়া দিবার উপক্রম করিল, তখন সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের একমাত্র অসমোর্দ্ধ প্রামাণিক-স্বরূপ বেদের অঙ্গে ঐরূপ অবৈধ অস্ত্র-প্রয়োগ নিবারণ করিবার জন্য—পরোক্ষভাবে নিত্যপ্রয়োজনেরই রক্ষা করিবার প্রয়োজনানুসারে শঙ্কর-অবতার আচার্য্য শঙ্কর বেদের প্রামাণ্য প্রচার করিলেন।

## বৈষ্ণবের বিমুখ-মোহন ও হরিতোষণ-কার্য্য

শঙ্করের দুইটী কার্য্য—একটি মোহন, আর একটি তোষণ; শঙ্কর—বৈষ্ণবশিরোমণি; ভজন-চতুর বৈষ্ণবমাত্রেরই এই দুইটী অস্ত্র আছে। 'মোহনে'র দ্বারা অসৎসঙ্গ-ত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন, আর হরি-তোষণের দ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত ভজন ও প্রকৃত ভজনপিপাসুগণের নিকট আত্মপ্রকাশ। শঙ্কর যেন এই মোহন ও তোষণের মূর্ত্ত অবতার। শঙ্করের বাহিরের চেহারা পাগলের ন্যায়; এই চেহারা দেখিয়াই কতকগুলি লোকের 'মোহন' হয়, আর কাহারও বা 'তোষণ' হয়। মোহিত ব্যক্তিগণ শঙ্করকে পাগল মনে করে, শঙ্করকে শ্মশানবাসী, দিগম্বর, তমোগুণাচ্ছন্ন, সর্পভূষণ-পরিহিত অসভ্যজাতীয় ব্যক্তি প্রভৃতি মনে করে ও সেই আদর্শেই তাঁহার পূজা করে, আর শঙ্করের এই আচার-ব্যবহারে

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তগণের তোষণ হয়। শঙ্কর কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, অবধূত-শঙ্কর সঙ্কর্ষণ-রামের শিষ্য, তাই তিনি শেষ-প্রভুকে সর্ব্বদা স্কন্ধে ও মস্তকে বহন করিতেছেন; শঙ্করের সর্পভূষণ তাঁহার সঙ্কর্ষণ-রামভক্তির চিহ্ন, তাহাতে কৃষ্ণের তোষণ হয়। কৃষ্ণভক্তগণের নিকট যেখানে শঙ্করের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত, অভক্ত বঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট সেখানেই তাহা আবৃত হয়।

বুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট, অদৈব প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট বৌদ্ধগণের আসুরভাবের নিকট নিত্যপ্রয়োজনের গুহ্য সম্পুট গুপ্ত রাখিবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর, ভগবানের আদেশেই তাহাদিগকে মোহন করিলেন। মর্কটকুলের নিকট গজ-মুক্তার মালার অপব্যবহার করিতে না দেওয়ায় তাহাতে ভগবানেরই তোষণ হইল। কারণ, ভক্তির মত ভগবানের প্রিয়তম মহারত্ন আর কিছু নাই। তিনি সকল দিতে পারেন, কিন্তু কাহাকেও সহজে ভক্তি দেন না—

"মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।"

## মোহিত ব্যক্তিগণের অবস্থা

যাঁহারা আচার্য্য শঙ্করের প্রচ্ছন্নভাবে, ভাষায়, চেষ্টায়, আচারে, প্রচারে মোহিত হইলেন, তাঁহারা আচার্য্যের অনভীপ্সিত সেই বৌদ্ধবাদই প্রচ্ছন্নাকারে প্রচার করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধগণ স্পষ্টনাস্তিক হইয়াছিলেন, আর ইঁহারা

প্রচ্ছন্ন ও চতুর নাস্তিক হইলেন। বৌদ্ধগণ বেদ না মানিয়া নাস্তিক্যবাদ প্রচার করিতেছিলেন, আর ইঁহারা মুখে বেদ মানিয়া, বেদের খুব লম্বা-চওড়া দোহাই দিয়া, বেদের দোহাই ছাড়া বিন্দু-বিসর্গও প্রচার না করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অধিকতর প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যমত প্রচার করিতে লাগিলেন,—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥ (শ্রীচৈতন্যদেব)

## মোহন-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

যাহাতে মোহন-ব্যাপার আছে, তাহার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ও আপাত প্রেয়ের সহিত সমসুরে বাজিয়া উঠে, আর যাহাতে কৃষ্ণ-তোষণ আছে, তাহা কোন ক্রমেই বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বা প্রেয়ের অধীনতা স্বীকার করে না কিংবা স্থূল প্রত্যক্ষের সুখবোধ্য বা সহজবোধ্য হয় না, তাহা একমাত্র আবরণ-মুক্ত উদ্বুদ্ধ আত্মারই সহজ ও সুখবোধ্য হইয়া থাকে।

## ইন্দ্রিয়-মূলধনের ব্যবসায়ে লাভালাভ

সুতরাং ইন্দ্রিয় যে-দেশের একমাত্র মূলধন, সেই মূলধন লইয়া যাঁহারা ধর্ম্মের গ্রাহক হন, তাঁহারা অনিত্যপ্রয়োজন-ধনই পান, নিত্যপ্রয়োজন-ধন লাভ করিতে পারেন না। আর যাঁহারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভাগবতগণের

অনুগত হইয়া নির্ম্মল আত্মবৃত্তির সেবা-লৌল্য-মূল্য লইয়া ধর্ম্মের গ্রাহক হন, তাঁহারা নিত্য বা সার্ব্বকালিক প্রয়োজন-ধনে ধনী হইতে পারেন।

## মোহিত সম্প্রদায়ের মূলধন কি ?

মোহিত-সম্প্রদায়ের মূলধন—ইন্দ্রিয়; কাজেই সেই দলেই সকল লোক—শতকরা ৯৯·৯ (নিরানব্বই দশমিক নয় পৌনঃপুনিক)। মোহিত সম্প্রদায়ের আবার ভিন্ন ভিন্ন মোহনকারী নেতা—যাঁহাদিগকে মোহিত গণকোটি অভ্রান্ত মহাজন মনে করেন।

## সুদর্শনবাহক আচার্য্যগণের আবির্ভাব ও করুণা

অদৈব-মোহনাবতার আচার্য্য শঙ্করের আচার-প্রচারে যাঁহারা মোহিত হইলেন, তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী, আচার্য্য রামানুজ, আচার্য্য মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ ভগবানেরই ইচ্ছায়—নিত্য-প্রয়োজনের আনুকূল্য-বিধানার্থ বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ হইলেন। এক কুদর্শনকে বিনষ্ট করিবার জন্য বিষ্ণুর চতুর্ভুজের চতুরস্ত্রের সিদ্ধান্তাবতারস্বরূপ শুদ্ধাদ্বৈত মত, বিশিষ্টাদ্বৈত-মত, শুদ্ধদ্বৈত মত ও চিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতমতরূপ সুদর্শন প্রকাশিত হইল। যাঁহারা সরলতার জন্য মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় আচার্য্যগণের অকপট কৃপা গ্রহণ করায় ঐ মোহনবিদ্যার জাল হইতে উদ্ধার পাইলেন;

কিন্তু যাহারা কপটতার জন্য মোহিত হইয়াছিল, তাহারা সুদর্শনাস্ত্রের আঘাতে তাহাদের মোহনকারী মতবাদ নিষ্পেষিত দেখিয়াও মনিবের নিকট হইতে প্রহারপ্রাপ্ত জনৈক ভৃত্যের * ন্যায় জিদবশতঃ মোহিতাবস্থাকেই তাহাদের স্বস্থাবস্থা মনে করিল এবং সেই 'জিদে' বা 'ক্রোধে' 'শুদ্ধভক্তি'কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। শুভানুধ্যায়ী শিক্ষক যখন বালককে শাসন করিতে লাগিলেন, তখন বালক মনে করিল, 'তবে আমিও কেন শিক্ষককে শাসন

---

* এক বাবুর এক ভৃত্য ছিল। ভৃত্যটী অবসর পাইলেই মনিবের এটা সেটা গোপনে সরাইত। বাবু একদিন ভৃত্যকে খুব প্রহার দিলেন। প্রহার খাইয়া ভৃত্য বলিতে লাগিল, আমার গায়ে যদি আপনি হাত তোলেন, তাহা হইলে আপনার বিরুদ্ধে আমি কোর্টে নালিশ করিব। বাবু ইহাতে আরও ক্রোধান্বিত হইয়া ভৃত্যকে কয়েকটী বেত্রাঘাত করিলেন। বেত্রাঘাত খাওয়া সত্ত্বেও ভৃত্য বলিতে লাগিল,—"আমাকে মারুন ত' দেখি?" মনিব বলিলেন,—"তোকে এত মারিতেছি, তবু বলিতেছিস্, মারুন ত' দেখি?" তাহাতে ভৃত্য বলিল,—"কোথায় আমাকে মারিয়াছেন? আমার পুত্রকে মারিতে পারিয়াছেন কি?" মনিব ভৃত্যের বেয়াদবী দমন করিবার জন্য তাহার পুত্রকে আনাইয়া কয়েক ঘা মারিলেন। তখন ভৃত্য বলিল,—"মারিতে পারিলেন না, আমার স্ত্রীকে মারুন দেখি?" স্ত্রীলোকের গায় হাত তোলা সঙ্গত মনে না করিয়া মনিব তাঁহার বেয়াদব ভৃত্যকে ছাড়িয়া দিলেন। ভৃত্য তখন সকলের কাছে গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল,—"বাবু আমাকে এক ঘা'ও মারিতে পারেন নাই।"

করিতে পারিব না?' আচার্য্যগণ যখন অহৈতুক লোক-কল্যাণার্থ অভক্তিবাদের দোষ দেখাইতে লাগিলেন, তখন অভক্তিবাদিগণ মনে করিল, কেনই বা তাহারা আচার্য্যগণের বিদ্বেষ ও বিরোধ করিবে না? এইরূপ মনোভাব ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া জীবসকলের দুর্ভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এদিকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ নানাভাবে সমাজদেহের মেদমাংসমজ্জায় সঞ্চারিত হইয়া নানাপ্রকার কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাব্যাধি প্রকাশ করিল। কর্ম্মকাণ্ডের ভস্মস্তূপকে চাপা দিবার জন্য তদুপরি বৌদ্ধস্তূপ রচিত হইয়াছিল, বৌদ্ধস্তূপের উপর আবার প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ-বাদের দ্বিতলস্তূপ রচিত হইয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও বিস্ময় উৎপাদন করিল। কিন্তু যে সৌধ ভস্মের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার চূড়া ভস্মের বিভূতি লইয়া শূন্যে—নিরাকারে লক্ষ্যভেদ করিতে যাইতেছে, সেই রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি কতদূর উচ্চে উঠিতে পারে? বামনদেব বা গদাধরের পাদপদ্ম ব্যতীত কর্ম্মকাণ্ডের ভস্মস্তূপ আর কিছুতেই চাপা পড়িতে পারে না। যদিও আপাত তৎপ্রতিযোগিরূপে গদাধরের পাদপদ্মের গড়ের বাহিরে অন্য স্তূপ বর্ত্তমান, তথাপি তাহার দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডের সমাধি হয় নাই, একমাত্র গদাধর-পাদপদ্মসেবায়ই কর্ম্ম প্রশমিত হইয়াছে—কর্ম্মের কুমল বিদূরিত হইয়াছে—কর্ম্মবাদ কৃষ্ণকর্ম্ম বা সেবায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কর্ম্মযজ্ঞের ভস্মস্তূপ যখন

গদাধর-পাদপদ্মের অভিন্ন অবতার শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের অপ্রাকৃত নামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারা হেলায় উদ্ধূলিত হইল, তখন জীবের চিত্ত-দর্পণ-পরিমার্জ্জনের এক অভূতপূর্ব্ব উপায় আবিষ্কৃত হইল। জীবমাত্রের নিত্যপ্রয়োজনের—পরমপ্রয়োজনের—একমাত্র অদ্বিতীয় প্রয়োজনের বার্ত্তা, প্রয়োজন-প্রাপ্তির উপায় ও উপেয় জগতে প্রকটিত হইল। শ্রীচৈতন্যদেব তাৎকালিক কোনও প্রয়োজনের জন্য অবতীর্ণ হন নাই, তাৎকালিক যে-সকল প্রয়োজন ছিল, সেগুলি অবতারী শ্রীচৈতন্যের দেহে অবস্থিত অংশ-অবতার-গণের দ্বারাই অনায়াসে ও আনুষঙ্গিকভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। নিজ-ভজনমুদ্রা-প্রদানরূপ জীবের নিত্যপ্রয়োজন-বিতরণের জন্যই শ্রীচৈতন্যাবতার। এ-সকল কথা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতের আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য ইতর অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনের চিন্তায় আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ায় আমরা সেই সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি না—শুনিতে পারিতেছি না—ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অভাবে শুনিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। সুতরাং যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বা শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত সিদ্ধান্তকে তাৎকালিক যুগোপযোগী এবং আধুনিক যুগের পক্ষে পচা-সংবাদ (Stale news) মাত্র বলিতে চাহেন, জানিতে হইবে, তাঁহারা নিশ্চয়ই কোন না কোনও অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনে বিভ্রান্ত হইয়াছেন।

## যুগধর্ম্ম কি সনাতন, না আধুনিক কোন ব্যাপার ?

চরম, পরম, নিত্য, সনাতন প্রয়োজন অধুনাতন কালে আমাদের দ্বারে দয়া করিয়া অতিথি হইয়াছেন বলিয়া আমাদের তাঁহাকে 'সেকেলে' বলিবার ছলনায় তাঁহার প্রতি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবার একটা বহির্ম্মুখিনী নৈসর্গিকী প্রবৃত্তি আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সূর্য্য সনাতন বলিয়া, জাহ্নবী সনাতনী বলিয়া, বায়ু সনাতন বলিয়া 'সূর্য্যের কিরণ, জাহ্নবীর ধারা, বায়ুর প্রবাহ আর বর্ত্তমান কালোপযোগী নহে, ইহা সেকালের প্রয়োজনানুরূপই ছিল' বলিলে জীবনধারণের মৌলিক উপাদান তেজঃ, জল, বায়ু প্রভৃতিকে অস্বীকার করার দরুণ আত্মহত্যাই ফল-লাভ হইবে। আমরা আত্ম-হত্যাকে 'প্রয়োজন' বলিয়া ভ্রান্ত হইয়া জীবনের জীবন-স্বরূপ ভগবদ্ভক্তি বা ভাগবত-ধর্ম্মকে 'তাৎকালিক' বলিবার চেষ্টা করিতেছি !

## যুগোপযোগী কি ?

সুতরাং "যুগোপযোগী" বলিতে যে তাহা সনাতনকে বাতিল করিয়া মনগড়া শাস্ত্র, মনগড়া মত, যুগের বহির্ম্মুখ লোকের রুচির সঙ্গে যাহা খাপ খায়, সেইরূপ একটা মত হইবে, তাহা নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাই 'যুগমত' হইয়াছে ! এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—অমুক ঠাকুরের দোহাই, অমুক কর্ত্তার দোহাই, অমুক প্রভুর দোহাই, অমুক

বাবুর দোহাই-ই শাস্ত্র হইয়াছে! অমুক বলিয়াছেন,—সুতরাং ভাগবতের কথা নাকচ! অমুকের প্রামাণিকতা কতটুকু, অমুক 'ঠাকুর'-নামধারী, 'কর্ত্তা', 'প্রভু', 'বাবু' কতটা শাস্ত্রের অনুমোদিত, লোকের সেদিকে দৃষ্টি নাই। যেহেতু কোন ব্যক্তি, তাহার কোন না কোন যাদুবিদ্যার প্রভাবে বা গ্রহের গুণে জগতের সংখ্যাধিক্য বা দলবিশেষের সাহায্যে উর্দ্ধে উত্তোলিত হইয়াছে, সেই সংখ্যাধিক্যের মোহ অপরকেও মুগ্ধ করুক, লোকের উপর এইরূপ একটা অন্যায় ও অবৈধ পীড়াপীড়ি হইতেছে। বহির্ম্মুখ লোকেরও তাহাতে এইরূপ একটা মোহ ও স্বাভাবিকী রুচি উৎপন্ন হইয়াছে যে, সেই মোহ ও উত্তেজনায় পড়িয়া তাহারা যে-ঠাকুরের দোহাই দেয়, তিনি কতটা সনাতন শাস্ত্রের অনুগামী, তাহা দেখিবার মত অনাবৃত বৃত্তিটা তাহাদের স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে এবং তৎস্থানে ঐ সকল ঠাকুর প্রভৃতি নামধারীর নানাপ্রকার বুজরুকীই অলৌকিকতার নামে লোকের বিচারবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া তাহাদিগকে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হইতে দূরে পাতিত করিতেছে। ঐরূপ মনোধর্ম্মই 'যুগধর্ম্ম' বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ও হইতেছে! সরস্বতী ঐ সকল ব্যক্তির মুখে একদিকে ঠিক কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, কলিধর্ম্মই যুগোচিত ধর্ম্ম হইয়াছে!!

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বা প্রকৃত শ্রীচৈতন্যদাসগণ কিম্বা তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণকারী শ্রীগৌড়ীয়মঠ এইরূপ বিচারকে

যুগোপযোগী বলেন না, কিংবা সনাতনের একটা মৌখিক দোহাই দিয়া, সনাতনকে জীবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাগানের মালী বা রাইয়ত করিয়া সনাতনের নামে যথেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতার মনোধর্ম্মকে গণবাদের ভোটের দ্বারা সমর্থন করাইয়া যুগোপযোগী বলিতে চাহেন না। সূর্য্যের কিরণ, বায়ুপ্রবাহ, জলধারা—প্রাচীন বস্তু; কিন্তু বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতিতে কেহ যদি সূর্য্যকিরণকে, বায়ুপ্রবাহকে, জলধারাকে সম্পূর্ণ অবিকৃত রাখিয়া মানুষের নিকট অধিক সুলভ করিয়া দিতে পারে, তাহাতে সনাতনের প্রতি বিদ্রোহ হয় না। ভাগীরথীর জল সকলের দ্বারে দ্বারে বিতরণের জন্য যদি জলের কলের ব্যবস্থা হয়, তাহার দ্বারা গঙ্গার কিছু বিকৃতি হয় না—পতিতপাবনী গঙ্গা, যিনি সকল বস্তুকে শুদ্ধ করেন, তিনি অশুদ্ধা হইয়া পড়েন না—গঙ্গার তাহাতে পাবনত্ব হ্রাস হয় না; সূর্য্য ও বায়ুকে সর্ব্বত্র সুলভ করিবার জন্য যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐ সকল প্রবাহের প্রতিবন্ধকগুলিকে সরাইয়া দেওয়া হয়, তাহার দ্বারা সনাতনের সনাতনত্ব বিস্তারের আনুকূল্যই করা হয়, সনাতনকে বিকৃত, সনাতনকে বিপর্য্যস্ত বা সনাতনের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করা হয় না।

## (৮) শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্য সনাতন নহে, উহা অভিনব

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্য যেটুকু আপাত-দৃষ্টিতে 'অভিনব' মনে হয়, সেইটুকু ঐরূপ ভাবে সনাতনের সনাতনত্ব সম্পূর্ণ-

ভাবে অটুট রাখিয়া সনাতনকে সর্ব্বত্র সুলভ করিয়া দিবার চেষ্টা—ইহাই অপর ভাষায় সনাতনকে যুগের যোগ্যতানুযায়িরূপে প্রকট করা। এই বিষয়টী অনেকে ধরিতে না পারিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার-প্রচার-দর্শনে আর একটী ভুল করিয়া বলেন,—

## (৯) আর একটী ভুল—শ্রীগৌড়ীয় মঠ বিষয়-বাহনগুলি ব্যবহার করেন কেন ?

"শ্রীচৈতন্যদেব ত' মোটর-যান ব্যবহার করেন নাই, রেলগাড়ী ব্যবহার করেন নাই, মুদ্রাযন্ত্র ব্যবহার করেন নাই, সাময়িক পত্র প্রচার করেন নাই, মঠ করেন নাই, রাজা-মহারাজার দ্বারে যান নাই, জনসঙ্গ করেন নাই; কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠ ঐ সকল করেন কেন ?"

**সমাধান** ঃ—পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, 'সনাতনে'র সনাতনত্ব অটুট রাখিয়া সনাতনকে 'সুলভ' করিয়া দেওয়াই শ্রীগৌড়ীয়মঠের যুগোপযোগী দান। লোকের যুগোপযোগী ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন-সরবরাহকে শ্রীগৌড়ীয় মঠ যুগোপযোগী দান মনে করেন না।

## আর একটি পূর্ব্বপক্ষ

এখানে একশ্রেণীর লোক আসিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলিতে পারেন,—"মানিলাম যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠ মোটরযান,

বাষ্পীয় যান, বৈদ্যুতিক যান, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক দান-সমূহ ব্যবহার করিয়া হরিভক্তি-প্রচারকে বহুলোকের নিকট সুলভ করিয়া দিতেছেন, অতি অল্প সময়ে অত্যধিক লোকের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের কথাগুলি পৌঁছাইতে পারিতেছেন ; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব ত' মোটরযান ব্যবহার করেন নাই, মুদ্রাযন্ত্রও চালান নাই, সাময়িক পত্রিকাও প্রচার করেন নাই, তবে তাঁহার কথা কিরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়াছে? সুতরাং মোটরযান প্রভৃতি প্রচার-সুলভতার কারণ হইতে পারে না।"

**সমাধান :**—কথাগুলিতে খুব সমবেদনা-আকর্ষক আপাতযুক্তির বহর আছে, মানিলাম। আচ্ছা, আরও একটু সহিষ্ণুতার সহিত অগ্রসর হইয়া দেখি, প্রত্যেক যুগই একটা অনুপাত (proportion) ও আদর্শের (standardএর)মান-দণ্ড লইয়া যুগ রচনা করে। সেই সেই অনুপাত (proportion) ও আদর্শের (Standard এর) সহিত যাহারা সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারে না, তাহারা পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। মনে করুন, ব্রহ্মলোকে যেখানে ব্রহ্মার পরমায়ু ব্রহ্মপরিমিত শতবৎসর অর্থাৎ মানবপরিমিত ৩১১০৪০০০০০০০০০০ বৎসর, সেখানে যদি কোনও শতায়ু মানব ব্রহ্মার অন্তেবাসী হইয়া ব্রহ্মার সেবা করিবার জন্য উপস্থিত হন, তবে ঐ মানবের দ্বারা ব্রহ্মার সেবা হইতে পারে কি? মানব-পরিমিত শতবৎসর পরমায়ু ব্রহ্মার পরিমিত শতবৎসর

পরমায়ুর নিকট নিমেষকালও নহে। ব্রহ্মার সেবা করিতে হইলে ঐ মানবেরও ব্রহ্মার সমকক্ষ পরমায়ু * বা ব্রহ্মলোকের উপযোগী পরমায়ু-বিশিষ্ট হইতে হইবে, নতুবা সেবা হইবে না। কলিযুগের পরিমিত পরমায়ু বা শারীরিক গঠন, উপকরণ প্রভৃতি দ্বারা সত্যযুগের পরিমিত পরমায়ু বা আকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তির সেবা হয় না। কলিযুগের পরিমিত হস্তের সাড়ে-তিনহস্ত মনুষ্য সত্যযুগের পরিমিত হস্তের সাড়ে তিনহস্ত মনুষ্যের অঙ্গসেবা করিতে পারে না। মনে করুন, কোন এক দস্যুর দল বহু অর্থ লুণ্ঠন-পূর্ব্বক মোটরযানারোহণে পলাইতেছে, ঐ দস্যুদলকে ধরিতে হইলে শাসক-সম্প্রদায়কে যদি পদব্রজে হাঁটিয়া বা দৌড়াইয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে দস্যুদল ধরা পড়িবে না; দস্যু-সম্প্রদায়কে ধরিতে হইলে শাসক-সম্প্রদায়ের তদপেক্ষা অধিকতর দ্রুততর যান আবশ্যক। কিন্তু দস্যু-সম্প্রদায় সর্ব্বদাই শাসক-সম্প্রদায়কে হাঁটিয়া যাইবার অর্থাৎ তাহাদের সমকক্ষ বা তাহাদের অপেক্ষা অধিক গতিবিশিষ্ট উপকরণ হইতে বঞ্চিত থাকিবার পরামর্শই দিবে। কারণ, তাহা হইলে তাহারা বেশ সুবিধা-

---

* সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি,—এই চতুর্যুগকে দিব্যযুগ বলে। মানবমানে তাহা ৪৩২০০০ সৌরবর্ষ। সহস্র চতুর্যুগে এক কল্প। উহাই ব্রহ্মার একদিন। কল্পান্তে যে প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাকে ব্রহ্মার রাত্রি বলে; ব্রহ্মরাত্র ঐ পরিমাণ। এইরূপ ত্রিংশৎ কল্পে ব্রহ্মার একমাস, দ্বাদশ মাসে বৎসর এবং পঞ্চাশৎ বর্ষে এক পরার্দ্ধ। এইরূপ দ্বি-পরার্দ্ধ-কাল ব্রহ্মার পরমায়ু।

মত নির্ব্বিবাধে পলাইতে পারিবে! আমাদেরও অবস্থা তাহাই হইয়াছে; আমরা কৃষ্ণের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া পলাইতেছি, শ্রীগৌড়ীয়মঠ যাহাতে আমাদিগকে না ধরিতে পারেন, তজ্জন্যই আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধানার্থ আমরা উপদেশকের সজ্জায় গৌড়ীয়মঠকে তাঁহাদের হরিসেবার সর্ব্ব অনুকূল উপকরণ হইতে বঞ্চিত করিবার দুরভিসন্ধি পোষণ করি! কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের ন্যায় ক্রূর ও কপট-চরিত্র দস্যুগণকে ধরিবার এত বেশী প্রয়োজন পড়িয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা অধিক দ্রুতগামী উপকরণ-সমূহের দ্বারা আমাদের অন্তিম মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল কথা যাঁহারা বুঝিতে পারিবেন এবং বুঝিয়া আনন্দ-লাভ করিবেন, তাঁহারাই 'ভক্তি' বা 'সেবা'-শব্দের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

যে যুগে বিজ্ঞান মোটর, বৈদ্যুতিক যান, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতির আবিষ্কার করিয়াছে, সেই যুগে যদি কেহ সেকেলে নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠার্জ্জনের জন্য একদিনের পথ একমাসে যান, টেলিগ্রাফ ব্যবহার না করিয়া ২ বৎসর হাঁটিতে হাঁটিতে গিয়া হরিসেবার সেই কার্য্যটী করেন, তাহা হইলে তাহা বোকামী ও হরিসেবার প্রতি ঔদাসীন্যই প্রমাণিত করিবে না কি? যে যুগে যে-পরিমাণ দ্রুত-গতিতে কার্য্য হইতেছে, সেই যুগে তদনুপাত দ্রুতগতিতে চলিয়া যদি কার্য্য না করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে

হরিসেবার কার্য্যেও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। মনে করুন, কোন মুমূর্ষু হরিকথা-পিপাসু ব্যক্তি কাশ্মীর হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকের নিকট ভাগবত-কথা শুনিবার জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকাশ-পূর্ব্বক লোক প্রেরণ করিলেন; সেই লোকটীর হাঁটাপথে কলিকাতা পৌঁছিতে ৩।৪ মাস কাটিয়া গেল, (কারণ, তাঁহার মতে হরিসেবা-কার্য্যে টেলিগ্রাফ বা রেলগাড়ী ব্যবহার করিবার উপায় নাই—পঞ্চায়েতের মতে ঐগুলি কেবল মানবের ভোগের কার্য্যেই ব্যবহৃত হইবে) আর শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া,—নদী-নালা সাঁতরাইয়া—রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিয়া ৩।৪ মাসের পর গিয়া কাশ্মীরে পৌঁছিলেন; এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহুপূর্ব্বেই মুমূর্ষু শুশ্রূষু ব্যক্তি ইহজগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক কেবল জগতের বারোয়ারীর ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিয়া তাহাদের নিকট 'বাহাবা' কুড়াইবার জন্য যদি তাহাদের ঐরূপ পরামর্শ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সময় নষ্ট করা ব্যতীত আর কি লাভ হইবে? ব্যক্তিগত ভজন ও প্রচার-কার্য্যের সহিত ভুল করায় ইন্দ্রিয়-তর্পণপর সমাজের এইরূপ শত শত ভ্রমোৎপত্তি হইতেছে।

## ইন্দ্রিয়তর্পণ-রত জীবের সাধুত্বের পরিমাপ

শ্রীচৈতন্যদেব ট্রেণ ব্যবহার করেন নাই, মোটরযান ব্যবহার করেন নাই, টেলিগ্রাফ ব্যবহার করেন নাই,

টেলিফোন ব্যবহার করেন নাই; সে সময় ঐ সকল আবিষ্কৃত হয় নাই। সেই সময় দোলা ছিল, নৌকা ছিল; শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের সম্বন্ধে চরিত-লেখকগণ ঐ সকল ব্যবহারের কথা লিখিয়াছেন। কেহ যদি বলেন যে, 'শ্রীচৈতন্যদেব নৌকায় না চড়িয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হইলেই ত' অধিক সাধুতা প্রকাশ পাইত, রামচন্দ্র খানকে নৌকা সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা মহাপ্রভুর পক্ষে ভাল কার্য্য হয় নাই', ভোগী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ-সম্প্রদায় হরিসেবা-বিরোধের জন্য এইরূপ অনেক কথা বলিতে পারেন; কিন্তু হরিসেবানিপুণ ভগবদ্ভক্তগণ ঐরূপ ডাঁশা ত্যাগ বা ভোগের প্রতিষ্ঠার জন্য লোলুপ নহেন। কি ভাবে—কত প্রকারে হরিসেবা হয়, ইহা তাঁহারা ভাল জানেন। যাঁহারা হরিসেবার পরিবর্ত্তে মায়ার সেবায় জীবন পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশানুসারে হরিসেবা-বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় পরিচালিত হইবেন না। ভোগি-সম্প্রদায় বলেন,—"মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে অসৎ সাহিত্য, নাস্তিক সাহিত্য জগতে খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রচারিত হউক, বিস্তারিত হউক—অসৎ সাহিত্য-পূর্ণ সাময়িকপত্র প্রচারিত হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে প্রসারিত করুক; আর যাহাতে হরিকীর্ত্তন খুব সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে (তবেই আমরা অবাধ গতিতে ইন্দ্রিয়তর্পণের নৃত্য করিতে পারিব), তজ্জন্য তাহাকে সেকেলে লুপ্তপ্রায় সংস্কৃত-ভাষার (আমাদেরই কথিত dead

language এর ) মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার হুকুম জারি করিব ( ইংরেজী ভাষায় বা জার্ম্মাণ ভাষায় প্রচারিত হইলে সনাতনত্বের ব্যাঘাত হইবে—মহাপ্রভু ত' ইংরেজী ভাষায় প্রচার করেন নাই ! )—তালপাতার পুঁথিতে আবদ্ধ রাখিয়া দিতে বাধ্য করিব !" কৃষ্ণের ভোগ্য বস্তুতে ভোগ-বুদ্ধিকারী, কৃষ্ণ-সেবা-প্রচারে বিঘ্নকারী, কৃষ্ণসেবা-প্রসারে —বলদেবের কার্য্যে বাধা-প্রদানকারী দুরভিসন্ধিযুক্ত গণ-গড্ডলিকার ঐ সকল কপটতা বিদূরিত করিবার জন্যই জীব-দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ বর্ত্তমান যুগোপ-যোগী বাহন ও উপকরণে সনাতনী অকৈতবা হরিসেবার বাণী প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যাঁহাদের গঙ্গা-জলের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নাই অর্থাৎ যাঁহাদের গঙ্গাজলে অপ্রাকৃত বুদ্ধি নাই, তাঁহারাই 'গঙ্গার জল যখন নলের ভিতর দিয়া বিতরিত হইতেছে, তখন নিখিল অপবিত্রতা-বিধ্বংসকারিণী গঙ্গাই অশুদ্ধা হইয়া গিয়াছেন,'—এই ছল দেখাইয়া ডোবা-খানার পচা, রুদ্ধ জল-পানের প্রবৃত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সমশীল ব্যক্তিগণের নিকট হইতে বাহাদুরী অর্জ্জন করিতেছেন। অপ্রাকৃত বুদ্ধি সুদুর্ল্লভ সুকৃতিমানেরই হইয়া থাকে, এজন্য জগতের নিকট যাঁহারা হোমরা-চোমরা বড় লোক, বড় ধার্ম্মিক, তাঁহাদেরও এই ভুলই হইতেছে—তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবৈকলক্ষ্য যুক্ত-বিচারটী বুঝিতে পারিতেছেন না।

সত্য নিরপেক্ষ ; তাহা জগতের লোকের 'বড়-ছোট'-বিচারের সংখ্যাধিক্যের অপেক্ষক নহে।

## ( ১০ ) আর একটী ভ্রম

শ্রীগৌড়ীয় মঠ দীন-দরিদ্রের কুটীর হইতে রাজ-প্রাসাদের মহারাজচক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সকলের নিকটই শ্রীচৈতন্যের সনাতনী বাণী প্রচার করিতেছেন। কিন্তু **অভিযোগ**—"শ্রীগৌড়ীয় মঠকুটীরবাসী অপেক্ষা প্রাসাদ-বাসীর নিকট অধিক প্রচার করেন, অশিক্ষিত জন-সাধারণ অপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট অধিক প্রচার করেন।"

**সমাধান** ঃ—যাঁহারা এইরূপ অভিযোগ করেন, তাঁহাদের দর্শনে যে একটা আপেক্ষিকতার ছায়াপাত পড়িয়াছে, ইহা তাঁহারা ধরিতে পারেন না। আপেক্ষিকতার ভূমিকা হইতে তাঁহাদের ঐরূপ বিচার হইয়াছে। আর যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরূপই করেন, তাহাও শ্রীগৌড়ীয় মঠের হরিকীর্ত্তন-প্রচার-প্রসারের আনুকূল্যেই। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি একটী সত্য হৃদয়ঙ্গম করিলে তিনি অতি সহজেই বহু অশিক্ষিত ব্যক্তিকে সত্যপথে পরিচালিত করিতে পারিবেন, একজন ধনবান্ সত্যপ্রচারে সাহায্য করিলে বহু নির্ধনের সত্য-শ্রবণে সুযোগ হইবে। শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগমণ্ডলীর সময় প্রতাপরুদ্র, মানসিংহ, মথুরার শ্রেষ্ঠি-সম্প্রদায়, বীর-

হাম্বীর, রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যের সময় কত বড় বড় রাজা-মহারাজা হরিকথা-প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া বহু নির্ধন ব্যক্তির হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ হইয়াছিল। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী ও শিক্ষিত পুরুষগণ সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া—শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীবাদিরাজ বহু বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মে আনিয়াছিলেন বলিয়া বহু অশিক্ষিতের সেই সকল কথা শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল। এমন কি, গৌড়ীয়-বিচার-বিরোধী অশ্রৌত জড়াপেক্ষা-যুক্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতিও অশোকের ন্যায় নৃপতির সাহায্য ব্যতীত আজ পৃথিবীর ধনী-নির্ধন—সকল ব্যক্তির নিকট এত বিস্তারিত হইত না। রাজ-সাহায্য না পাইলে বৌদ্ধভিক্ষুগণ নালান্দা-বিশ্ববিদ্যালয় করিতে পারিতেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষার্থ বৈধ সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজকের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীহরিসেবার বিস্তারের জন্য তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহার অনুগত গোস্বামিবৃন্দ সর্ব্বত্যাগী হইয়াও বিভিন্ন লোকের দ্বারা মঠ, মন্দিরাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও নীলাচলে শ্রীজীবগোস্বামীর মঠ ছিল। শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীবগোস্বামী—সকলেরই প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ ও উচ্চ শ্রীমন্দির এখনও শ্রীধাম বৃন্দাবনে বিরাজিত রহিয়াছেন।

এখনও নীলাচলে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর মঠ, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের মঠ, শ্রীগঙ্গামাতা মঠ প্রভৃতি বিরাজিত রহিয়াছে। আর শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি আচার্য্য-গণের সম্বন্ধে ত' কথাই নাই। তাঁহাদের এক একটী মঠ আজিও যেন ধরিত্রীবক্ষে এক একটী হরিসেবা-কীর্ত্তির স্মৃতি-স্তম্ভরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। শ্রীমধ্বাচার্য্য তদীয় অষ্ট ব্রহ্মচারিশিষ্য-দ্বারা এক উড়ুপীতেই অষ্ট মঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য—কীর্ত্তনের মুখ্যতা

কিন্তু এই সকল মঠ হইতেও শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠে—কীর্ত্তনের অনুগত অর্চ্চন, কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া অর্চ্চনের আদর্শ নাই। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সকল আচার-প্রচারই শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন বিস্তারের জন্য। যে মঠ বা মন্দির হরিকীর্ত্তনের কেন্দ্র, নিষ্কপট হরিকীর্ত্তনকারীর আবাসস্থলী নহে, তাহাতে আপাততঃ অর্চ্চনের ঘটা থাকিলেও তাহা অচিরেই প্রাণহীন বস্তু হইয়া পড়ে। হরি-কীর্ত্তনই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাণবস্তু—ইহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সমগ্র চেষ্টায় প্রতিফলিত। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আনুকূল্য-সংগ্রহ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রন্থ-প্রচার, সাময়িক-পত্র-প্রচার, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আপাত-দর্শনে গৌণী-প্রতিমা বিষয়-চেষ্টা —সকলই সাক্ষাৎ হরিকীর্ত্তনকে 'কেন্দ্র' করিয়া অবস্থিত।

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূলমন্ত্র

অসৎসঙ্গ অর্থাৎ হরিকীর্ত্তনের বিদ্বেষীর সঙ্গ-পরিত্যাগ-রূপ উপেক্ষা এবং অজ্ঞতা-ক্রমে হরিকীর্ত্তন-বিরোধী হইলে প্রকৃত বিষয় শ্রবণ করাইয়া তাহাদিগকে কৃপা, নিষ্কপট হরিকীর্ত্তনকারিগণের সঙ্গে মিত্রতা, হরিকীর্ত্তন-গুরু মহাভাগবত আচার্য্যের কীর্ত্তনশ্রবণেচ্ছারূপ শুশ্রূষাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূলমন্ত্র। ইহা অশ্রদ্ধধানে নামদান নহে।

## শ্রীগৌড়ীয়মঠ কি জনসঙ্গ করেন ?

সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠ 'জনসঙ্গ' অর্থাৎ দুর্জ্জনসঙ্গ করেন না। হরিজনসঙ্গেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের অবস্থান। তবে জনগণকে হরিজনসঙ্গের সঙ্গী করাইবার জন্য কীর্ত্তনময়ী দয়া-প্রবৃত্তিকে দ্বার করিয়া স্বকার্য্য-সাধনোদ্দেশ্যে পাটনীর সহিত একযোগে নৌকা পার হইবার ন্যায় তাঁহারা বাহিরের লোকের দৃষ্টিতে জনসঙ্গ করেন। উহাতে দুর্জ্জন-সঙ্গ হয় না —দুর্জ্জনের দাস্য হয় না—অনুক্ষণ কীর্ত্তনময় অবস্থায় অবস্থিত থাকায় সর্ব্বকার্য্যে গুরুপাদপদ্মের সঙ্গই হৃদয়ে উদিত থাকে।

## ( ১০ ) শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি আর একটি ভ্রম—

দুর্জ্জন-সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি বহির্ম্মুখ জনসঙ্ঘের আর একটি ভুল হইয়া থাকে যে, —"যখন শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে—

'অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥'

—এই শিক্ষা প্রচার করেন, তখন শ্রীগৌড়ীয়মঠ অসৎলোক, স্ত্রীলোক প্রভৃতিকে নিশ্চয়ই ঘৃণা করেন; ঘৃণা করা ত' সাধুর লক্ষণ নহে, সকলকে আলিঙ্গন করাই সাধুর কার্য্য, সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য অন্যায়।"

**সমাধান** :—শ্রীগৌড়ীয়মঠ কাহাকেও ঘৃণা করেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ অসৎপ্রবৃত্তি, ভোগ-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সকলকে কৃষ্ণসেবক হইতে বলেন—যাঁহারা অসদ্‌বৃত্তি কিছুতেই পরিবর্ত্তন করিবেন না, অপিচ কৃষ্ণকীর্ত্তন অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের বিরোধ করিবেন, তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকেন। স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণা বা আসক্তি অথবা পুরুষ-জাতির প্রতি স্ত্রীজাতির ঘৃণা বা আসক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় নহে। স্ত্রীজাতিই হউক বা পুরুষজাতিই হউক, কাহাকেও বাহ্য স্থূলদর্শনে ভোগ-বুদ্ধিতে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণসেবক-বুদ্ধিতে—গুরুবুদ্ধিতে দর্শন করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হরিকীর্ত্তন করেন। স্ত্রীজাতিকে মাতৃ-সম্বোধন বা স্ত্রীজাতিকে শক্তির জাত বলিয়া প্রচ্ছন্ন ও কপট বাউল হইয়াযাওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি এবং মতবাদকেও শ্রীগৌড়ীয়মঠ নিরাস করেন।

### (১১) এক ভ্রম হইতে ভ্রম-পরম্পরার উৎপত্তি

ইহা হইতে আর একটি ভ্রমের উৎপত্তি হয়। ভ্রম

তাহাদের আত্মৌপম্যেই কল্পিত হইয়া থাকে। একদল বলেন—'ইঁহারা স্ত্রীজাতিকে হীনচক্ষে দেখেন', আর একদল মনে করেন,—"যখন আমরা যোষিৎ হইতে পৃথক্ থাকিতে পারি না, তখন অপরের পক্ষেও তাহা সম্ভব হইতে পারে না; সুতরাং ইঁহারা নিশ্চয়ই গোপনে অবৈধ-ব্যাপারে লিপ্ত হন—

'কেহ বলে—এ'গুলা সকল মাগি' খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার না ঘুচায়॥
কেহ বলে, সত্য সত্য এই সে উত্তর।
নহিলে কেমনে ডাকে এ' অষ্ট-প্রহর॥
কেহ বলে, আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সবে রাত্রি করি' খায় লোক লুকাইয়া॥
কেহ বলে, আরে ভাই সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল॥
রাত্রি করি' মন্ত্র পড়ি' পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা' সবার সনে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা' সবা-সঙ্গে বিবিধ রমণ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥

* * *

এই মতে নানারূপে দেখায়েন ভয়।
আনন্দে বৈষ্ণব সব কিছু না শুনয়॥

*　　*　　*

কেহ বলে, এগুলা দেখিতে না যুয়ায়।
এগুলার সম্ভাষে সকল কীর্ত্তি যায়॥
ও-নৃত্য কীর্ত্তন যদি ভাল লোক দেখে।
সেই এই মত হয়, দেখে পরতেকে॥
পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাই পণ্ডিত।
এগুলার সঙ্গে তার হেন তৈল চিত॥
কেহ বলে আত্ম বিনা সাক্ষাৎ করিয়া।
ডাকিলে কি কার্য্য হয়, না জানিল ইহা॥
আপন শরীর-মাঝে আছে নিরঞ্জন।
ঘরে হারাইয়া ধন চাহে গিয়া বন॥
ও-কীর্ত্তন না দেখিলে কি হইবে মন্দ?
শত শত বেড়ি' যেন করে মহাদ্বন্দ্ব॥
কোন জপ, কোন তপ, কোন তত্ত্বজ্ঞান।
তাহা না দেখিয়ে, করি নিজ কর্ম্ম-ধ্যান॥
চাল কলা দুগ্ধ দধি একত্র করিয়া।
জাতিনাশ করি' খায় একত্র হইয়া॥

*　　*　　*

পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি' সব হাসিয়া পড়য়॥
পুনঃ ধরি লই' যায় যেবা নাহি দেখে।
কেহ বা নিবৃত্ত হয় কারো অনুরোধে॥

কেহ বলে ভাই এই দেখিল শুনিল।
নিমাঞি লইয়া সব পাগল হইল ॥
'হই হই হায় হায়'—এই মাত্র শুনি।
ইহা সবা হৈতে হৈল অযশ কাহিনী ॥
মহা মহা ভট্টাচার্য্য সহস্র হেথায়।
হেন ডাঙ্গাইতগুলা বসে নদীয়ায় ॥
শ্রীবাস বামনারে এই নদীয়া হৈতে।
ঘর ভাঙ্গিয়া কালি নিয়া ফেলাইমু স্রোতে ॥
ও-ব্রাহ্মণ ঘুচাইলে গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল ॥

* * *

চৈতন্যের গণ সব মত্ত কৃষ্ণ-রসে
বহির্ম্মুখ-বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে।"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ৮ম অঃ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যদাসগণের প্রচারিত শুদ্ধ কীর্ত্তনস্রোত পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিলে বহির্ম্মুখগণের ঐরূপ কুবাক্য ও ব্যবহারের পর্ব্বও পুনরাবৃত্ত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারের অকৃত্রিমতা ও ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর বিপথগামী লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ হইয়া কখনও সাধকোচিত ব্যবহার-লীলা প্রদর্শন করায় কেহ কেহ আবার তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন। বৈধ 'ধীর' সন্ন্যাস বা 'বিবিৎসা' সন্ন্যাসের আচরণ শিক্ষা-

প্রদর্শনার্থ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর একজন সাধক-সন্ন্যাসীর ন্যায় রাজদর্শন, বিষয়িদর্শন ও স্ত্রীদর্শন হইতে বিরত রহিয়াছেন—উহাদিগকে বিষভক্ষণ হইতেও অনিষ্টকারক বলিয়াছেন—পাছে লোকে ভোগবুদ্ধি বা প্রকৃতি-দর্শন-সম্ভাষণ-বুদ্ধি অন্তরের অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠিত করিয়া বাহিরে হরিসেবা, মহাপ্রভুর সেবা বা বৈষ্ণব-সেবার ছলনায় ভিক্ষাদি সংগ্রহ করে, তজ্জন্য ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ডলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন—স্বয়ং জগদানন্দের আনীত চন্দনাদি তৈল, বা অভীপ্সিত শয্যাদি গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন—ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের হস্তপাচিত অন্ন গ্রহণ করিবার লীলা দেখাইয়াছেন। ইহা দেখিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিতকুলধুরন্ধর পর্য্যন্ত প্রথম মুখে মহাপ্রভুকে সাধক সন্ন্যাসিভ্রমে বলিয়াছেন—

——ইঁহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাসধর্ম্ম হবেক রক্ষণ॥
নিরন্তর ইঁহাকে বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব॥
কহেন যদি, পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায়ে আনিয়া॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ)

মহাপ্রভু আত্মদৈন্যচ্ছলে বহির্ম্মুখের নিকট আত্ম-গোপন করিবার জন্য কখনও কখনও বলিতেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম),—

"* * মায়াবাদী আমি ত' সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হইল।
'কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্ব কহ' তাঁহারে পুছিল॥"

এই সকল কথা হইতে কেহ কেহ মনে করিয়া ফেলিয়াছেন—মনোধর্ম্মে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'মহাপ্রভু একজন মায়াবাদি-সন্ন্যাসী (!) ছিলেন', 'তিনিও একজন সাধক জীব (!!) ছিলেন' ইত্যাদি।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুকে শ্রদ্ধা করিতেন, কেন না তিনি মহাপ্রভুতে সাধকোচিত মর্য্যাদা-পালন দেখিতেন; কিন্তু রায় রামানন্দের প্রতি মিশ্র শ্রদ্ধাহীন হইয়াছিলেন; কারণ রায় রামানন্দ সাধকোচিত মর্য্যাদা-পালনাচার প্রদর্শন করিতেন না। মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী নবদ্বীপ-বাসী জনৈক ব্রাহ্মণেরও ঐরূপ বিচার হইয়াছিল, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ ব্রাহ্মণ বিধির মর্য্যাদা-রক্ষণকারী মহাপ্রভুর আচারে সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু নিত্যানন্দের আচারে ব্রাহ্মণের সন্তোষ হইত না—শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্রে ব্রাহ্মণের সন্দেহ হইয়াছিল।

মহাপ্রভু সাধকোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্য—

"তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক, পরলোক, দুই হয় নাশ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৪র্থ পঃ)

—এই বিচার অবলম্বন-পূর্ব্বক একদিকে যেমন নিজ-ব্যবহার-দ্বারা একরূপ বিচার প্রকটিত করিলেন, আবার লোকে তাঁহার উত্তমাধিকারী ভক্তগণকে সাধকের পর্য্যায়ে টানিয়া আনিয়া পাছে তাহাদের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বা আচার মনে করে, এইজন্য ভগবান্ তাঁহারই ভক্তগণের দ্বারা মহাভাগবতোচিত লীলা প্রকট এবং স্বয়ং উহার তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করিয়া সুকৃতিসম্পন্ন লোকদিগকে শিক্ষা দিলেন। যখন প্রদ্যুম্ন মিশ্র ও প্রভুর সহাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আচরণ বৈধ বা সাধকোচিত আচরণ নহে বলিয়া প্রভুর নিকট অভিযোগ করিলেন, তখন মহাপ্রভু জানাইলেন, বহির্ম্মুখ লোকের যাহাতে ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, তাহাই অসত্য, বঞ্চনা, ভ্রম; বা ভগবৎসেবা, ভক্ত-স্বরূপ ও ভগবৎস্বরূপের উপর আবরণ। নীতি-পরায়ণ বহির্ম্মুখলোক মনে করেন যে, ভগবান্ বা অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্ত তাঁহার বহির্ম্মুখ মনের দ্বারা কল্পিত ভাল-মন্দের ছাঁচে, কিংবা তিনি শাস্ত্র পড়িয়া যতটুকু অর্থ বুঝিয়াছেন, সেই গণ্ডির মধ্যে অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্ত ও ভগবৎ-স্বরূপ আবদ্ধ হইবেন; যদি না হন, তাহা হইলে তাঁহারা "ভক্ত ও ভগবান্" শব্দ হইতে খারিজ হইয়া যাইবেন। এইরূপ লোক-ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দাস্যে কখনও অধোক্ষজ ভক্ত ও ভগবান্ নমিত হন না। নীতি-বাদী বা গীতা-শাস্ত্রপাঠী নীতিশাস্ত্রের উপদেশ, অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ" শ্লোকাদি পাঠ করিয়া যে তাৎপর্য্য সংগ্রহ করেন, তদ্দ্বারা যদি তাঁহারা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্ স্বরাট্ শ্রীকৃষ্ণকে বাধ্য করিতে চাহেন, তবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব বা যথার্থ অবিমুক্ত স্বরূপদর্শনে বঞ্চিত হইবেন। এজন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবক-সূত্রে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি গৌর-পার্ষদবৃন্দ লোকের ইন্দ্রিয়-তর্পণময়ী ধারণায় যাহা বিপ্লব আনয়ন করে, এইরূপ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভাগবতস্বরূপ প্রকাশ করিয়া জানাইলেন, যে-প্রভুর দাসগণ পর্য্যন্ত বহির্ম্মুখ লোক বা তথাকথিত শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়তর্পণের বশ্যতা স্বীকার করেন না বা তাহাকে ভক্তির স্বরূপ বলেন না, সেই প্রভুর আসন কত উচ্চে। সেই প্রভু কেন, সেই প্রভুর নিত্যদাসগণ—নিত্যপার্ষদগণও সাধক জীব নহেন, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পরিকর ( শ্রীচৈতন্যভাগবত অষ্টম অধ্যায় ১৭০—১৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য )।

এই সকল কথা আমরা সকলে ধরিতে পারিব না, কারণ আমরা ডাঁশা বা একদেশী বিচার বুঝি, নিজেরা হরিপাদপদ্মে অকপটভাবে যুক্ত নহি বলিয়া যুক্তবিচারটী বুঝি না। ঐ সকল কথা বলিতে গিয়া আর একটি বিপদেরও সম্ভাবনা আছে,—যত ভণ্ড, কৃত্রিম, আনুকরণিক ব্যক্তি ঐ সুযোগে তাহাদের অবৈধবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অবসর পাইয়া বসে। তাহারাও মর্য্যাদাপথ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যথেচ্ছা-

চারী, উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হইয়া পড়ে। এজন্যই প্রথম-মুখে অনর্থগ্রস্ত ব্যক্তিগণের জন্য মর্য্যাদা ও শাস্ত্র-শাসনের ব্যবস্থা। কিন্তু তাহা যদি অনর্থমুক্ত ব্যক্তিতে অতিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তবে একদিকে ঐ ব্যবস্থার দ্বারা যতটা সুফল সম্ভাবনা ছিল, অপরদিকে তদপেক্ষা অধিকতর কুফল ঘটিয়া বসে। এজন্য সর্ব্বদা অকৃত্রিম সাধুর সঙ্গ আবশ্যক। নিষ্কপটতা ও সুকৃতি থাকিলে জীবের ভাগ্যে অকৃত্রিম সাধুসঙ্গ ঘটে, নতুবা অসাধুতে 'সাধু' ভ্রম ও সাধুতে 'অসাধু' ভ্রম হয়। অকৃত্রিম সাধুর সঙ্গে অকপট ভজন করিতে করিতে খাঁটি ও মেকীর জহুরী হওয়া যায়।

খাঁটি ও মেকী চিনিবার কোনও বাঁধা-বাঁধি নিয়ম নাই। কেবল শাস্ত্র-পাঠ, কেবল-নীতি, কেবল বাহ্যাচার-দ্বারা সাধু চিনা যায় না। বহুমূল্য গজমুক্তা অপেক্ষা কৃত্রিম কাচমুক্তা অনেক সময় অধিকতর উজ্জ্বল ও সুন্দরতর প্রতিভাত হয়; কিন্তু যিনি প্রকৃত জহুরী, তিনিই কোন্‌টী প্রকৃত গজমুক্তা, তাহা চিনিতে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচারে, প্রচারে পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় দৃষ্ট হয়। একদিকে শ্রীগৌড়ীয়মঠ মর্য্যাদার দৃষ্টান্ত পালনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, আবার অন্যদিকে যাহাতে প্রকৃত মহাভাগবতগণের নিরপেক্ষ কীর্ত্তনময় স্বতন্ত্র চরিত্রকে লোকে ভুল করিয়া সাধকোচিত চরিত্রমাত্র জ্ঞান না করেন—নিত্যসিদ্ধ প্রকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতগণকে সাধক

বদ্ধজীবমাত্র বিচার না করেন—নিত্যানন্দ-গৌরপার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতনকে, শ্রীরঘুনাথকে সাধক জীব, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাধকসন্ন্যাসী মাত্র জ্ঞান না করেন, তজ্জন্য শ্রীচৈতন্য-নিজ-জন লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে জড় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের অসমোর্দ্ধত্ব ও সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা প্রচার করিয়াছেন। যাঁহারা এই উদ্দেশ্যটী বুঝিবার, শ্রবণ করিবার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহারাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভুল করিয়া থাকেন।

## আর একটি ভ্রম (১২)—শ্রীগৌড়ীয় মঠের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জগদ্বাসীকে মাল্য, গন্ধ, বাস ও অলঙ্কার-সমূহ কৃষ্ণপ্রসাদ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিবার শিক্ষা প্রদান করায় মূঢ়জনগণ তাঁহাকে "বিলাসপর" বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিল। তাহাতে তাঁহার প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা ছিল না। আবার যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা হরি-সম্বন্ধি বস্তুর পরিত্যাগকে 'ফল্গুবৈরাগ্য' জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রচার্য্যবিষয়ে আনন্দ লাভ করিতেন।

বিধিশাস্ত্রমতে সন্ন্যাসী মাল্য-গন্ধ-তাম্বূলাদি বিলাস-সহচর বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু বর্ত্তমানকালে অকালপক্ক অহঙ্কারী প্রাকৃত সহজিয়াগণ নির্ব্বিবাদে প্রসাদ-গ্রহণের ছলনায় প্রচুর তাম্বূলাদি ব্যবহার করেন।

অনধিকারীর এই প্রকার পরমহংসাচারগ্রহণ সর্ব্বদা গর্হণীয় বলিয়া সাধারণ মূঢ়লোক পারমহংস্যধর্ম্মের মূল আশ্রয় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকেও 'বিবিক্ত' বা 'ধীর' সন্ন্যাসি-জ্ঞানে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন।

আধুনিক প্রাকৃতসহজিয়াগণ বলেন, বর্ত্তমান কালে প্রচারিত অমুক সাধু ধাতুদ্রব্য গ্রহণ না করিয়া বিরক্তের মর্য্যাদা রক্ষা করায় খুব প্রতিষ্ঠাশালী হইয়াছেন। ভক্ত-সন্ন্যাসীর অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় স্বর্ণরৌপ্য ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। বৈধ বিবিক্ত সন্ন্যাসীর আদর্শ উহাতে দোষ-যুক্ত হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্তরে পরমহংসাভিমান রাখিয়া যাঁহারা বাহিরে ধাতুদ্রব্যাদি গ্রহণ না করিবার অভিনয় দেখান, তাঁহাদের অন্তরে গোপনে প্রতিষ্ঠাশা রাজত্ব করে, লোক-প্রতারণা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার্জ্জনের গুপ্ত অভিসন্ধিমূলে তাঁহাদের ঐরূপ আচরণ তাঁহাদের হীনাধিকার ও কপটতাজ্ঞাপক।

বহির্ম্মুখ লোকে নিন্দা করিবে বলিয়া শ্রীভগবানের যাত্রা-মহোৎসব প্রভৃতিতে ধাতুদ্রব্য-গঠিত সামগ্রীর দ্বারা শোভাযাত্রা প্রভৃতি উঠাইয়া দিয়া ভগবানের সেবা-বিষয়ে দরিদ্রতা দেখাইলে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণরত তথাকথিত পরোপকারি-সম্প্রদায় বিপথগামী হইয়া "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্" শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। আধুনিক-কালে রেশমীকাপড়ের

কাষায় কৌপীন বা চন্দনমালাদি গ্রহণ যদি কোন ব্যক্তিকে বিপথগামী করিয়া তুলে, তাহা হইলে পরমহংসাচারের কপটতায় তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আর যদি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠাশা-রাহিত্যক্রমে শ্রীপুণ্ডরীকবিদ্যানিধি, শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর আদর্শের কোন অংশ পরমহংসাচারে অবস্থিত কোন মহাভাগবতে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিয়া লইতে পারেন। ভাগ্যহীন ব্যক্তি তাহা না বুঝিয়া নিজের অকল্যাণ বরণ করে।

## শ্রীগৌড়ীয় মঠ কি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ?

শ্রীগৌড়ীয় মঠের এই সকল যুক্তবিচারের তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারিয়া—শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারিত মহা-উদারতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শকে ইন্দ্রিয়তর্পণকারী যথেচ্ছাচারিতার ভূমিকা হইতে দেখিতে গিয়া আমরা কৃপাপরাকাষ্ঠাকেই সঙ্কীর্ণতা, 'গোঁড়ামী' প্রভৃতি মনে করিয়াছি। শ্রীগৌড়ীয় মঠের অসৎসঙ্গ-ত্যাগের উক্তিকে আমাদের বিচারে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া মনে হইয়াছে। সাধু যদি অসাধুকে উপেক্ষা-দ্বারা দয়া প্রদর্শন করেন, তাহাকে অসাধু-সম্প্রদায় সঙ্কীর্ণতা বলিলেও উহা সাধুর বাস্তব উদার-হৃদয়েরই পরিচায়ক। উহা দ্বারা অসাধুর তাহার অসাধুত্ব-বিষয়ে কোনও না কোনকালে চিন্তা করিবার অবসর হয়। আর 'অসাধু' যদি তাহার অসাধুত্বকে

সাধুর দ্বারা সমর্থিত দেখিতে] পায়, তাহা হইলে তাহা একদিকে যেমন সাধুর সাধুত্বের লাঘবতাকারক, অপরদিকে তেমনি তাহা অসাধুর মঙ্গলের পরিপন্থী। ব্যবহারিক সমাজেও কোনও গৃহস্থ ব্যক্তি সমাজের অনুমোদিত শিষ্টব্যবহারের বিপরীত কার্য্য করিলে তাহাকে একঘ'রে করিবার অর্থাৎ-ঐরূপ সমাজ-নিয়ম-লঙ্ঘনকারীর সহিত অপর শিষ্টসামাজিক-গণের ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সমাজ-নিয়ম-লঙ্ঘনকারীকে শোধনের উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হয়। কিন্তু যাহারা উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষপাতী, তাহারা ঐরূপ কার্য্যকে সামাজিকগণের সঙ্কীর্ণতা বলে। তথাকথিত সমন্বয়-বাদের যুগে আজকাল তথাকথিত অনেক সংশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের এইরূপও মনোভাব হইয়াছে যে, গৃহলক্ষ্মীগণের একপাতিব্রত্যের আদর্শ এবং পুরুষগণের নৈতিক জীবন সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারের আদর্শমাত্র, তাহা স্বাধীনতার পরিপন্থী।

সুতরাং যে-যুগে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলতাই 'উদারতা' বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, সেই যুগের মনোভাব যে সুপ্ত অঙ্কুররূপে গণগড্ডলিকার হৃদয়ে অলক্ষিতভাবে প্রবিষ্ট হইয়া পারমার্থিক ক্ষেত্রেও আত্মপ্রসার করিতে না চাহিবে, তাহা নহে।

## ( ১৩ ) আর একটী ভ্রমঃ—শ্রীগৌড়ীয় মঠ—বিশ্ব-নিন্দক

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি আর একটি ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে

যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ—লোক-নিন্দক, বিশ্ব-নিন্দক। এই ভ্রমটীও পূর্ব্বোক্ত বিষয় হইতেই উত্থিত হইয়াছে। যেহেতু শ্রীগৌড়ীয়মঠ তথাকথিত সমন্বয়বাদীর ন্যায় লোকের প্রকৃত কল্যাণের দিকে দৃষ্টি প্রদান অপেক্ষা লোকপ্রিয়তার দিকে অধিক দৃষ্টি প্রদান করিয়া অসৎ ও সৎকে সম-পর্য্যায়ে গণনা করিতে পারেন নাই এবং তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনে স্বয়ং কৃতসংকল্প এবং তাহার প্রচারক হইয়াছেন, সেই হেতু শ্রীগৌড়ীয় মঠ—লোক-নিন্দক! কিন্তু যখন কোনও দিন ঐ সকল ব্যক্তির মধ্য হইতেও কোন কোন সুকৃতিমান্ নিষ্কপট ব্যক্তি অসত্যের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া তাঁহাদের জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, তখন তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন, শ্রীগৌড়ীয়-মঠ তাঁহাদের কত শুভানুধ্যায়ী। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠের ইতিহাসে অঙ্কিত আছে—যাঁহারা পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠকে লোক-নিন্দক, তাঁহাদের রক্ষক গুরুবর্গের নিন্দক প্রভৃতি বলিয়াছিলেন, পরে তাঁহারাই অসৎসঙ্গের প্রভাব-নির্ম্মুক্ত হইয়া সাধুজীবন লাভ-পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়-মঠকে একমাত্র অহৈতুক পরদুঃখদুঃখী উপকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা তথাকথিত সমন্বয়বাদের আবরণে লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করেন, তাঁহারা যে লোকের কিরূপ ভীষণ প্রচ্ছন্ন শত্রু, তাহাও মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়াছেন। বিশ্ব যখন বহির্ম্মুখতায় আচ্ছন্ন, তখন সেই বিশ্বগ্রাসী

বহির্ম্মুখতাকে গর্হণ করিয়া সুদুর্ল্লভ পরম সত্যবাণীর প্রচারককে যে বিশ্ব-নিন্দকের অভিনন্দন-মালা গলদেশে বরণ করিতে হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এইরূপ অভিনন্দনের পরিবর্ত্তে যদি তথাকথিত সমন্বয়বাদীর মত লোকপ্রিয়তার মালা গলায় বরণ করিতে হইত, তাহা হইলে সুধীসমাজ লোকের তোষামোদকারীকে বঞ্চক বলিতে বাধ্য হইতেন।

---

# চতুর্থ প্রসঙ্গ

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা কেন ও কাহারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই? কাহারা ভুল করিয়াছেন?

**সমাধান** :—(১) যাঁহারা ইন্দ্রিয়-তর্পণের পথে চলিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইন্দ্রিয়-তর্পণ অনেক প্রকারে হয়,—পাপে ইন্দ্রিয়-তর্পণ, পুণ্যে ইন্দ্রিয়-তর্পণ; ভোগে ইন্দ্রিয়-তর্পণ ত্যাগে ইন্দ্রিয়-তর্পণ; কুকর্ম্মে ইন্দ্রিয়-তর্পণ, সৎকর্ম্মে ইন্দ্রিয়-তর্পণ; অধর্ম্মে ইন্দ্রিয়-তর্পণ, ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়-তর্পণ; এই দুই প্রকারের ইন্দ্রিয়-তর্পণরত ব্যক্তিই শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা বুঝিতে পারেন নাই।

এদিকে যেমন কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিষয়ী বুঝিতে পারেন নাই, আবার অন্যদিকে তেমন তথাকথিত ভস্ম-বিভূতিধারী, তিলকফোঁটাধারী, দণ্ড-কমণ্ডলু-কৌপীনধারী, কৃচ্ছ্রতা-সাধনকারী ত্রিসন্ধ্যাহস্তিস্নানকারী ব্যক্তিও বুঝিতে পারেন নাই।

(২) যাঁহারা গৌড়ীয়-হাসপাতালে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন যে, এখানেও তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-

তৃপ্তির অনুকূলেই চিকিৎসা হইবে, কিন্তু প্রবেশের অভিনয়ের পরে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণময় চিকিৎসার পরিবর্ত্তে রোগের মূল-উৎপাটনকারী অস্ত্রোপচারহেতু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি প্রতিহত হওয়ায় তাঁহারা অসন্তুষ্ট, এমন কি, চিকিৎসা ও চিকিৎসকের প্রতিও বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছেন।

(৩) যাঁহারা নৈসর্গিক হৃদয়-দৌর্ব্বল্যকে অসৎসঙ্গের জলবায়ু-দ্বারা অধিকতর পরিপুষ্ট করিয়া সত্যশ্রবণে বিমুখ হইয়াছেন।

(৪) যাঁহাদের কোনও না কোনও তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন হরি-সেবায় অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হওয়ায়, উত্তরাধিকারি-সূত্রে ন্যায্য প্রাপ্যরূপে কল্পিত সেই ভোগের সামগ্রী তাঁহাদের ভাবী ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতিরোধ করিয়াছে।

(৫) যাঁহারা সহিষ্ণু, নিরপেক্ষ, একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া অকপটভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা শুনিবার পূর্ব্বেই উপরি-উক্ত কএকপ্রকার সম্প্রদায়ের ( অর্থাৎ যাঁহারা বিভিন্নভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের দ্বারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে ইন্ধন-প্রাপ্ত হন নাই ) পরামর্শ ও কল্পিত কথা শুনিয়া স্বয়ংসিদ্ধ বিচারক সাজিয়া এক তরফা ডিক্রি ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন।

(৬) যাঁহারা মোটেই সহিষ্ণুতার সহিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কথা শুনেন নাই, কিন্তু ইন্দ্রিয়-তর্পণপর বা বহির্ম্মুখ-

ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহা সহজে খাপ খায়, এইরূপ সাধারণ ভ্রম ( Common errors ), অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়-তর্পণের পরিপোষক অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্মের ধূরবহনকারী প্রতিষ্ঠানের কল্পিত বিচার, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মের পরিমাপ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য-বিষয় বা উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে স্বকপোল-কল্পিত সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম, মঠ বা আশ্রমাদির মোটামুটী ধারণা এই,—"একটি ছবি যোগাড় করা—তাহা যে কোন নায়কেরই হউক্ না কেন, সেই ছবির কাছে ধূপ-ধূনা দেওয়া, একটি মালা যোগাড় করা, জগতের সকল কথারই প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্টভাবে অনুমোদন, জগতের লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণে কোনও না কোনভাবে ইন্ধন যোগাইয়া জগতের নিকট যিনি নাম-জাদা হইয়াছেন, এরূপ একটী লোককে প্রকৃত সদ্‌গুরুর সহিত পাল্লা দিবার জন্য 'গুরু' বলা, গরীব-দুঃখীদিগকে কিছু কিছু দ্রব্যাদি বিতরণ করা, না হয় ২।৪টী গরীব ছেলে লইয়া একটী নৈশ বিদ্যালয় খোলা, অকপট শ্রীচৈতন্যভক্তগণের অবৈধ অনুকরণে একটু কীর্ত্তন করা, সময় সময় পাঁচ-মিশালে ঠিকাদার বক্তা, গায়ক প্রভৃতির দ্বারা দুই একটা পাঁচমিশালে বক্তৃতা ও গান শুনিবার ব্যবস্থা করিয়া কর্ণপটহে সুখ সঞ্চার করা, শ্রীচৈতন্যভক্তগণের অনুকরণে অথবা তাঁহাদের সহিত পাল্লা দিবার জন্য একটু খাওয়া-দাওয়ার মহোৎসব করা ইত্যাদি

ইত্যাদি। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানটা ত' সারাদিনের সাংসারিক পরিশ্রমের পরে একটু বিশ্রামের আড্ডা বা ক্লাব-গৃহ, তাহাতে সকলের সকল কথাই থাকিবে; কৃষ্ণ বিষ্ণু যদি ঐ সকল খোস্‌মেজাজী ব্যক্তিদিগের তামাকটা, পানটা, কাণের সুখটা, মনের স্ফূর্ত্তিটা যোগাইয়া দিবার মালীর মত কেহ হন, তবে সেই কৃষ্ণ-বিষ্ণু স্বীকার করা যাইবে। যাঁহারা এই সকল প্রচ্ছন্ন মনোভাব লইয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠকে দেখিতে আশা করেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা বুঝিতে পারেন নাই বা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(৭) যাঁহারা সত্যকথা শুনিবার জন্য ঐকান্তিক নহেন, জীবনের উপর—সুখ-সুবিধা, কল্পিত ধর্ম্মের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সংসার, সমাজের মৌরশী পাট্টার উপর যত কিছু বিপ্লব আসুক্ না কেন, প্রচলিত ধারণা যতই বিপর্য্যস্ত হউক্ না কেন, জগতের সকল লোকও যদি একদিকে থাকেন, আর অকপট সত্যের নিরপেক্ষ ভূমিকা একেশ্বর হইয়া অন্যদিকে থাকেন, তথাপি অকৈতব, আপাত-কঠোর, আপাতনির্ম্মম বাস্তব পূর্ণসত্যই গ্রহণ করিব—এইরূপ জীবনে-মরণে মনে-প্রাণে, অন্তরে-বাহিরে যাঁহাদের প্রতিজ্ঞা নাই, তাঁহারা কখনও শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারিবেন না বা পারেন নাই।

(৮) যাঁহারা লোকের সংখ্যা দেখিয়া 'যেদিকে দল ভারী, সেই দিকে সত্যেরও পাল্লা ভারী,—এই সাধারণ ভ্রমে

পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা "কোটীষ্বপি মহামুনে", "কোটি মুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত"—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

( ৯ ) যাঁহারা জীবের সুনির্ম্মল আত্মবৃত্তির ষোল আনা অদ্বিতীয়-স্বরাটের পূর্ণতমা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য না দিয়া যে-পরিমাণে কম দিতে চাহেন বা অনন্ত ভবিষ্যৎকালে চাহিবেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উচ্চতম আদর্শ-প্রচারকে সেই পরিমাণে সাম্প্রদায়িক মনে করিবেন। আর যাঁহারা একমাত্র স্বরাটের অবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি না করাইয়া নিজের প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই 'ধর্ম্ম' মনে করিয়াছেন, তাঁহারাও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত ভাগবতধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

( ১০ ) যাঁহাদের কুলক্রমাগত, বংশপরম্পরাগত, কিংবা আগন্তুক তথাকথিত গুরুবর্গের, ইষ্টবর্গের, বন্ধুবর্গের, আত্মীয়স্বজনবর্গের, ব্যক্তিগত নিজের প্রাক্তনী, অধুনাতনী বা ভাবী ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে কোনপ্রকার বাধা পড়িয়াছে অথবা বাধার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাঁহারা অকপট মঙ্গলে বিবর্ত্ত-বুদ্ধি-ক্রমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(১১) যাঁহাদের হৃদয়ে কোনপ্রকার পাপ বা অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি আছে, যাঁহারা কলিসহচরগণের ( দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা, স্বর্ণ, মদ, অনৃত, কাম, ক্রোধ, বৈরতা ইত্যাদির ) সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও না কোন প্রকার

বন্ধুত্বে লিপ্ত আছেন, কিংবা যাঁহাদের হৃদয় তথাকথিত ধর্ম্ম-বৃত্তির অতিবাড়ীভাবে আচ্ছন্ন হওয়ায় যাঁহারা অদ্বয়তত্ত্ব স্বরাট্‌কেও তথাকথিত পুণ্যের অধীন, নীতির অধীন করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(১২) যাঁহারা স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির যন্ত্র-দ্বারা অনাদি-বহির্ম্মুখ মনুষ্যজাতি, পশুজাতি বা যে কোনও প্রাণীর ভোগদেহ বা ভোগপর মনের সেবাকে ভগবানের সেবা বা ভগবানের সেবা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(১৩) যাঁহারা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণকে জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণের সহিত সমান বা তদপেক্ষাও হীন বিচার করিয়াছেন, যাঁহারা ভগবদ্‌বস্তুর সম্বন্ধে মুখে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'স্বরাট্' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিলেও কার্য্যতঃ বা অন্তরে ভগবদ্-বস্তুকে তাঁহাদের অধীন অর্থাৎ তাঁহারা যাহাকে ভ্রম-প্রমাদ-দুষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা 'সত্য' মনে করেন, এইরূপ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির অধীন করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্‌কে নপুংসক, হস্তপদাদি-রহিত অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়তর্পণের সাধক যন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজেরাই কৃষ্ণের ভোগ্য পদার্থ ভোগ করিবার প্রচ্ছন্ন-প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা বুঝিতে পারেন নাই।

---

## পঞ্চম প্রসঙ্গ

### যাঁহারা গৌড়ীয়মঠকে বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই বা কে কতটা বুঝিয়াছেন ?

যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কথা বুঝিয়াছেন বলেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-মঠকে প্রকৃত-প্রস্তাবে কতটা বুঝিতে পারিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা তাহার আলোচনা করিব। এই কথা আলোচনাকালে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উক্তিদ্বয় স্মরণ হয়,—

কেহ বলে,—"নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥"
কেহ বলে,—"মহাতেজী অংশ অধিকারী।"
কেহ বলে,—"কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥"
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যা'র যেন-মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি॥

( চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ অঃ )

*　　*　　*

কেহো কোনমতে কহে, যেমন যার মতি।
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥

কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥
কেহো কহে, পরব্যোমে নারায়ণ-হরি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যা'তে অবতারী ॥" (চৈঃ চঃ আদি ২য়)

স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে অনিন্দক হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা যাঁহারা যতটুকু বুঝিয়াছেন এবং আংশিকভাবে হৃদয়ঙ্গম ও স্ব স্ব চরিত্রে অনুশীলন করিতে পারিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে উপরি-উক্ত উক্তিদ্বয় উদ্ধৃত হইতে পারে।

আর একশ্রেণী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকৃত অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই; কেবল বাহ্য আচার-বিচার, ঐশ্বর্য্য-প্রভাব এবং প্রচারের আনুষঙ্গিক ও গৌণ উদ্দেশ্যকে তাঁহাদের নিজ নিজ বিচারের ছাঁচে ফেলিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উদ্দেশ্য বুঝিয়াছেন।

ইঁহাদের মধ্যে কেহ বুঝিয়াছেন,—(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অপর মতের নিরাস করিয়া নিজ-মত প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, এই প্রকার হঠাৎ বিচারকগণের কেহ কেহ সচরাচর দৃষ্টান্ত হইতে বিচার করিয়াছেন যে, যেহেতু নিজ-মত প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অপর মতকে 'লঘু' করিয়া না দেখাইলে চলে না, তজ্জন্যই গৌড়ীয়মঠ অন্যান্য মতকে নিজ-মত অপেক্ষা খর্ব্ব করিতেছেন!

ইঁহাদের বিচারে বাস্তবসত্যের উপলব্ধি-গত ধারণার একান্ত অভাব। বাস্তবসত্য যে অসমোর্দ্ধ, ইহা তাঁহারা

জাগতিক প্রতিযোগী বহু আপাত সত্যের ছবির পারিপার্শ্বিকতায় সর্ব্বদা বাস করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। আপাত প্রতীয়মান সত্যগুলি পরস্পর প্রতিযোগী; কিন্তু বাস্তবসত্যের প্রতিযোগী অর্থাৎ তাঁহার সমান বা তাঁহার ঊর্দ্ধে আর কেহ নাই। কাজেই বাস্তবসত্যকে অসমোর্দ্ধ বলায় অপর প্রকৃত বড় মতকে 'ছোট' করিবার প্রবৃত্তি, অভিসন্ধি বা চেষ্টা নাই। বাস্তবসত্যকে অসমোর্দ্ধ না বলাই 'সত্য'কে খর্ব্ব করা, সত্যের নিন্দা করা, নিজেকে সত্য হইতে পশ্চাৎপদ করিয়া রাখা। 'ভগবদ্‌বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' বলিলে জীব ও জড়জগৎকে ছোট বা তাহাদের নিন্দা করা হইল না, বরং তাহাতে ভগবদাশ্রিত, অসমোর্দ্ধ তত্ত্বাশ্রিত জীব ও জগতের গৌরবই বর্দ্ধিত হইল। যাঁহাদের অসমোর্দ্ধ সত্যগ্রহণে ন্যূনাধিক বিমুখতা আছে, তাঁহারা এই কথাটী বুঝিতে না পারিয়া অসমোর্দ্ধ সত্যের প্রশংসাকে 'নিন্দা' বা সঙ্কীর্ণ 'সাম্প্রদায়িকতা', 'গোঁড়ামী' প্রভৃতি মনে করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অসমোর্দ্ধ বাস্তব-সত্যের প্রচারক। সেই অসমোর্দ্ধ বাস্তব-সত্যের স্বরূপ যেখানে বিকৃতভাবে, অসম্যগ্‌ভাবে বা আংশিকভাবে প্রকাশিত, তাহা প্রদর্শন করিয়া অকৈতব বাস্তব-সত্যের পূর্ণতম স্বরূপ আবিষ্কার ও প্রচার করাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃত্য।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা যাঁহারা বুঝিয়াছেন মনে করেন, তাঁহাদিগের দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণা এই (২)—শ্রীগৌড়ীয়-মঠ আর কিছু করুন, আর না-ই করুন, এই যে লোকদিগের জন্য বারমাস মহাপ্রসাদের অন্নসত্র খুলিয়া রাখিয়াছেন, উৎসবে দীন-দুঃখী-দরিদ্রকে ভোজন করান, এটা খুব ভাল কাজ করিতেছেন।

কেহ বলেন,—(৩) শ্রীগৌড়ীয়মঠের কল্যাণে বৈষ্ণব-ধর্ম্মটার খুব সম্মান হইল, ভদ্রলোকে পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি নাসিকা কুঞ্চন করিত। ইত্যাদি।

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি আমাদের বিভিন্ন মনোধর্ম্ম—

কেহ আবার বলিতেছেন, গৌড়ীয়-মঠ বৈষ্ণবধর্ম্মের আংশিক কথা বলিতেছেন, বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় কথা—রাইকানুর প্রীতির কথা, প্রেমের কথা গৌড়ীয়মঠ বুঝেন নাই; গৌড়ীয়মঠের লোক অধিকাংশই সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস-ধর্ম্মে, মর্য্যাদামার্গে, ঐশ্বর্য্যমার্গে ঐ সকল কথা বুঝা যায় না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে এইরূপ কেহ কেহ নানা প্রকার 'মুরুব্বিয়ানা' করিয়া থাকেন! ইঁহারাও শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে—শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারের ধারা ও উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে কিছুই বুঝেন নাই।

## আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলে কল্পিত গৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য

কেহ বুঝিয়াছেন,—"গৌড়ীয়মঠ বৈষ্ণবধর্ম্মকে একটা

নূতন প্রণালীতে নূতনভাবে প্রচার করিতেছেন ;" কেহ বুঝিয়াছেন,—"গৌড়ীয়মঠের প্রচারে আমাদের অনেক ব্যয় বাঁচাইবার নজির পাওয়া গিয়াছে, আমরা দান-ধ্যানাদিকে 'কর্ম্মমার্গ' বলিতে শিখিয়াছি, ঐরূপ যুক্তিবলে সঞ্চিত অর্থের দ্বারা নিজেদের ধনকোষ বা ভোগ বৃদ্ধি করিতে পারিব, আমাদিগকে আর তথাকথিত গুরু-পুরোহিত (?), পাঠক, বক্তা, গায়ক কাহাকেও যখন কোন প্রকার দক্ষিণা দিতে হইবে না, তখন গৌড়ীয়মঠেরও আমাদের নিকট আর হরিসেবার্থ অর্থানুকূল্য গ্রহণ করিবার উপায় নাই, কারণ, আমাদের হরিসেবায় আনুকূল্য প্রদান না করার যে যুক্তি-অস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিয়াই আমরা বলিতে পারিব,—"এ ত' আপনাদেরই প্রচার্য্য বিষয়,—গুরু, গোস্বামী, পাঠক, বক্তার টাকা নিতে নাই ; আপনারা অকপট হরিসেবার্থ অর্থ গ্রহণ করিলে ত' আপনাদেরও ঐ নিন্দিত ব্যক্তিগণের পর্য্যায়েই পড়িতে হইবে ; আপনাদের আচার ও প্রচার পৃথক্ হইয়া যাইবে ; আপনারা হরিসেবার্থ, শুদ্ধ-হরিকীর্ত্তন প্রচারার্থ কিছুই গ্রহণ করিতে পারিবেন না, তাহাতে একদিকে যেমন আমাদের ভোগের অর্থ আমাদেরই ভোগের ভাণ্ডারে থাকিয়া আমাদের ভোগের ইন্ধন যোগাইবে, আর একদিকে সাধুদিগকেও আমরা তেমনি ফল্গু প্রতিষ্ঠা (?) দিয়া ভোগা (?) দিতে পারিব ; আমরা লোকের কাছে বলিতে পারিব—'গৌড়ীয়-

মঠ কেমন অর্থে নিস্পৃহ, ব্যবহারিক গুরু-পুরোহিতগণের ন্যায় তাঁহারা অর্থাদির আকাঙ্ক্ষা করেন না, আমাদিগের ভোগের ভাগীদার না হইয়া আমাদিগকে ভোগে খুব সুবিধা দিয়া থাকেন!' এইরূপে বিষয়ীর ইন্দ্রিয়তর্পণ ও আর একদিকে আমাদের কল্পিত-ধারণার সাধুগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ (বিষয়ীর নিকট প্রতিষ্ঠাদি-প্রাপ্তি-দ্বারা) পরস্পর বেশ চলিতে পারিবে, তাহা হইলেই 'তুম্‌ভি চুপ, হাম্‌ভি চুপে'র স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

## উপরি-উক্ত মনোধর্ম্মিগণও শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা বুঝেন নাই—

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা ইঁহারা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরূপ বহির্ম্মুখতার ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিষয়ী বহির্ম্মুখগণের মঙ্গল করিবার পরিবর্ত্তে তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণে প্রশ্রয় দান করিয়া আপনাদিগকে কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখিনী জড়া প্রতিষ্ঠায় পুষ্ট করিতে চাহেন না; উহাতে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বলেন, এক বিষয়ীর ধন-কোষ, ভোগ ও ইন্দ্রিয়তর্পণ বৃদ্ধি করিয়া অপর বিষয়ীকে বঞ্চিত করা এবং বিষয়ীর অনর্থে আপনাদিগকে পরিপুষ্ট বা বিষয়ীর ইন্দ্রিয়তর্পণে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করা ভগবদ্ভক্তি নহে—উহা ভক্তিধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বিচার ও আচার।

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের যুক্ত বিচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠ শাস্ত্র ও সাধুগণের সঙ্গত বিচারানুসারে বলেন,—বিষয়ীর যেরূপ কৃষ্ণসেবা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ-নামকীর্ত্তনপ্রচারকে সঙ্কুচিত করিয়া তথাকথিত গুরু-পুরোহিত নামধৃক্ অপর প্রচ্ছন্নভোগি-বিষয়ীর ইন্দ্রিয়-তর্পণে অর্থের অপব্যয় অর্থাৎ অর্থের দ্বারা অনর্থ ক্রয় করিবার উপায় নাই, তদ্রূপ সেই অর্থ নিজের বা নিজের বহির্ম্মুখ তথাকথিত আত্মীয়স্বজনের ভোগে ব্যয় বা ব্যয় বন্ধ করিয়া নিজের ধনকোষ-বৃদ্ধিরূপ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ করিবারও উপায় নাই। উক্ত উভয়বিধ কার্য্য-দ্বারাই অনর্থ পরিবর্দ্ধিত হইবে। যাহা দ্বারা পরমার্থ পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ অকৈতব হরিকথা-প্রচারেই বিষয়ী তাঁহার যাবতীয় অর্থের সদ্ব্যবহার করিবেন। একমাত্র অকপট হরিকথা-প্রচারে অর্থানুকূল্য বা তজ্জন্য অর্থভিক্ষা ভোগী ও অনর্থ-গ্রস্ত জীবের কিংবা কর্ম্মমার্গীয় বা তদনুবর্ত্তিব্যক্তিগণকে দান বা তাহাদের নিকট প্রতিগ্রহ-স্বীকারের ন্যায় অনর্থময় কার্য্যবিশেষ নহে।

## অর্থের বা উপকরণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার কি ?

হরিকথা-প্রচারে যাঁহার যে উপকরণ আছে, তাহা নিযুক্ত করা ব্যতীত এই জগতের উপকরণ বা উপাদান-গুলির আর কোন শ্রেষ্ঠ সার্থকতাই থাকিতে পারে না। অর্চ্চন-ক্রিয়া কেবল নিজতাৎপর্য্যপর হওয়ায় সেখানে

বরং প্রচ্ছন্নভাবে ভোগপ্রবৃত্তি প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু যেখানে কোন অকৈতব গৌরজনের আনুগত্যে অকৈতব হরিকথা-কীর্ত্তনের অনুশীলন হয়, সেখানে কাহারও ব্যক্তিগত ভোগ বা ত্যাগের অবসর না থাকায়, তাহাতেই সর্ব্ববিধভাবে আনুকূল্য-দ্বারা কি বিষয়ী, কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ, কি গৃহস্থ, সকলেরই বাস্তব মঙ্গল হইতে পারে।

## শ্রবণের অভাবেই শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা বাস্তব-সত্য-সম্বন্ধে জগতের লোকের ভ্রান্তি

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিষয় সহিষ্ণু হইয়া শ্রবণ ও গভীর-ভাবে অকপট সত্যানুসন্ধিৎসার সহিত তলাইয়া না দেখায় এইরূপ নানাপ্রকার ভুল বুঝিয়াই অনেকে 'সব বুঝিয়া ফেলিয়াছি' মনে করিয়াছেন।

## শ্রবণবঞ্চিত জগতের শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে অন্যান্য মনোধর্ম্ম

কেহ বুঝিয়াছেন,—'শ্রীগৌড়ীয় মঠ বৈষ্ণবধর্ম্মকেই খুব বড় ও অন্যান্য মতকে ছোট করিয়া দিতেছেন।' কেহ মনে করেন,—"আধুনিক কালের অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শতকরা শতসংখ্যক সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় গৌড়ীয়-মঠ কেন 'সকল ধর্ম্মই সমান' এই মত প্রচার করেন না? গৌড়ীয়মঠ শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার না করিয়া অন্য মত প্রচার

করিলেও ত' পারেন? বৈষ্ণবধর্ম্মই যে একমাত্র ধর্ম্ম, আর কোন ধর্ম্ম 'ধর্ম্ম' নহে, তাহা ত' হইতে পারে না। বৈষ্ণবধর্ম্মের উপরই বা গৌড়ীয়মঠের একটা একঘেয়ে আসক্তি কেন?"

## মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি-সংরক্ষণের যুক্তি

যে নিজে নাচিতে জানে না, সে কিছুতেই নিজের নাচার দোষ স্বীকার করিতে চাহে না; যতকিছু দোষ হয় উঠানের! সেই 'নাচিতে না জানাটা' ও উঠানের প্রতি দোষারোপের প্রবৃত্তিটা' যখন ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে ব্যাপ্ত হয় এবং মাঝে মাঝে সেই প্রবৃত্তি যদি সমষ্টির মধ্যস্থিত কোন নায়কের দ্বারা অধিকতর উত্তেজিত হয়, তখন সমষ্টি বা ব্যষ্টি নিজের ভ্রমের দিকে সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া পড়ে। অনেকে যুক্তি দিয়া বলেন,—"ভ্রম একজনের, দুইজনের হইতে পারে; তাই বলিয়া ভ্রম কি রাজ্যব্যাপী সকল লোকেরই হইবে? আর ধরিলাম না হয়, সকল লোকেরই ভ্রম হইল, কিন্তু কত কত মহাপুরুষ, মহাজ্ঞানী—যাঁহাদিগকে জগতের সকল লোকই একবাক্যে মানে, তাঁহাদিগেরও কি ভ্রম হইয়াছে? আর গুটীকয়েক তোমরাই কেবল অভ্রান্ত আছ?"

## ভ্রান্তি কিরূপে সমষ্টিগত ও জগতের প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্যক্তিতে সম্ভব হয়?

এই কথাগুলির উত্তর খুব সহিষ্ণুভাবে শুনিবার যোগ্যতা মায়াদেবীর বঞ্চনায় আমাদের অনেকেরই নাই;

কারণ একটুকু শুনিতে আরম্ভ করিলেই সেই "কুকুরের লেজ আবার যেই সেই"—সেই গণবাদের মোহ—সেই গণবাদের পূজ্য প্রতীকের মোহ আসিয়া পুনরায় আমাদিগকে "যথা পূর্ব্বং তথা পরং" করিয়া তোলে।

'ভ্রম' যে কেবল ব্যষ্টিগতই হইবে, সমষ্টিগত হইবে না, তাহা কে বলিল? এই জগতের ভ্রমগুলি অধিকাংশই সমষ্টিগত। মায়াদেবী আমাদিগের প্রায় শতকরা শতজনকে এই জগৎ ভোগ করিবার প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া আমাদের সমষ্টিগত ভ্রমই প্রমাণিত করিয়াছেন। এই সমষ্টিগত ভ্রমের যোগ্যতানুযায়ী শাস্ত্র ও মহাজনেরও অভাব নাই। বিরোচন, শুক্রাচার্য্য, কণাদ, গৌতম, জৈমিনী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সমষ্টির নিকট কত বড় বড় নামজাদা 'মহাজন' বলিয়া প্রচারিত। সমষ্টিগত বহির্ম্মুখতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবার জন্য যুগে যুগে কত বিমুখশাস্ত্রের প্রচার হয়। ঐ সকল সংখ্যাধিক্যের চাপে ও মোহে পড়িয়া যাঁহারা বুদ্ধি হারাইয়া ফেলেন, তাঁহারা কোন্‌টী বাস্তব সত্য, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা অকৈতব সত্যানুসন্ধিনী বুদ্ধির খেই হারাইয়া অবশেষে একটা গোঁজামিল দিয়া বলেন,—"সবই সমান, সবই ঠিক"।

## 'সকলধর্ম্মই—সমান', এই প্রচলিত গণমতের সমালোচনা

যাঁহারা দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মের মধ্যে যে

পার্থক্য, তাহা সহিষ্ণু ও অকপট হইয়া বিচার করেন না, তাঁহারা যে 'সকল ধর্ম্মই সমান' বলিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? দেহধর্ম্মও যাহা, আর আত্মধর্ম্মও তাহা বলিলে কি নিত্যানিত্য বিচারে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাইল না? আমরা সকলেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া জানি, সাধারণ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাই, দেহ ছয়প্রকারের বিকারের অন্তর্গত; কিন্তু শাস্ত্র বলেন—আত্মার সেই সকল বিকার নাই। বৃদ্ধি, ক্ষয়, জরা প্রভৃতি ধর্ম্ম দেহের; ঐ সকল ধর্ম্ম আত্মার নহে। কিন্তু আত্মার আলোচনা করিলে বা আত্মার ধর্ম্মের কথা বলিলে যাঁহারা দেহ-ধর্ম্মের আলোচনা লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা বলিবেন,—"যাঁহারা আত্মধর্ম্মের কথা বলেন, তাঁহারা কী সাম্প্রদায়িক! সাম্প্রদায়িকতা-মূলে ইঁহারা আত্মাকে সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত বলেন, আর দেহকে সর্ব্বদোষের আকর বলিয়া সাব্যস্ত করেন! আমরা কত উদার, কি সুন্দর সমন্বয়-কারী, আমরা বলি দেহ ও আত্মা উভয়ের ধর্ম্মই সমান, উভয় ধর্ম্মই এক; এক ধর্ম্ম বড়, আর একধর্ম্ম ছোট,—ইহা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা। আমরা সাম্প্রদায়িক নহি। শরীরের অনুশীলনও যাহা, আত্মার অনুশীলনও তাহাই। কারণ শরীরের অনুশীলনের সম্বন্ধেও ত' শাস্ত্রেরই আদেশ আছে—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং ইত্যাদি। আর বিরোচন, শুক্রাচার্য্য, চার্ব্বাক প্রভৃতি কত বড় বড় লোক আমাদের এই বাক্যের সমর্থক!"

## সমষ্টিগত ভ্রম কিরূপে অধিকতর পুষ্ট হয় ?

মহামায়ার দুর্গে—যেখানে এইরূপ সমষ্টিগত ভ্রম নৃত্য করিতেছে, সেখানে তথাকথিত সমন্বয়বাদের আরও কালোচিত যুক্তি, উপমা, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি ফলপুষ্পদ্বারা সুশোভিত ও গণমনোরঞ্জক হইয়া তাহা যে বিশ্বগ্রাসি-ভ্রম উৎপন্ন করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উপর শ্রীগৌরসুন্দর এই সুকঠিন কার্য্যের ভার প্রদান করিয়াছেন যে,—"এই বিশ্বগ্রাসী ভ্রম বিদূরিত করিতে হইবে—লোককে অকৈতব আত্মধর্ম্মের কথা শ্রবণ করাইতে হইবে ; লোকের দ্বারা—গণমতের দ্বারা সহস্রভাবে আক্রান্ত হইয়াও—গণমতপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষারূপা প্রতিষ্ঠাকে বিসর্জ্জন দিয়াও তাহার মধ্যে যে-সকল সুকৃতিব্যক্তি আছেন, তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে—ভাগবতধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।"

---

# ষষ্ঠ প্রসঙ্গ

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে প্রচার-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন। অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সত্য-বরণের কথাই শ্রীমদ্ভাগবতের ধর্ম্ম।

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে ব্যতিরেক-প্রণালী অধিক দৃষ্ট হয় কেন?

উত্তম স্থপতি কি করেন? কোনও উত্তম সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইলে জীর্ণ, পতনোন্মুখ কিংবা নিকৃষ্ট উপকরণে নির্ম্মিত গৃহ বা ভিত্তির উপর তিনি তাহা নির্ম্মাণ করেন না; পরন্তু জীর্ণ বা নিকৃষ্ট উপকরণ-গঠিত ভিত্তি, ধ্বংসাবশেষ কিংবা ভগ্নপ্রবণ গৃহাদিকে সম্পূর্ণরূপে উন্মূলন-পূর্ব্বক ঐস্থানে নূতন সুদৃঢ় উপকরণে ভিত্তি সংগঠন এবং তাহার উপর সুশোভন সৌধের পত্তন করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উপর বর্ত্তমানে সেই কার্য্যটীর ভার পড়িয়া যাওয়ায় গৌড়ীয়-মঠের ব্যতিরেক ভাবে প্রচার-প্রণালীই আপাতদৃষ্টিতে অধিক দৃষ্ট হইতেছে।

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যের তুলনা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাথমিক প্রচার-কার্য্যটী যেন ভক্তিকল্প-বৃক্ষের মধ্যমূল শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর গোবর্দ্ধনে গোপাল উদ্ধারের

স্থায়। অনেক দিন ধরিয়া ভক্তিপথে যে-সকল বনজঙ্গল, উঁইয়ের ঢিপি, মাটীর স্তূপ, ঝোপ এবং তথায় যে বিষাক্ত সাপের বাসা প্রভৃতি হইয়া রহিয়াছে, তাহা শাস্ত্রবাক্য, সিদ্ধান্ত-বাক্যরূপ কুঠারি-কোদালিদ্বারা পরিষ্কার করিয়া (এই কার্য্যে "গ্রামবাসী"কেও—বিশ্ববাসীকেও সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে * ) গোবর্দ্ধন (যেখানে 'গো' অর্থাৎ 'বাণী' বর্দ্ধন হয়—কেবল কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রসার হয়, এইরূপ উচ্চস্থানে )-পর্ব্বতে শ্রীগোপাল ( ইন্দ্রিয়ের পালক—সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ের সেব্য বস্তু )-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। কুঠারি-কোদালির দ্বারা 'দ্বার' করা কার্য্যই লোকের নিকট 'অপরকে আক্রমণ' এবং গ্রামবাসীদিগকে হরিসেবায় প্রণোদন বা আহ্বানই জড়তাপ্রিয় বা ভোগ-ত্যাগপ্রিয় জগতের নিকট 'গৌড়ীয়মঠ-কর্ত্তৃক লোকদিগকে নিজমতে আনয়ন বা প্ররোচন' প্রভৃতি বলিয়া প্রতীত হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উৎসব—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূট-মহামহোৎসব সকলই

---

* প্রাতঃস্নান করি' পুরী গ্রাম-মধ্যে গেলা।
সব লোক একত্র করি' কহিতে লাগিলা॥
গ্রামের ঈশ্বর তোমার—গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছে, চল, তাঁ'রে বাহির যে করি॥
কুঠারি কোদালি লহ দ্বার করিতে।
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ, নারি প্রবেশিতে॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ )

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর লুপ্তগিরিধারী-প্রতিষ্ঠার উৎসবের ন্যায় কীর্ত্তন-দেবতার ( গিরি অর্থাৎ কীর্ত্তনে যাঁহার অবস্থান, সেই দেবতার ) প্রতিষ্ঠা, শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য ; উহা বারোয়ারীর ভোগ-ত্যাগের আমোদ-আহ্লাদ-স্ফূর্ত্তির জন্য নহে।*

## রাইকানুর প্রেম প্রচারের জিনিষ নহে, তাহা নিত্যসিদ্ধ বস্তু

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান-কার্য্য ভক্তিপথের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া ভক্তিদেবতার অন্বেষণ। 'রাইকানুর প্রেম' জিনিষটা হাটে, ঘাটে, মাঠে, সংবাদপত্রে, অধিকারি-অনধিকারি-নির্ব্বিশেষে প্রচারের জিনিষ নহে। তাহা স্বভাবসিদ্ধ—নিত্যসিদ্ধ বস্তু ; আবর্জ্জনা বিদূরিত হইলে, গুণ্ডিচা মার্জ্জিত হইলে, আসন প্রস্তুত হইলে, তাহা

---

* নবশত ঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণ গায় গীত॥
কেহ গায়, কেহ নাচে, মহোৎসব হৈল।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল॥
ভোগ-সামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত।
নানা উপহার তাহা কহিতে পারি কত॥
তুলসী আদি পুষ্প, বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী কৈল অভিষেক॥

( চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ )

স্বভাবতঃই স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়, সদ্‌গুরু তখন সেই পরম সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিবিশেষকে তাঁহার অভীষ্ট-সেবায় সাহায্য করেন।

## রাইকানু-প্রীতিকে (?) 'হাট-বাজারের জিনিষ' করিবার মূলে ভোগ-প্রবৃত্তি

যাঁহারা রাইকানুর প্রীতিকে তাঁহাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাদের সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে অপর ইন্দ্রিয়তর্পণামোদি-সমাজের নিকট প্রচার করিয়া নিজেদের দগ্ধোদর-পূর্ত্তি বা প্রতিষ্ঠা-র্জ্জনের যূপকাষ্ঠে কৃষ্ণপ্রীতিকে (?) বলি দিবার চেষ্টা দেখাইতেছেন। তাহাতে সমাজের সমূহ অহিতসাধন হইতেছে—কৃষ্ণবিমুখতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে।

## এই জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠ বলেন, আগে গুণ্ডিচা মার্জ্জিত হউক, গুণ্ডিচা মার্জ্জিত হইলে সেখানে নির্ম্মল সুশীতল সিংহাসনে পুরুষোত্তমবাদের প্রতিষ্ঠা হউক, তাহা হইলেই শ্রীগৌর-জনের প্রদত্ত চক্ষুতে সেখানে সুন্দরাচলের দেবতা বংশীবদন শ্যামসুন্দরের দর্শন হইবে, কীর্ত্তনদেবতা গোবর্দ্ধন-গিরিধারীকে 'গোপীজনবল্লভ' বলিয়া দর্শনের চক্ষু পাওয়া যাইবে।

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রথম কার্য্য,—গুণ্ডিচামার্জ্জন, পুরুষোত্তমবাদ-প্রতিষ্ঠা

প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদের দ্বারা আক্রান্ত, ধূলি-কঙ্কর-আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ, যেখানে পুরুষোত্তমবাদই প্রতিষ্ঠিত নহে, সেখানে রাইকানুর প্রীতির কথা প্রচার 'ফাজ্‌লামী' মাত্র। এইরূপ অসুবিধায় মানবজাতি যাহাতে পতিত না হয়, তজ্জন্যই অসুর-মোহনাবতার শঙ্করাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুভগবানের দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করের মঙ্গলকারক উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অনেকে মোহিত হইয়া পড়িলেন। এজন্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠ যাহাতে জগতে সর্ব্বাগ্রে পুরুষোত্তমবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য পঞ্চরাত্র ও কীর্ত্তনের সমন্বয়বিচার প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা আত্মার মঙ্গল অপেক্ষা যোগক্ষেমের আপাত-মঙ্গলকে আপাতদৃষ্টিতে অধিক আপাত-মনোরম ও আপাত-প্রয়োজনসাধক দেখিয়া বরণ করেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মঙ্গলময় উৎসবের উদ্দেশ্য বুঝিবার মতি হারাইয়া ফেলেন।

## বহির্ম্মুখ গণগড্ডলিকার অনুমোদিত সাধু হওয়া খুব সোজা

'সাধু'র প্রতিষ্ঠার হার গলায় বরণ অতি সোজা, তাহা যে-কোন সময়েই হয়, কএকদিন রৌদ্রবৃষ্টিতে উন্মুক্ত আকাশের তলায় থাকিতে পারিলেই অনেকে "সাধু

বাবা” বলিয়া সম্বোধন করিতে আসেন। একটী ঝাঁপ বাঁধিতে পারিলেই, দুই একদিন লোক দেখাইয়া নিরাহারে বা ফলাহারে থাকিলেই সাধুর প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়; লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাজাত মনোধর্ম্মের যে-কোন প্রলাপ অবাধ-গতিতে চলিতে দিয়া নিজে মৌন থাকিলেই ইন্দ্রিয়-তর্পণপর সমাজ তাহাদের যথেচ্ছাচারিতার কোন প্রতিবন্ধক নাই দেখিয়া এবং তাহারা ঐরূপ মৌন থাকিতে অপারক বলিয়া তাহাদের সামর্থ্যের যাহা বিপরীত, সেইরূপ ‘সার্কাস্’-প্রদর্শনী-বিশেষের অভিনয়কারীকে ‘সাধু’ বলিবার জন্য কোটিকণ্ঠে উন্মুখ হয়।

## বহির্ম্মুখগণবাদের প্রদত্ত জড়া প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীগৌড়ীয়মঠের হরিতোষণ ও লোক-কল্যাণ

লোকের সাধু-সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার ইন্দ্রিয়তর্পণ যাহাতে হয়, তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া অর্থাৎ গণ-গড্ডলিকার নিকট হইতে ‘সাধু’ বলিয়া প্রশস্তি পাইবার পরিবর্ত্তে ‘অসাধু’ বা ‘সাধুর বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী’রূপ নিন্দার পর্ব্বত স্কন্ধে বরণ করিয়াও লোকের আত্যন্তিক কল্যাণসাধন এবং হরিতোষণ-প্রবৃত্তি একমাত্র গৌর-নিজ-জন বা একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ ও তদভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ ব্যতীত অপরে সম্ভব নহে।

## বহুরূপিণী মায়ার চেষ্টা ব্যর্থ করিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বহুরূপ কৌশল বিস্তার—

বঞ্চনা-মায়াবিনীর হস্ত হইতে জীবকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ শত শত কৌশল আবিষ্কার করিতেছেন। বঞ্চনা-ডাইনী জীবকে যতপ্রকার পুষ্পিত প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া মঙ্গলের পথ হইতে সরাইবার কৌশল-জাল আবিষ্কার করিতেছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই সকল কৌশলজালকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য আবার নূতন কৌশলের উদ্ভাবন করিতেছেন—

সবা' নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা' নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭।৩৮)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ও বিভিন্ন সময়ে নানা-প্রকার অনুষ্ঠানাদি মায়ার স্রোতে ভাসমান গণগড্ডলিকার উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন কৌশল।

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রণালী বাস্তবকার্য্যকরী প্রণালী, উহা কৃত্রিমতা বা কল্পনাময় নহে;

### উদাহরণ:—

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কেবল প্রচলিত-ধর্ম্মের ধারণায় বা কৃষ্ণে ঐকান্তিকী প্রীতিহীন একঘেয়ে ধর্ম্মের ধারণার স্রোতে লোকের জীবন-গতিকে প্রবাহিত করিতে বলেন না,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের প্রতি কার্য্য, প্রতি চিন্তা, প্রতি পদক্ষেপ, দৈনন্দিন প্রত্যেক কৃত্যকে প্রকৃত বাস্তব আত্মোপকার ও পরোপকারের পথে বাস্তব ঐকান্তিক অনুষ্ঠান ও অনুশীলনের দ্বারা পরিচালিত করাইবার সাক্ষাৎ আচরণময় আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক ব্যক্তি আপাত-দৃষ্টিতে সাংসারিক অন্যান্য ব্যক্তি-গণের ন্যায় সকল কার্য্যই করেন; তাঁহারা মৌন থাকেন না, বুজরুকী দেখাইতেও বসেন না, 'নগ্নদেহে থাকিলেই সাধুতা হয়' বিচার করেন না; বা গাঁজা-তামাক, পান, তাস-পাশা, চা-চুরুট, সিল্কের গেরুয়া-কৌপীন, কাট্‌লেট্‌, মাম্‌লেট্‌ও ব্যবহার করেন না; তাঁহারা বাহিরে জাগতিক লোকের ন্যায় বা তদপেক্ষা অধিক প্রবৃত্তের চেহারায় কৃষ্ণ ও নিবৃত্ততর্ষ কার্ষ্ণগণের অকৈতব ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রবৃত্ত থাকেন; তাঁহাদের নিবৃত্তের চেহারা কৃষ্ণসেবা হইতে নিবৃত্তি নহে, কৃষ্ণেরই ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের বাধক ব্যাপারসমূহ হইতে নিবৃত্তি মাত্র। সুতরাং যাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তি প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের আচার ও বিচার হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচরণ সর্ব্বতোভাবে পৃথক্।

## তথাকথিত শান্তি বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণই প্রচলিত ধর্ম্ম-সমূহের প্রচলিত ধারণার লক্ষ্য

কৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ যে-যুগে ভোগ

ও ত্যাগের আদর্শে নির্ব্বাচিত করিয়া—কোনও না কোন আকারে 'শান্তি', 'আনন্দ' প্রভৃতির অন্বেষণের নামে অকৈতব কৃষ্ণানুসন্ধান পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক একমাত্র সম্ভোগ-বাদই 'ধর্ম্ম' বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, সেই যুগে শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক ব্যাপারে ছলনা-রহিত কৃষ্ণের অনুসন্ধান শিক্ষা দিতেছেন।

লোকের ধারণা—আত্মশান্তিই ধর্ম্মের লক্ষ্য, জগতের লোক নানাপ্রকার অশান্তির আগ্নেয়গিরির উৎপাতে তাপিত, শঙ্কিত, বিচলিত; অশান্তির সাময়িক নিবৃত্তি বা অশান্তিকে সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার চেষ্টাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম। লোকের ধারণা—ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন প্রকারে অশান্তিকে ভুলাইয়া রাখিয়া ভোগে ত্যাগে শান্তি খুঁজিবার স্থান-বিশেষ।

## অকপট শ্রীচৈতন্যদাসগণ তথাকথিত শান্তির অন্তরে প্রচ্ছন্ন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা লক্ষ্য করিতে পারেন

শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরূপ দেহ-মনের শান্তি বা ঐরূপভাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির শান্তির অনুসন্ধানপর ধর্ম্মের প্রচারক নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত।

কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সেবা-কামনা ব্যতীত নিজেন্দ্রিয়ের কোন কামনা না করায় স্বভাবতঃই শান্ত, তাঁহার শান্তির অনুসন্ধানের কোনও আবশ্যক নাই। অশান্ত ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামীর 'শান্তি'-অনুসন্ধান—কেবল নিজের সুখানুসন্ধান মাত্র, তাহাতে কৃষ্ণের সুখানুসন্ধান-চেষ্টা বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই, তাহা কৈতব-পূর্ণ, হেতুময়। জগতের লোকের ধর্ম্ম-চেষ্টা এই হেতুমূলে জাত। জগতের লোক নিজেন্দ্রিয়তর্পণময় হেতুর অভিসন্ধিযুক্ত 'ধর্ম্ম' বা তাহার অনুশীলনকারী ধার্ম্মিক বলিয়া বড়াই করেন, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠ সর্ব্বকৈতবনির্ম্মুক্ত ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলনকারিরূপে ঐরূপ চেষ্টাকে নিজসুখ-চেষ্টা বা সম্ভোগবাদ-ব্যতীত আর কিছুই বলেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিজের ভজনরূপ কৃষ্ণানুশীলন বা পরোপকার-চেষ্টা কোনটিই ঐরূপ হেতুমূলে জাত নহে বলিয়া গৌড়ীয়মঠ তথাকথিত সমন্বয়বাদীর ন্যায় দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের সহিত আত্মধর্ম্মের গোঁজামিল দিতে পারেন না।

## অহৈতুক ভগবদ্ভক্তি বা আত্মবৃত্তি ও হৈতুক মনোধর্ম্ম—এক নহে

কপিলাবাস্তুর রাজকুমার শ্মশানে শব লইয়া যাইতে দেখিয়া রাজসিংহাসন চরণে ঠেলিয়া ভিখারী সাজিয়াছিলেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে অক্ষয়কীর্ত্তি ও অর্দ্ধেক জগদ্ব্যাপী তাঁহার অনুগতাভিমানী ব্যক্তি পাইয়াছিলেন। শুনা যায়, বজ্রাঘাতে কোনও ব্যক্তিকে মৃত্যুকবলে পতিত হইতে দেখিয়া মনীষী

মার্টিন লুথার ধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণপূর্ব্বক পাশ্চাত্য দেশের বিরাট্ লোকসঙ্ঘকে তাঁহার মতের পতাকা-তলে আনিয়াছিলেন। শুনা যায়, চারিবৎসর-বয়স্ক থিয়োডোর পার্কার একটি কূর্ম্মকে প্রহার করিতে গিয়া তথাকথিত বিবেকের গূঢ় কার্য্য দর্শনে ধর্ম্মোন্মুখী হইয়াছিলেন, শুনা—যায় রাজা রামমোহন রায় নিজ জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগন্মোহনের সহধর্ম্মিণীর সহমরণব্যাপার দর্শন করিয়া প্রচলিত ধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু নিরপেক্ষ চেতনে-বিচারের তৌলদণ্ডে পরিমাপ করিলে ঐসকল চেষ্টায় বিভিন্ন পার্থিব হেতুর গন্ধ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের চেষ্টায় ঐরূপ বিচার নাই। ভগবৎসেবা আত্মার অহৈতুকী, অপ্রতিহতা বৃত্তি। জাগতিক অভাব, অসুবিধা, অশান্তি-বিদূরণ কিংবা শান্তির কামনা-মূলে যে লৌকিক ও সামাজিক ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উদিত হইবার আদর্শ দৃষ্ট হয়, তাহাতে ন্যূনাধিক প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির আদর্শ অনুস্যূত থাকে। তাহা ন্যূনাধিক সন্তোগবিচারময়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত অহৈতুক ভক্তিধর্ম্মই একমাত্র কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপর—নির্ম্মল ও নির্ম্মুক্ত আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা ও বৃত্তি। সমগ্র জীবকে তাহাদের ঐ স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে অবস্থিত হইবার সন্ধান-প্রদান—তাহারা যে কথা তথাকথিত ধর্ম্মের পারিপার্শ্বিক আদর্শ বা নিজের বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন ভুলিয়া রহিয়াছে, সেই বাস্তবসত্যের কথাটী

জাগাইয়া দেওয়াই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য। সেই কার্য্যে একমাত্র কৃষ্ণের সুখ-চেষ্টা উদিত হইবে, এই অকপট অভিলাষ-ব্যতীত অন্য কোন ইতর-বাঞ্ছার লেশমাত্রও নাই।

## মনোধর্ম্মের মধ্যে যেরূপ পরস্পর মতভেদ, সেই-রূপই কি বহু মনোধর্ম্মের সহিত একমাত্র আত্ম-ধর্ম্মের বিচার-ভেদ ?

যাঁহারা হৈতুক-ধর্ম্মের প্রচারক, সংস্কারক প্রভৃতি নামে প্রচারিত, যাঁহারা জাগতিক সুখ-সুবিধা, দেশের ভোগ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধিরূপ জীবের দৈহিক বা মানসিক দুঃখের প্রতীকারের চেষ্টামাত্র (বাস্তবিক আত্যন্তিক প্রতীকার নহে) * হরি-বিস্মৃতির কার্য্যগুলিকেই 'ধর্ম্ম' (তাৎকালিক 'ধর্ম্ম' বটে) বিচার করিয়া জীবের ঐকান্তিক ও নিত্য পরোপকার ও আত্মবৃত্তি কৃষ্ণভক্তির সহিত সমন্বয় বা ভক্তিকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্য অপেক্ষাও অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া সম্ভোগবাদকেই 'ভক্তি' বলেন, তাঁহাদের বিচারের সহিত আত্মধর্ম্মের অকৈতব বিচার কখনই এক হইতে পারে না। মনোধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মিগণের মধ্যে যে পরস্পর আপাত বাদ-প্রতিবাদ, মতভেদ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে

---

* গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু দুঃখতন্ত্রেষ্বতন্দ্রিতঃ।
কুর্ব্বন্ দুঃখপ্রতীকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী॥
(ভাঃ ৩।৩০।৯)

কোনটীও আত্মধর্ম্মের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া পরিণামে তাহারা সকলই একাকার হইয়া যায়। কিন্তু আত্মধর্ম্ম মনোধর্ম্মের পরিবর্ত্তনশীল মতবাদের সহিত যে বিচার-পার্থক্য স্থাপন করে, তাহা তদ্রূপ নহে। আত্মধর্ম্মের বিচার নিত্যকালই অপরিবর্ত্তনীয়, অহৈতুক ও অকৈতব।

---

# সপ্তম প্রসঙ্গ

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরোপকার-প্রণালী

শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরোপকার ও ভজন-প্রণালী শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে। শ্রবণ-কীর্ত্তনেই একমাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ অনুশীলন হয়, কীর্ত্তন শ্রবণ-শাসিত হইলেই সেখানে কোনও প্রকার সম্ভোগ-চেষ্টা আসিতে পারে না। যাহাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপা যায়, তাহাকে অন্যান্য চেষ্টায় পূজা করা যায়; কিন্তু যাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অতীত, অথচ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের একমাত্র সেব্য, যাহা অধোক্ষজ, তাহার শ্রবণ-কীর্ত্তন ও তদধীন স্মরণ ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষাদনুশীলন নাই। এই শ্রবণ-কীর্ত্তন বিস্তারের জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের আকাশ-পাতাল আলোড়নময়ী সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা।

## অন্বয়ভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

অসৎসঙ্গের অন্ধকূপহত্যার কারাগৃহ হইতে রক্ষা করিয়া সর্ব্বদা পরমমুক্ত বা অকৈতব হরিকীর্ত্তনময় সৎসঙ্গের মুক্ত বায়ুতে ও দুর্গে বাসস্থান প্রদানপূর্ব্বক সার্ব্বকালিক হরি-সেবাময় জীবন-যাপন ও অপ্রাকৃত সৎশিক্ষার বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগদান।

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরোপকার-প্রণালী ও সাধারণ-ভ্রমোত্থ তথাকথিত পরোপকারপ্রণালীর মধ্যে পার্থক্যের দৃষ্টান্ত ঃ—

শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পরোপকার-প্রণালী প্রচলিত ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রণালী নহে। মনে করুন, রাস্তার পার্শ্বে একটি গলিতকুষ্ঠরোগী পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছে। স্থূল দেহের সুখদুঃখেই যাঁহার নিজের সকল বৃত্তি কেন্দ্রীভূত, তিনি 'কর্ম্মবীর' আখ্যায় আখ্যাত হইয়া ঐ গলৎকুষ্ঠরোগীর দেহের যন্ত্রণার কিয়দংশ তাঁহার নিজ স্থূল শরীরেরই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় মনে বিশেষভাবে অনুভব করিলেন এবং ঐ গলৎকুষ্ঠরোগীর ঐ রোগ বিদূরিত করিবার চেষ্টা দেখাইয়া তাঁহার নিজের মনকে—যাহা অপরের ব্যথার খানিক অংশ বরণ করিয়া লইয়াছে, সেই মনকে, তৃপ্ত করিবার জন্য গলৎকুষ্ঠরোগীর শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার দুঃখভারাক্রান্ত মনের দুই ভাবে তর্পণ হইল,—প্রথমতঃ সমশীলের বা সমজাতীয়ের জন্য সমবেদনায় ভারাক্রান্ত 'উপকর্ত্তা'-অভিনেতার মন গলৎকুষ্ঠরোগের ধ্যানে যে সূক্ষ্ম কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, সেই সূক্ষ্ম রোগের উপশম-চেষ্টা রূপ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার অবসর পাইলেন ; দ্বিতীয়তঃ সেই সূক্ষ্ম কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মনের উপর জগতের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রশস্তি বা প্রতিষ্ঠার প্রলেপ তাঁহার মনের অধিকতর তর্পণ বিধান করায় সেই উপকর্ত্তার অভিনেতা দেহের

পরিচর্য্যাকেই 'পরমধর্ম্ম' মনে করিয়া লইলেন। তিনি নিজে অত্যন্ত দেহাসক্ত, দেহ ব্যতীত সুখের অন্য কোন যন্ত্র বা উপকরণের অস্তিত্ব তাঁহার তাৎকালিক অস্মিতায় নাই; আর তাঁহার যোগ্যতায় বা অধিকারে অপর দেহের প্রতি তাঁহার নিজ দেহাসক্তিকে যদি লম্বিত বা বিস্তৃত (project) করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তিনি কেবল নিজের দেহের প্রতিই আসক্ত হইয়া পড়িবেন। তাঁহার নিজের দেহাসক্তিকে কেবল নিজের চৌদ্দ পোয়ায় কেন্দ্রীভূত না করিয়া উহা বহু চৌদ্দপোয়ায় বিস্তৃত করাইয়া তাঁহার ঘনীভূত দেহাসক্তিকে কিঞ্চিৎ শিথিল করিবার জন্য শাস্ত্র কেবল তাঁহারই অধিকারোচিত এরূপ সৎকর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়াছেন।* কিন্তু তিনি যদি মনে করেন (ভ্রমবশতঃ এইরূপ মনে করাও তাঁহার দেহাসক্তি-রোগের একটি লক্ষণ) যে, ইহাই সকলের ধর্ম্ম, ইহাই গলৎকুষ্ঠরোগীর রোগ দূর করিবার একমাত্র প্রণালী—যেহেতু ইহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও দেহের ন্যায় স্থূল, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত পরোপকারের আদর্শ—যাহা তাঁহার অধিকারে, তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত বা যাহা তাঁহার স্থূল বুদ্ধিতে উপলব্ধির বিষয় হয় না, সেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইলেন।

---

* ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥
(গীঃ ৩।২৬)

## কর্ম্মবীরের প্রণালীর স্থায়িত্ব-বিচার

আচ্ছা দেখা যাক, উচ্চহৃদয় কর্ম্মবীরের ঐরূপ উপকার-প্রণালী-দ্বারা রোগী কতটা নিরাময় হইলেন। কর্ম্মবীর কুষ্ঠরোগীর রোগ উপশমনের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, এমন কি রোগীর সেবা করিতে গিয়া নিজের মানসিক সূক্ষ্ম রোগটীকে অনেক সময়ে নিজের শরীরে পর্য্যন্ত স্থূলভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেহাসক্ত লোকের নিকট হইতে অনেক প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। হয়ত' পরোপকারীর ঐরূপ বহু চেষ্টা-সত্ত্বেও ঐ গলৎকুষ্ঠরোগীর রোগ সারিল না, কিংবা হয়ত' রোগ কিছুকালের জন্য নেপথ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিল, কিংবা ঐ রোগ চলিয়া গেলেও "শরীরং ব্যাধি-মন্দিরম্" ন্যায়ানুসারে ব্যাধিমন্দির নিসর্গবশতঃই আরও নূতন নূতন রোগ ডাকিয়া আনিল। ফল বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে যাহাই হউক, ঐরূপ পরোপকার-প্রবৃত্তি দেখাইতে যাওয়ায় পরোপকারের প্রতিষ্ঠাকামী কর্ম্মবীর জগতের শতকরা শত-খ্যক ব্যক্তির নিকটই অভিনন্দনের উপঢৌকন প্রাপ্ত হইলেন। ঐ গলৎকুষ্ঠরোগী যতক্ষণ কর্ম্মিমহাশয়ের চক্ষুর সম্মুখে ছিল, ততক্ষণই কর্ম্মিমহাশয়ের প্রাণ রোগীর স্থূলদেহের দুঃখে বিগলিত হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার স্থূলৈকসর্ব্বস্ববিচারে স্থূলভাবে রোগীর রোগ প্রতিকারার্থ যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ গলৎকুষ্ঠ ব্যক্তি উপকারীর স্থূল চক্ষুর যবনিকার অপর দেশে গত হইলে কর্ম্মফলবশতঃ বা কর্ম্মবীজ বাসনার নিবৃত্তি

না হওয়ায় সে ঐরূপ স্থূল গলৎকুষ্ঠ রোগ হইতে কোটিগুণ তীব্র ও অসংখ্যগুণ দীর্ঘকালস্থায়ী যে-সকল নরক-যন্ত্রণা বা ক্লেশ ভোগ করিবে, তাহা ঐ 'পরোপকারী' অভিমানী কর্ম্মবীরের স্থূল চক্ষুর বিষয়ীভূত না হওয়ায় তিনি সেই দুঃখকে তাঁহার অপ্রত্যক্ষ বলিয়া কোন সময় উহার অস্তিত্বকেই একেবারে উড়াইয়া দিয়া গলৎকুষ্ঠরোগীর প্রতি যে ভীষণ নিষ্ঠুরতা দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পরোপকার-প্রবৃত্তি ভীষণ দাবানলে একটি বারিবিন্দুনিক্ষেপমাত্রেরই উদাহরণ হইল; কিংবা সেই কর্ম্মবীরের হস্ত, প্রতিভা, শক্তি, সামর্থ্য কুষ্ঠরোগীর ভাবী কর্ম্মফলভোগের যন্ত্রণার মধ্যে পৌঁছিতেই পারিল না। কাজেই ঐ যে কর্ম্মবীরের এত গৌরব, এত প্রতিষ্ঠা, এত প্রযত্ন, উহা কেবল বালকের মত অপর বালকের আপাত-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বিধানের চেষ্টা-মাত্র হইল। তাহা পরিণামের দিনে প্রকৃত বাস্তবসুখসম্বল সংগ্রহ করাইতে পারিল না। বালকের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী স্নেহময়ী মাতা বা স্নেহময় পিতা কিন্তু বালকের আপাত-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির দিকে না তাকাইয়া—তাহার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে বাধা দিয়াও বালকের ভাবী মঙ্গলের—বালকের ভাবী স্থায়ী সুখের জন্য চেষ্টা করিলেন। কর্ম্মবীরের চেষ্টার বীরত্ব-গৌরবকে এই জন্য ভাগবত বালক বা অল্পদৃষ্টিসম্পন্নের চেষ্টার সহিত তুলনা করিয়াছেন। অথচ জগতের প্রায় শতকরা শত-সংখ্যক লোকের বিচার ঐরূপ আপাত-প্রেয়ের বিচারেই এত

বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, যিনি বা যাঁহারা ঐরূপ গতানুগতিক পরোপকার বা ধর্ম্মের চেষ্টা না দেখাইবেন, তাঁহারাই ঐসকল অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট 'সমাজের অহিতকারক' বলিয়া বিচারিত হইবেন! সমাজের ঐকান্তিক হিতকর্ত্তা অকপট বাস্তব পরোপকারী আজ আপাত-প্রেয়ের গ্রাহকগণের সংখ্যাধিক্যের কণ্ঠরবে সমাজের 'অহিতকর্ত্তা' বলিয়া পরিগণিত! ধন্য মহামায়া—ধন্য তোমার বঞ্চনা-বিদ্যা!!

## অচিন্মাত্র ও চিন্মাত্রবাদীর পরোপকার-প্রণালী

আচ্ছা, আমরা এখন দেখি, ঐ পথের পার্শ্বে পতিত গলিতকুষ্ঠরোগীকে দেখিয়া আমাদের শাক্যসিংহের বিভিন্ন শিষ্য-সম্প্রদায় কি করেন? শাক্যসিংহের প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন শিষ্যগণ ঐ গলৎকুষ্ঠরোগীকে দেখিয়া বিচার করিলেন, "জগতের লোকের দেহের পরিণাম ত' এইরূপ—উত্তম দেহও, রাজশরীরও যে-কোন সময় ঐরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে; সুতরাং ঐরূপ রোগ, জরা প্রভৃতির দ্বারা অভিভাব্য দেহের গৌরব বা দেহের জন্য যত্ন না করিয়া তপস্যা-দ্বারা দেহকে শুষ্ক করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য।" এইরূপ বিচার করিয়া শাক্যসিংহের অনুগত সম্প্রদায় অত্যন্ত স্বার্থপরতা (?)-বশতঃ বোধি-বৃক্ষের তলে জাগতিক বিচার বহুমাননের জন্য ভোগোত্থ জড়ধ্যানপর হইয়া বসিয়া গেলেন। কুষ্ঠরোগীকে রাস্তার ধারে ঐরূপ দুঃসহ যন্ত্রণার আর্ত্তনাদের মধ্যে একাকী

ফেলিয়া ঐ জগন্মিথ্যাত্ববাদী বা শূন্যবাদী নিজের স্বার্থসিদ্ধি বা শান্তির কামনায় মৌনাবলম্বন করিলেও জগতের বহু লোকের নিকট প্রশংসিত হইলেন। ঐরূপ প্রশংসিত হইবার কারণ—তিনি এমন এক অদ্ভুত প্রদর্শনী দেখাইতেছেন, যাহা সংসারিক লোকের সামর্থ্যে ও সাহসে কুলায় না। দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রশংসিত ব্যক্তি ফল্গু-ত্যাগের আদর্শ ও মৌনাবলম্বনের আদর্শ প্রদর্শন করায় জগতের লোকের ভোগের ভোগ্যদ্রব্যগুলির ভাগীদারেরও সংখ্যা কমিয়া গেল; এইজন্যই তাঁহারা তাঁহাদের ঐ বৃত্তি কখনও তাঁহাদের জ্ঞাতসারে, কখনও বা অজ্ঞাতসারে প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া মৌনী-সন্ন্যাসীকে প্রশংসা করিলেন।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যের অনুগত জন ঐরূপ দুই শ্রেণীর ব্যক্তির পরোপকার-প্রণালী গ্রহণ করেন না। কারণ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীর সহিত শিক্ষা দিয়াছেন, ঐরূপ অসম্পূর্ণ বিকৃত ও কৃত্রিমপ্রণালী-দ্বারা জীবের বাস্তব-উপকার সাধিত হয় না।

'মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দোঁহার গতি?'
'স্থাবরদেহ, দেব-দেহ যৈছে অবস্থিতি॥'

(চৈঃ চঃ ম ৮।২৫৭)

প্রথমোক্ত প্রণালীতে জীবের রোগের মূল কারণ বা বীজ বিনষ্ট হইল না, বটগাছ দালান ভেদ করিয়া খুব গজাইল।

উঠিয়াছে দেখিয়া গাছের কএকটা পাতা ছাটিয়া দেওয়া গেল মাত্র ; কিন্তু বীজশক্তি পূর্ণমাত্রায় মূলের সহিত অটুট-ভাবে আমাদের চক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া থাকিল। আর দ্বিতীয় প্রণালীতে জীবের জীবত্বই ধ্বংস করিয়া দেওয়ার প্রমাণ হইল। পুনঃ পুনঃ রোগ হইতেছে দেখিয়া রোগীর গলায় ছুরি বসাইয়া দেওয়া হইল—রোগ রোগী এক ঔষধেই (?) ঠাণ্ডা ! "চেতনই (?) যখন যন্ত্রণা অনুভবের কারণ, তখন সেই কারণকে বিনাশ করিতে পারিলেই কার্য্যের নিবৃত্তি"—এইরূপ কল্পনা করিয়া চেতনকে চিরতরে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা হইল। ঐরূপ চিকিৎসকেরই মিত্র আর একপ্রকার চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন-পূর্ব্বক বলিলেন,—"চেতনকে কিছুতেই বিনষ্ট করা যায় না ; সুতরাং চেতনকে রাখ, কিন্তু উহার হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, চেতনকে চেতনের কোন কাজ করিতে দিবে না—স্তব্ধ করিয়া রাখিবে, তাহা হইলেই দুঃখানুভূতি আর থাকিবে না।" এইরূপ স্বকপোলকল্পিত কৃত্রিম পরোপকার-প্রণালীতে কুষ্ঠরোগীর কোনই মঙ্গল হইল না।

ঐ কুষ্ঠরোগীকে রাস্তার ধারে ঐরূপ অবস্থায় একজন শ্রীচৈতন্যদাস দর্শন করিলেন। তিনি রোগীর ক্লেশের আপাত-আর্ত্তনাদেই সমস্ত বিচার হারাইয়া ফেলিলেন না—প্রকৃত চিকিৎসা-বিজ্ঞানটী হারাইয়া কেবলমাত্র আপাত-ক্লেশ দেখিয়াই অভিভূত হইয়া পড়িলেন না। অনেক

ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, গৃহে কাহারও রোগ বা যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে মোহাসক্ত আত্মীয়-স্বজন এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, এমন কি, চিকিৎসককে পর্য্যন্ত এত ব্যতিব্যস্ত করিতে চাহেন যে, তাহাতে রোগীর যাহাতে প্রকৃত উপশম বা শান্তি হইতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি ও মনোযোগ হারাইয়া তাঁহারা নিজেদের চিত্তবেদনায়ই অধিক অভিভূত হন এবং রোগীর চতুষ্পার্শ্বে সরগোল করিয়া ও রোগীর প্রতি অনাবশ্যক অত্যধিক পরিচর্য্যার আদর্শ দেখাইয়া রোগীকে বিরক্ত, অশান্ত, এমন কি রোগীর রোগই বৃদ্ধি করিয়া দেন। কিন্তু ধীর, স্থির, সহিষ্ণু, অভিজ্ঞ চিকিৎসক ঐরূপ আপাত-মোহের বা পরিচর্য্যার দৃষ্টান্ত না দেখাইলেও কি-ভাবে রোগীর প্রকৃত উপকার করিতে পারেন, তদ্‌বিষয়ে সহিষ্ণু ও সুস্থির-চিত্তে বিচার করেন। তিনি দেখেন,—"ঐ রোগীর এ-রোগের মূল কারণ কি? নিদান কি? এই রোগের বীজ কোথায়? মূলকে বিনাশ করিলেই শাখা-ডাল-পাতার প্রবল অভিযান আপনিই থামিয়া যাইবে, কারণকে বিনাশ করিলেই কার্য্য স্বাভাবিকভাবে অবশ্যই বন্ধ হইবে। আপাততঃ 'কার্য্য' বন্ধ করিলে 'কারণ' বন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই; বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কতকগুলি গাছ-পালার শাখা-প্রশাখা কাটিয়া দিলে গাছের প্রসবিনীশক্তি আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ আপাত রোগের সাময়িকী নিবৃত্তির দ্বারা ঐ রোগের

বীজ বা মূল অবিদ্যা—কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-রোগ আরও সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হইতে পারে।" শ্রীচৈতন্যের দাস কুষ্ঠরোগীটীকে দেখিয়া শ্রীচৈতন্যের অনুগমনে ঐ রোগীর রোগের মূল কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন :—"এই ব্যক্তি কি বিষ্ণু বা বৈষ্ণব-চরণে কোন বিশেষ বিমুখতা প্রদর্শন করিয়াছে ?"

পাঠক! শ্রীবাসের চরণে অপরাধী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে * এবং গলিতকুষ্ঠ বাসুদেবকে † শ্রীচৈতন্যদেব কিরূপে উদ্ধার করিয়াছিলেন, স্মরণ করুন। শ্রীচৈতন্যদেব কেবল স্থূল রোগ বিদূরিত করেন নাই; নিখিল রোগের বীজ অবিদ্যাকে ধ্বংস করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি-গুপ্তের কথা স্মরণ করুন—শ্রীচৈতন্যদাস বাসুদেব দত্ত-ঠাকুরের আদর্শ-পরোপকারের দৃষ্টান্ত বিচার করুন। তাঁহারা উপকর্ত্তার নামে হিংসক নহেন। যাঁহারা কেবল স্থূল রোগাদি বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের তর্পণাদি বিধান করিয়া অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করেন, তাঁহারা হিংসক। মনে করুন, কোন ব্যক্তির পদদেশ একটী বৃহৎ কণ্টকে বিদ্ধ

---

* হেনই সময়ে কুষ্ঠরোগী একজন।
প্রভুর সম্মুখে আসি' দিল দরশন॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল আর্ত্তনাদে।
দুই বাহু তুলি' মহা-আর্ত্তি করি' কান্দে॥

* * *

"পরদুঃখ দেখি' তুমি স্বভাবে কাতর।
এতেকে আইনু মুঞি তোমার গোচর॥
কুষ্ঠরোগে পীড়িত, জ্বালায় মুঞি মরি।
বলহ উপায় মোরে, কোন মতে তরি॥"
শুনি' মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর বচন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে তর্জ্জন-বচন॥
"বৈষ্ণব-নিন্দক তুই পাপী দুরাচার।
ইহা হইতে দুঃখ তোর কত আছে আর॥
এই জ্বালা সহিতে না পার দুষ্টমতি।
কেমতে করিবা কুম্ভীপাকেতে বসতি॥"

* * *

প্রভু বলে,—"বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন্ তারে শাস্তি যে এখন॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যমযাতনার পাত্র॥
চৌরাশী সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি' ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে॥
চল কুষ্ঠরোগী তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ গিয়া তাঁহার চরণে॥
তাঁর ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়?
এই কহিলাম তোর নিস্তার-উপায়।
শ্রীবাস-পণ্ডিত ক্ষমিলেই দুঃখ যায়॥" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ)

হইয়াছে, পদদেশের উপরে বহির্গত কেবল প্রত্যক্ষ কণ্টকের বহির্ভাগটী কাটিয়া দিয়া যদি পদদেশের অভ্যন্তরে কণ্টকের অপ্রত্যক্ষ মূলটী রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই কণ্টক, যত দিন গত হইতে থাকিবে, ততই পদদেশকে অধিকতর আক্রমণ করিয়া সমগ্র শরীরকে বিষাক্ত—এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে পারে। যে চিকিৎসক কেবল কণ্টকের উপরিভাগ ছেদন করিয়া আপাতশান্তির ছলনা দেখাইলেন, পদদেশের অপ্রত্যক্ষ অভ্যন্তর কর্ত্তন করিয়া কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তিকে অধিক ক্লেশ দিতে উদ্যত হইলেন না, সেই আপাত-চিকিৎসককে কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তি আপাত-প্রশংসা বা স্তুতি করিলেও ঐ চিকিৎসক-বেশধারিব্যক্তি কিন্তু

---

† শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বাসুদেব' নামক একজন ব্রাহ্মণ গলিতকুষ্ঠরোগীকে আলিঙ্গন-মাত্রে রোগীর রোগ দূর হইল। কুষ্ঠরোগী বলিলেন—

"কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হঞা।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥"

মহাপ্রভু তখন ঐ দ্বিজকে বলিলেন,—

—"কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম॥
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা' করিবেন অঙ্গীকার॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৭ম পঃ)

রোগীর ভীষণ শত্রুরই কার্য্য করিলেন। তদ্রূপ যাঁহারা সমগ্র ত্রিতাপের মূল অবিদ্যাটী—অনাদিবহির্ম্মুখতারূপ কারণটীকে জীবের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত করিয়া কেবল স্থূল চক্ষু যেখানে তৃপ্ত হইতে পারে, সেই স্থান, পাত্র ও কালে ব্যাপ্ত আপাত-উপকারের ছলনাকে 'উপকার' বলিয়া ভ্রান্ত হন এবং মূল অবিদ্যা-বিধ্বংসী আত্যন্তিক পরোপকারকে দোষারোপ করেন, তাঁহারা মহাহিংসার কার্য্যই করিয়া থাকেন। তাঁহারা অবিদ্যারূপ বিষাক্ত বীজ জীবের অভ্যন্তরে রাখিয়া জীবের কেবল বাহ্য স্থূল শরীরের যেটুকু স্থূলদৃষ্টির মধ্যে আইসে, সেই সঙ্কীর্ণ ও অত্যন্ত স্থূল বা স্থূলদৃষ্টির অগোচর সূক্ষ্ম জড়ভোগ-বাসনাময় মানসিক ইন্দ্রিয়ের তর্পণ বিধান করিতে যাওয়ায় অবিদ্যা-বীজ অনাদিরোগ-গ্রস্ত জীবের বর্ত্তমান জীবন ও অনন্ত জীবনকে বিষাক্ত করিয়া দেয়। এই বিষ ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে ব্যাপ্ত হইতে হইতে ক্রমে সমগ্র সমাজ-দেহকে—সমগ্র মনুষ্যজাতিকে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাবিষে জর্জ্জরিত করিয়া তোলে। সুতরাং যে সামাজিকগণ আপাত-শুভানুধ্যায়ীর চেহারায় এত নিকৃষ্ট অপকারের কার্য্য করেন—মহা শত্রুর কার্য্য করেন, তাঁহারাই কি পরোপকারী? না—তাঁহারা কখনই প্রকৃত পরোপকারী হইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যদাসগণ এই কথা জানাইয়া দিয়া জীবের কেবল স্থূল চক্ষুর যেখানে ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, সেই সময়টুকু মাত্র নহে, তাহারও অন্তরালে জীবের

অনন্ত জীবনের জন্য তাহার আর যাহাতে কোন ক্লেশ না হয় এবং শুধু ক্লেশ নিবারণ বা তন্নিবারণী চেষ্টা মাত্র নহে, যাহাতে বাস্তব সুখ লাভ হয়, সেই ভগবদুন্মুখতা—যাহা ঐ কুষ্ঠরোগীর নির্ম্মল স্বরূপের—স্বাস্থ্যের—শুধু ঐ কুষ্ঠরোগি-বিশেষের কেন, সমগ্র জীবের—সমগ্র চেতনের একমাত্র নিত্য স্বভাব, নিত্য স্বাস্থ্য, তাহাই প্রদান করেন। ইহারই নাম জীবের প্রকৃত—বাস্তব—নিত্য—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার—**পরোপকার**। শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরোপকারের আদর্শ এইরূপ। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার এই পরোপকারের জন্য—শ্রীগৌড়ীয়মঠের 'হাসপাতাল' এইরূপ পরোপকারের জন্যই নিত্য উন্মুক্ত। জগতে তথা-কথিত প্রাথমিক চিকিৎসা ( first aid ) বা তৎক্ষণাৎ শান্তি ( immediate relief ) দিবার নামে অনেক একঘেয়ে হাসপাতাল আছে; ঐরূপ অনন্ত হাসপাতাল থাকুক বা পরে হউক, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়-হাসপাতালের আদর্শও যে সেই একঘেয়েরই আর একটি সংস্করণ বৃদ্ধি করিয়া জীবের অসমোর্দ্ধ, বাস্তব, আত্যন্তিক, স্বাভাবিক, সার্ব্বজনীন, উদার, অনবদ্য উপকারকে জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে, ইহা কি কখনও মনুষ্যোচিত মস্তিষ্কের যুক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? যাঁহারা এ-সকল কথা শ্রবণ করেন নাই, যাঁহারা কেবল গতানুগতিকতার একঘেয়ে চক্ষু লইয়া সকল জিনিষ, এমন কি, তাঁহাদের

অধিকারের বহির্ভূত জিনিষ পর্য্যন্ত 'দেখিয়াছি বা দেখিব' কল্পনা করেন, তাঁহারা এ-সকল কথা না বুঝিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য—তাঁহাদিগকেও সত্যকথা শুনাইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রচার করেন :—

**"Back to Home and Back to God"**

—ইহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের উপচীকির্ষা-প্রবৃত্তির মূলমন্ত্র।

## পরার্থপরতা ( ALTRUISM ) ও গৌড়ীয়মঠ

পরার্থপরতা বা Altruism এর নামে প্রচ্ছন্নভাবে এত স্বার্থপরতার আদর্শ জগতে প্রচারিত রহিয়াছে যে, তাহা ভাষায় অবর্ণনীয়। নৌকাডুবি, বাষ্পীয়যানের সহিত সংঘর্ষ কিম্বা কাহারও গৃহে আগুন লাগিলে যেমন সেইরূপ সঙ্কটাপন্ন সময়ে বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তিগণের অসতর্কতা দেখিয়া কতকগুলি দুষ্ট পৈশাচিকপ্রকৃতির লোক পরোপকারের ছলে নিজেদের ভোগের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার সুযোগ আবিষ্কার করিয়া লয়, তদ্রূপ যে পরার্থপরতা অপস্বার্থপর সামাজিকগণের নিকট অধিকাংশস্থলেই মৌখিকতা মাত্র, সেরূপ পরার্থপরতার নামেও সমাজে অনেক অপস্বার্থ-পরতার তাণ্ডব দেখা যায়। স্বদেশ-প্রেমিকতার নামে প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ, ধন-সংগ্রহ, কামিনী-সংগ্রহ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। অনাথা অবলা বিধবার উপকারের ছলনায় তৎপ্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকগণের সংখ্যা জগতের ইতিহাসে নানাপ্রকার

অপস্বার্থপরতার সাক্ষ্য দিয়াছে ও দিতেছে। নিঃস্ব পরিবারের অবৈতনিক অভিভাবক, পালক, শিক্ষক প্রভৃতি হইয়া পরে সুযোগমত নিঃস্বের সর্ব্বনাশ-সাধনের বহু দৃষ্টান্ত ধরিত্রীবক্ষে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের চেষ্টা এইরূপ কর্ম্মবীরের চেষ্টাকে কখনই আদর করেন না। তাহা (কর্ম্মবীরের চেষ্টা যতই না কেন উন্নত উৎকৃষ্ট পোষাক-পরিহিত হইয়া নিঃস্বার্থপরতা বা পরার্থপরতার বিজ্ঞাপন প্রচার পূর্ব্বক জগতের মনীষাকে স্তম্ভিত—মোহিত—প্রলোভিত করুক, শ্রীগৌড়ীয়মঠ বলেন, একমাত্র কৃষ্ণস্বার্থপর না হওয়ায় সেই সকল চেষ্টার অন্তরালে কোনও না কোন কুমতলব লুক্কায়িত থাকিবেই থাকিবে। ঐ সকল কুমতলব, হীনচরিত্র ব্যক্তির কুব্যাধিগুলিকে লুকাইবার জন্য পারদঘটিত ঔষধ-ব্যবহারের ন্যায় একদিন না একদিন সমাজশরীরে ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে। কৃষ্ণস্বার্থপরতা ব্যতীত জীবস্বার্থপরতা নাস্তিকতা মাত্র। উহা পরার্থ-পরতার অত্যন্ত অপব্যবহার ও জগন্নাশের সেতু। জীব দুঃসঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ভক্ত্যুন্মুখিসুকৃতিসম্পন্ন হইয়া সারগ্রাহী হইলেই এই সকল কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ করেন।

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের দান—'সাহিত্য'; রাহিত্য নহে

শ্রীগৌড়ীয় মঠ বর্ত্তমানযুগকে 'সাহিত্য' দিয়াছেন,

সাহিত্যের ছলনায় 'রাহিত্য' দেন নাই। 'শূন্য গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধনে'র নামে যে-সকল সাহিত্যের স্বৈরিণীমূর্ত্তি বর্ত্তমান যুগকে ডাইনীর ন্যায়—পিশাচীর ন্যায় পাইয়া বসিয়াছে, তাহা হইতে শ্রীগৌড়ীয় জীবজগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য গৌড়ীয়-সাহিত্য প্রচার করিতেছেন।

## বর্ত্তমানযুগে পারমার্থিক জীবনবীমার মূল এজেণ্ট—

গৌড়ীয় মঠ বর্ত্তমানযুগকে পারমার্থিক জীবনবীমার একান্ত-প্রয়োজনীয়তা অনাবিলভাবে—অকপটভাবে—অনলসভাবে অবিরাম বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ যাবতীয় অর্থনীতিকে পরমার্থ-নীতিতে পর্য্যবসিত করিবার অব্যর্থ এবং অমোঘ উপায় ও উপেয় প্রদর্শন করিয়াছেন। পরমার্থ ব্যতীত পৃথক্ অর্থের তহবিল, কৃষ্ণব্যতীত পৃথক্ অর্থের জমা-খরচ থাকিলেই সেখানে অনর্থ,—এই কথাটী বাস্তব-আদর্শ-আচরণে শ্রীগৌড়ীয় মঠ যেরূপভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহা বুঝিবার চক্ষুদান না পাইলে ভুল বুঝিয়া নিজের কল্যাণকে যূপ-কাষ্ঠে উৎসর্গীকৃত করিতে হইবে।

## মতবাদ ও মতবাধের কবল হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত-প্রদানকারী গৌড়ীয়মঠ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ মতবাদ বা মতবাধ প্রদান না করিয়া শুদ্ধসেবা সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন।

# অষ্টম প্রসঙ্গ

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক বৎসরের উৎসব এই সকল কথা বুঝাইবার জন্যই। মহোৎসবে বারোয়ারীর ভূরি-ভোজন বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ—গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য নহে। গৌড়ীয়মঠের মহাপ্রসাদ-সেবন—'ডাল-ভাত'-ভক্ষণে নহে, তাহা গৌড়ীয়মঠের সত্যবাণী-শ্রবণের জন্য পাথেয়-সংগ্রহের আহ্বান-পত্র—তাহা কৃষ্ণকথা-শ্রবণার্থ যোগ্যতা-বিতরণ ও বরণ।

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের সব বিপরীত

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময়টা আবার নিরূপিত হইয়াছে এমন একটা সময়ে, যখন নিসর্গতঃই জাগতিক অসুবিধা বা উৎপাতের সময়। বন্যা ত' এই সময় প্রায় প্রতি বৎসরই হয়। বৃষ্টিতে চলাচল বন্ধ, নানা প্রকার পীড়া প্রভৃতিরও এই সময়ই বেশ প্রাদুর্ভাব হয়। চাউলের দামও এই সময়ই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। তারপরে এই সময়টা হরির শয়নকাল*—কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবিচারে এই সময়ে একেবারে ঠোঁট শিলাই করিয়া রাখিতে হইবে—হরিকীর্ত্তন একেবারে

---

* "হরির শয়ন বরিষা চারিমাস" (চৈঃ ভাঃ)

বন্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বা আত্মপ্রতিষ্ঠাকর পুণ্যাদির চেষ্টা করিতে হইবে ; কারণ ইন্দ্রিয়তর্পণ পাপে হয়, পুণ্যেও হয়। চতুর লোক বোকা পাপিগণ অপেক্ষা চক্রবৃদ্ধি সুদ-সমেত পুণ্যে ইন্দ্রিয়-ভোগ করিতে পারেন। পাপী ১ মিনিট কি ২ মিনিট স্ফূর্ত্তি করিতে পারে—না হয় ৫০ বৎসর স্ফূর্ত্তি করিয়াই হাঁপাইয়া পড়ে ; কিন্তু পুণ্যে যাঁহাদের ভোগ-লালসা, তাঁহারা বহু সহস্র বৎসর স্বর্গে নন্দনকাননে বিহার করেন। সিমলা, দার্জ্জিলিংএর বনগুলিকে নন্দন-কানন রূপে গুণে সর্ব্বপ্রকারে হারাইয়া দিতে পারে। আর যাঁহারা ত্যাগে ভোগ কামনা করেন, তাঁহারা বোকা পাপী বা পুণ্যকামী চতুরগণের উপরও টেক্কা দিতে চাহেন বটে, কিন্তু মধ্যপথে তাঁহারা নিজেদের গলায় নিজেরাই ফাঁসি দিয়া বসেন।

ঐরূপ এক সময়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময়, যে-সময় মুখ শিলাইয়া রাখিতে হইবে! কিন্তু সেই সময়ই শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহস্রমুখে, সহস্র সহস্র ওষ্ঠ-স্পন্দনে উচ্চ-কীর্ত্তন, তাহাও আবার ঘরে ঘরে গিয়া কীর্ত্তন নহে, মহানগরীর দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন—মহানগরীর পল্লীতে পল্লীতে কীর্ত্তন—কর্ম্ম-কোলাহলকে পর্য্যন্ত ছাপাইয়া উঠিয়া উচ্চকীর্ত্তন—একে প্রাকৃতিক বন্যায় লোকে অস্থির, তা'র উপর আবার হরিকীর্ত্তনের প্রবল বন্যা আনয়ন—বৃষ্টিপাতের সময় আবার শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের অবিচ্ছিন্ন অনর্গল বৃষ্টি-

বর্ষণ—হরির শয়নের সময়ই হরির সেবার জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন,—চাউলের মূল্য বৃদ্ধির সময়ই হরিসেবার জন্য, হরিকীর্ত্তনকারিগণের সেবার জন্য চাউল ভিক্ষা। যেখানে সর্ব্বভূতের রাত্রি, সেখানেই সংযমীর জাগরণ; —সব বিপরীত।

## বিপদে কৃষ্ণ-কৃপার উপলব্ধি

যত বিপদের পাহাড়-পর্ব্বতের মধ্যেই বুঝি সেবাবিজ্ঞান-বিৎ শ্রীচৈতন্য-জন সম্পদের খনি আবিষ্কার করেন। কেন না, বিপদের সময় আমাদের যোগ্যতায় সত্য যতটা আর্ত্তি আকর্ষণ করে, সম্পদের সময় ততটা করে না। বিপদের মধ্যে—হাহাকারের মধ্যে যদি আর একটি প্রতিযোগী ধ্বনি উত্থিত হয়, তখন আমাদের চিন্তাস্রোতে যেরূপ বিপ্লব আনিয়া দেয়, সম্পদের শ্লথভাবে আমাদের চিত্ত সেরূপ কোন বস্তুর অভাবের অবকাশ লক্ষ্য করিতে পারে না। যে-সময় তুচ্ছ বিপদের ভয়ে মানব ভীত, তখন সর্ব্ববিপদের মূলীভূতকারণ-বারণ শ্রীভগবানের অহৈতুকী-কৃপাক্রমে বিপত্তিভয়ভীত মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিপদ—সর্ব্ব-বিপদের কারণ-বিপদের কথা সাধুগণের কীর্ত্তন-প্রভাবে চকিতের জন্যও ভাবিবার অবসর হয়। সেই চকিত-চমকে যে স্ফুলিঙ্গটুকুর আবির্ভাব হয়, তাহা যদি কোনক্রমে চেতনে লাগিয়া যায়, তবেই সেবার আগুন ধরিতে পারে। সেই আগুন সকল ভবদাবাগ্নিকে অনায়াসে পরাভব করিয়া

সপ্তজিহ্বাশালী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনাগ্নিরূপে পরম বিজয় লাভ করেন। মানুষ তখন বুঝিতে পারে, কৃষ্ণসেবা-বিমুখতাই —ভীষণ বিপদ। জন্মজন্মান্তরের ঘুমন্ত জীবকে তাহা জানাইয়া দিবার জন্যই শ্রীচৈতন্য-সেবকগণের হরিকীর্ত্তন। সাময়িক বন্যা, সাময়িক মহামারী, সাময়িক দুর্ভিক্ষ, ইহা সেই একঘেয়ে ভাবেই যুগযুগান্তর ধরিয়া জগতের নৈসর্গিক ধর্ম্মানুসারে হইয়া আসিয়াছে, হইতেছে ও অনন্তকাল হইতে থাকিবে, ইহাদিগকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, সকলে মিলিয়া সাগরের জল সেচন-কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেও কিছুই কমাইতে পারিবে না, বহু পরিশ্রমে যেটুকু কমাইবে, তাহার অনেকগুণ বেশী আর একদিক্ হইতে—অভ্যন্তর হইতে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া যে বিপদের নাগর-দোলায় উঠা-নামা করিতেছি, সেই বিপদের কবল হইতে সমগ্র জীবকে চির-মুক্ত করিয়া সম্পদের স্বারাজ্য-লক্ষ্মীর সহিত মিলন করাইয়া দেওয়াই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাস্তবকৃত্য—এজন্যই শ্রীগৌড়ীয়-মঠের নিত্য কীর্ত্তন-উৎসব।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্যবিষয়োপলব্ধির অভাব অন্যাভি-লাষী কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের যে ভ্রমোৎপাদন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া পরদুঃখদুঃখী আচার্য্য তাঁহার অগ্নিময়ী ভাষায় একদিন যে-কএকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ আমরা এখানে উদ্ধার করিতেছি,—

## গৌড়ীয় মঠের প্রচারের বাহ্য প্রতীতিতে বিবর্ত্তবুদ্ধি

"প্রদ্যুম্নমিশ্রের যেমন রায় রামানন্দের চরিত্র দেখে' ভুল হ'চ্ছিল, সেরূপ অনেকের ভুল হ'চ্ছে—নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার বলে গৌড়ীয়মঠের প্রচার বুঝ্‌তে গিয়ে। যেহেতু কতকগুলি লোক 'ধর্ম্মবীর' 'কর্ম্মবীর' নাম নিয়ে 'ইয়ং বেঙ্গল'এর —তরুণ-বঙ্গের মাথা খেয়ে দিয়েছে, সেজন্য আমাদের শত শত গ্যালন রক্ত নষ্ট ক'র্‌তে হ'চ্ছে। তথাপি প্রকৃত সত্য কথা খুব কম লোকই ধর্‌'তে পার্‌ছে। সত্য কথা বহু লোক নেয় না,—এটা চিরন্তন সত্য; কারণ সত্য কথা 'প্রেয়ঃ' নহে, তা' 'শ্রেয়ঃ'।

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥"

অর্থাৎ, এই শ্রেয়ের কথা শুন্‌বার লোক বহু পাওয়া যায় না, দুই চা'র জন পাওয়া গেলেও সেকথা শুনে অনেকেই তা' উপলব্ধি ক'রতে পারে না। আর শ্রেয়ো-বিষয়ের তত্ত্ববিৎ ও নিপুণ বক্তা অতীব দুর্ল্লভ। আবার যদিও এরকম সুদুর্ল্লভ উপদেষ্টা কদাচিৎ অবতীর্ণ হন, কিন্তু আচার্য্যের অনুগত শ্রোতা আরও সুদুর্ল্লভ।

## সব-বুঝ্‌দার জাগতিক লোক

জগতের লোকগুলি অবিদ্যার সাগরে হাবুডুবু খেয়ে আপনাদের খুব 'পণ্ডিত' 'সব-বুঝ্‌দার' মনে ক'র্‌ছে—কপটতায় আচ্ছন্ন হ'য়ে কেবল সংসারে ওঠা-নামা ক'র্‌ছে। এই সব অন্ধের দ্বারা চালিত হ'য়ে জগতের সমস্ত অন্ধ-সমাজ খানায় ডোবায় প'ড়ে ম'র্‌ছে,—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

## যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের তাৎপর্য্যগ্রহণে অসমর্থ গণবাদ

'গৌড়ীয়ে' শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর যে দুইটী motto (নয়বাক্য) আছে—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"
"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

—এ'র মানে সংস্কৃতপাঠীর লাখ্-করা একজনও বুঝ্‌তে পারে না—বাংলা ক'রে দিলেও তা'র মানে বোঝে না। যে-দিন এর মানে বুঝ্‌বে, সে-দিনই বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, তা'রা এতকাল যা'কে 'ধর্ম্ম' ব'লে মনে ক'রেছে—যা'কে 'ত্যাগ', 'তপস্যা' ব'লে মনে ক'রেছে—তা'রা এতকাল

যত চেষ্টা ক'রেছে—দুনিয়ার কাছে যত বাহাদুরী দেখিয়েছে, সব ভুল ক'রেছে—বৃথা সময় নষ্ট ক'রেছে মাত্র।

## নির্ভীক নিরপেক্ষ সত্য

যে নিরপেক্ষ নয়, সেরকম অনন্তকোটী বক্তা নরকে চ'লে যা'বে; কিন্তু **নির্ভীক হ'য়ে যে নিরপেক্ষ সত্য বলা হ'চ্ছে, শত শত জন্ম পরেও—শত শত যুগ পরেও কেউ না কেউ এর নিগূঢ় সত্য বুঝ্‌তে পার্‌বে। কষ্টার্জ্জিত শত শত গ্যালন রক্ত ব্যয়িত না হওয়া পর্য্যন্ত একটী লোককে সত্যকথা বোঝান' যায় না**—'সাধুত্ব' কা'কে বলে, শিক্ষকগণ তা' শেখাতে পারেন না।

## ধর্ম্ম-ব্যবসায় ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য

শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ যে-ধর্ম্মের প্রচার ক'রেছিলেন, আজ প্রেয়ঃপন্থী সমাজ তা'কে বিকৃত ক'রে কিরকমইনা ক'রে ফেলেছে! শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা—গোস্বামিগণের শিক্ষা—শ্রীনিবাসাদি আচার্য্য প্রভুত্রয়ের শিক্ষা আজ অতল জলধিগর্ভে নিমজ্জিত হ'য়েছে। আচার্য্যের কাজটা এখন ব্যবসাদারীতে পরিণত হ'য়েছে—গুরুর নাম নিয়ে শিষ্যের গোলামী ক'র্‌ছে—বেশ্যাকে মন্ত্র দিচ্ছে। প্রত্যেক বিলাসী ধনীর বেশ্যা আছে, বৃষলীপতি গুরুব্রুবগণকে দিয়ে নিজ নিজ বেশ্যাদের মন্ত্র দিচ্ছে—ব্যবসাদার গুরুব্রুবগণের ব্যবসায় ক্ষতি হ'বে জেনে এহেন

অবৈধ অধর্ম্মেও আপত্তি কর্‌বার উপায় নেই—ধনীর হুকুম তামিল না ক'র্‌লে তা'রা গুরুকে নাকাচ্ ক'রে দেবে! কতকগুলি লোক নির্জ্জনে ব'সে ব'সে বাজাচ্ছে—কেউ বা পিত্ত-বৃদ্ধি কর্‌ছে। ওরকম মুখার পলায়নে বা ছুঁচোর কীর্ত্তনে কোন মঙ্গল হ'বে না। আর একটা ভাষায় ব'ল্‌তে গেলে ও'সব চেষ্টা—ধর্ম্ম নয়, 'দালালী বা বদ্‌মায়েসীর প্রলোভন'। 'দয়া'র নাম ক'রে অপস্বার্থপর মানুষ যে কাজ ক'র্‌ছে, যদি স্পষ্ট-ভাষায় বলা যায়, তবে তা' ছাড়া আর কিছুই নয়। মাছ যেমন বড়শীর লোভে, পশু যেমন ব্যাধের বাঁশী শুনে' নিহত হয়, আপাত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আশায় মনুষ্য-জাতিও তেম্‌নি নরকের পথে যাচ্ছে। **তা'দের অপকার্য্যে এগোবার চেষ্টায় বাধা দেওয়াই গৌড়ীয়মঠের একটা কার্য্য।**

**অসমোর্দ্ধ পরদুঃখদুঃখী**

**আমরা একজনের জন্যে দু'শ গ্যালন রক্ত ব্যয় ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি—যদি একটী লোকেরও সত্যিকথা শুন্‌বার কাণ হয়। গৌড়ীয়মঠের নিঃস্বার্থ দয়াশীল প্রত্যেক লোকই এই মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির চিৎশরীরপুষ্টির জন্যে দু'শ গ্যালন রক্ত ব্যয় কর্‌বার জন্যে প্রস্তুত থাকুন্।** লাখ্ লাখ্ বদমায়েস লোক সরল-প্রকৃতি হিতাহিত-বোধহীন ধনীর নিকট গিয়ে ধনীদের নরকপথে

পাতিত ক'র্‌ছে ; গৌড়ীয়মঠ সেরকম হিংসার কার্য্য কখনও করেন না বা তা'র প্রশ্রয়ও দেন না।

## সত্যকথা অপ্রাসঙ্গিক নহে

সত্য বস্তুর প্রকৃত আলোচনাকে আমরা অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক মনে করি—আমরা ধ'র্‌তে পারি না ব'লে। আমি অন্যমনস্ক ব'লে—আমি মতলবী ব'লে—আমি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব'লে আচার্য্যের সত্যকথা কখনও অপ্রাসঙ্গিক নয়—হ'তে পারে না।

## শ্রীগৌড়ীয়মঠ মনোধর্ম্মের প্রচারক নহেন

গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ 'Mental speculationists' নহেন, তাঁ'রা মনের ধর্ম্মে চালিত ন'ন। এই পাজি মন—এই বদ্‌মাইশ মনের কাম-ক্রোধাদির দাস্য কর্‌বার খুব রুচি ; জগৎকে কাম-ক্রোধাদির দাস্যে নিযুক্ত কর্‌বার জন্যে পাজি মনের উপদেষ্টার বেশ-গ্রহণ।

## প্রকৃত পরোপকারের স্বরূপ

অনন্তকোটী জীব আনখ-কেশাগ্র বিষ্ণু-বিমুখ হ'য়ে অনন্তকোটি-ভাবে ঈশ্বর-বিদ্বেষ কর্‌বার জন্যে এই কয়েদ-খানায়—এই মহামায়ার দুর্গে এসে প'ড়েছে ; **এদের মধ্যে থেকে একটা লোককেও যদি বাঁচাতে পার, তা'হ'লে অনন্তকোটী হাসপাতাল করা অপেক্ষা তা'তে অনন্তগুণে পরোপকারের**

**কাজ হ'বে।** বাস্তবিক সত্য সত্য দয়া—অমন্দোদয়-দয়া—দু' পাঁচ দিনের দয়া নয়—একদিনের জন্যে ক্ষুধা-নিবারণের দয়া নয়, প্রকৃত, নিত্য, পরম চরম, সত্যকার দয়া—দান শ্রীচৈতন্যদেব বিতরণ ক'রেছেন।

## প্রেয়ঃপথের প্রশ্রয়দাতা শুভানুধ্যায়ী আচার্য্য নহেন

আমি অজীর্ণ-রোগী; একটা ডাক্তারকে ডেকে আন্‌লাম, এনেই ব'ল্‌ছি,—'আমার জন্যে পোলাও-কালিয়া ব্যবস্থা করুন্'; ডাক্তার আমার রুচি-অনুসারে আমার 'প্রেয়ঃ' ব্যবস্থা ক'রে দর্শনী নিয়ে চ'লে গেলেন,—এরকম লোককে ডাক্তার বলা যায় না। Flatterer (**তোষামোদকারী**) **গুরু নহে—প্রচারক নহে। যাঁ'রা popular হ'বার জন্যে—যাঁ'রা কার্য্য ফতে কর্‌বার জন্যে জনমত অর্থাৎ জগতের অনন্তকোটি রোগিকুলের রুচি বা প্রেয়ের মতে মত দিয়ে চ'ল্‌ছেন, সে-সমস্ত লোক কখনই শুভানুধ্যায়ী ন'ন—শুভানুধ্যায়ীর বিরুদ্ধমতাবলম্বী; সে-সব লোকের কথা কিছুতেই শুনা হ'বে না।** ডাক্তারকে ডাক্‌লাম—আমার ব্যাধির চিকিৎসা ক'র্‌তে; কিন্তু তাঁ'কে যদি আমিই dictate (হুকুম তামিল কর্‌বার আদেশ) করি, তা'হ'লে আর ডাক্তার ডাকা হ'লো না,—তাঁবেদার ডেকে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল-মারা হ'লো মাত্র—লোক-দেখানো ডাক্তার ডেকে ডাক্তারকে

দিয়ে রোগের কুপথ্য ব্যবস্থা করারই চেষ্টা হ'লো। যাঁ'রা সত্যি সত্যি ডাক্তার, তাঁ'রা রোগীর dictate (অনুজ্ঞা) অনুসারে চলেন না; আর যা'রা চতুর লোক-ঠকান' ডাক্তার —দর্শনীই যা'দের কাম্যবস্তু, তা'রা রোগীর ভবিষ্যৎ ভাল'র দিকে না চেয়ে নিজের পকেট-টাই দেখে। আমাদের মনের মত না হ'লে যা'কে বরখাস্ত ক'র্‌তে পারি কিম্বা যা'কে দিয়ে আমার বদ্‌মাইশী দুষ্টুমী বুদ্ধির সমর্থন করিয়ে নিতে পারি, তা'কে 'আচার্য্য' বা 'গুরু' বলা যায় না। একজন চা'র-বছরের শিশু যদি দাম্পত্য-রসের কথা বুঝ্‌তে চায়, কিম্বা সাত-বছরের বালক যদি সেক্ষপিয়ারের কবিতার কাব্যরস বুঝ্‌তে চায়, আমরা তা'র কথা শুনে' অধিক লাভবান্ হই না। জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ক'রে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মার্‌তে পারে—নিজের ছাগলের মুখের দিক্‌টা বাদ দিয়ে পেছনের দিক্‌টাও কাট্‌তে পারে।

## শ্রীচৈতন্যেতর মতের অপসাম্প্রদায়িকতা

আমি ভারতবর্ষের অধিবাসী, কাজেই অনিত্য অভিমানে ভারতবর্ষের interest দেখা আমার কর্ত্তব্য; আবার আমি যদি বিদেশে জন্মগ্রহণ করি, তা'হ'লে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধ হ'লেও বৈদেশিক interest দেখাটাই আমার কর্ত্তব্য হয়। **শ্রীচৈতন্য বা শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত লব্ধচেতন ভক্তগণের ঐরকম দেশগত, কালগত বা পাত্রগত-**

**অচৈতন্য-প্রসূত ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা নেই; তাঁ'রা দেশের যে উপকার করেন—তাঁ'রা দেশ-ভক্তির যে আদর্শ দেখান, তা'তে একজনের পরিণামে মন্দ-প্রসবকারী সাময়িক উপকার, আর একজনের অপকার বা হিংসা হয় না।** সেই উপকারের ফল—সেই দেশ-সেবার ফল—সমগ্র দেশ, সমগ্র পাত্র ও সমগ্র কাল প্রাপ্ত হ'তে পারে; এটা গল্পের কথা নয়—এটা সব-চেয়ে বড় সত্য কথা।

## অভিজ্ঞতাবাদ ও তাহার চরমসীমা নির্ব্বিশেষবাদ

একটা বিস্তৃত নদীর পারে ব'সে কএকজন গুলিখোর গুলি খাচ্ছিল। গুলিখোরদের টিকে ধরা'বার আবশ্যক হ'য়ে উঠ্‌ল। ওপারে একটা নৌকোয় আলো জ্ব'ল্‌ছিল। গুলিখোরদের মধ্যে একজন হাত বাড়িয়ে এপারে ব'সেই ওপারের নৌকোর প্রদীপের আগুনে টিকে ধরা'বার যত্ন ক'র্‌ল। টিকে ধ'র্‌ছে না দেখে' আর এক গুলিখোর প্রথম গুলিখোরের হাত হ'তে টিকেটা কেড়ে নিয়ে আর একটু দূরে হাত এগিয়ে ধ'র্‌ল! জগতের অভিজ্ঞতাবাদি-দলেরও ঠিক এইরূপ গুলিখোরের মত প্রয়াস! মাঝে এক মাইল, দেড় মাইল নদী, কিন্তু এপারে ব'সেই ওপারের আলোয় টিকে ধরা'তে চায়! জগতের বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে বিরজা-নদীর পরপারের আলোককে স্পর্শ ক'র্‌তে চায়!

আর এক অভিজ্ঞতাবাদী এসে ব'ল্লে,—তোমার অভিজ্ঞতার হাতটা আর একটু এগিয়ে ধর। অভিজ্ঞতার হাত বৈকুণ্ঠের আলোক ছুঁতে পারে না; অভিজ্ঞতার হাত অতদূর প্রসারিত হ'তে পারে না; তাই অনেক সময় এই অভিজ্ঞতা-বাদীদের খুবই পরিশ্রান্ত হ'য়ে নির্ব্বিশেষবাদী হ'য়ে প'ড়্‌তে হয়—series expand ক'র্‌তে গিয়ে 'to infinity' ব'লে হাঁপ ছাড়্‌তে হয়।

## অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গী

নশ্বর কর্ম্ম-চেষ্টাপরায়ণগণের মত নির্ব্বোধ এজগতে আর কেউ নেই; তা'দের 'নেতা' মনে ক'রে যা'রা দৌড়ুচ্ছে, তা'রা মরীচিকায় কোনদিনই জল পাবে না। কর্ম্মবীরদের প্রস্তাবিত উপকারটা লোকে ক'দিন পা'বে? কে পা'বে? কোন্ স্থানে পা'বে—এ-সব কথা একবারও চিন্তা না ক'রে শতকরা প্রায় শতজনই ভুল পথে ধাবিত হ'চ্ছে! একমাত্র শ্রীচৈতন্যপদরেণুর সেবা যাঁ'দের চেতনে কিঞ্চিন্মাত্রও উন্মেষিত হ'য়েছে, তাঁ'রাই ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ইন্দ্রাদি দেবতার আধিকারিক পদবী তুচ্ছ জ্ঞান করেন—মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করেন। **ভুক্তি ও মুক্তিকে প্রতিরোধ করার নামই ভক্তি।** শ্রীচৈতন্যদাসগণ ভুক্তি-মুক্তির ভিখারী ন'ন—তাঁ'রা কপট ন'ন, তাঁরা জানেন—

"ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

## জীবের আত্মবঞ্চনা ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ার কার্য্য

অহো! অচৈতন্য-দাসগণই আজ জগতে 'চৈতন্যদাস' ব'লে গণিত হ'চ্ছে! আমরা যদি তা'দের 'ভক্ত' ব'লে মনে করি, তা'হলে আমাদের মত নির্ব্বোধ লোক আর কে আছে? চৈতন্যচন্দ্রের চরণে পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানের নামে কুঠারাঘাত ক'র্‌ছে জগতের ৯৯.৯. লোক। জগতের শতকরা প্রায় একশ'জনই ঐরকম। ঐরকম লোকের ভ্রম অপনোদন করাই সবচেয়ে বড় দয়ার কাজ। সেটা শ্রেয়ঃ-পথ, প্রেয়ঃপথ নয়—সেটা Flattery নয়—মূর্খ লোককে 'পণ্ডিত' ব'লে সার্টিফিকেট্ দেওয়া নয়। চৈতন্য-দেবের প্রত্যেক ক্রিয়ায় বর্ত্তমান ভোগপর নির্ব্বুদ্ধিতার কোন সমর্থন নাই।

## শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম ও খৃষ্ট-ধর্ম্ম

মিশ্রিক্ থেকে নৈমিষারণ্যে আস্‌বার পথে Rev. Stanley Jones সাহেবের সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা হ'ল তাঁ'কে Kennedy সাহেবের কথা ব'ল্‌লাম। Kennedy সাহেব তাঁ'র 'Chaitanya Movement' বইয়ে শ্রীচৈতন্য-দেবের ধর্ম্ম কিরকম বিকৃতভাবে বর্ণন ক'রেছেন! Kennedy সাহেব শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মকে খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা কম নৈতিক ব'লে মনে করেন! আমি Rev. Stanley Jones

সাহেবকে ব'ল্লাম যে, বর্ত্তমান প্রচারিত খৃষ্টধর্ম্মও নৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে—যদি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত চৈতন্য-দাসের কাছে চৈতন্যচরিত আলোচনা করেন।

## মনগড়া-গৌরাঙ্গবাদ বা পৌত্তলিকতা

মানুষের কাণে চৈতন্যদেবের একটী কথাও যাচ্ছে না; চৈতন্যদেবকে নিজের মনগড়া-মত এঁকে—অখণ্ড-চৈতন্যকে—অদ্বয়জ্ঞানকে 'আমার গৌরাঙ্গ', 'তোমার গৌরাঙ্গ,' 'ভূত-প্রেতবাদীর গৌরাঙ্গ,' 'ইন্দ্রিয়তর্পণকারীর গৌরাঙ্গ', 'আউল-বাউল-কর্ত্তাভজা-কিশোরীভজা-নেড়া-নেড়ী-সখীভেকী-নব-রসিকের গৌরাঙ্গ', 'প্রাকৃত-সহজিয়ার গৌরাঙ্গ', 'নাগরীর গৌরাঙ্গ', 'অন্যাভিলাষীর গৌরাঙ্গ', 'কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগীর গৌরাঙ্গ', 'স্মার্ত্তের গৌরাঙ্গ' প্রভৃতি কত কি ক'রে ফেল্ছে! এ-গুলো—সবই ব্যক্তিবিশেষের মনগড়া পৌত্তলিকতা।

## শ্রীচৈতন্যদেব মনোধর্ম্মীর কল্পনায় কবলিত নহেন

সাধুগণের বিশুদ্ধচিত্তে, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনে যে অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয়, সেইটীই কৃষ্ণের বাস্তবস্বরূপ। তা' পরিত্যাগ ক'রে মানুষের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কামনার জড়-কল্পনায় যে-সমস্ত কৃষ্ণের (?) মূর্ত্তি আঁকা হয়, যেমন—'রবিবর্ম্মার কৃষ্ণ', 'ক'ল্কাতার আর্ট স্কুলের কৃষ্ণ', 'বাঙ্গালার কৃষ্ণ', 'বোম্বাইর অঙ্কিত কৃষ্ণ', 'জার্ম্মেণীর চিত্রিত কৃষ্ণ' এ-গুলো যেমন সবই মনগড়া পুতুল, তেমন 'আমার

গৌরাঙ্গ', 'তোমার গৌরাঙ্গ', 'সহজিয়াদের গৌরাঙ্গ', 'স্মার্ত্তের গৌরাঙ্গ', 'নাগরীর গৌরাঙ্গ',—সবই পুতুল—সবই মায়া—সব অচৈতন্য। গৌরাঙ্গ 'পুতুল' ন'ন; তিনি পূর্ণচেতন—স্বয়ং ভগবান্; বদ্ধজীবের মনগড়া পুতুল না হওয়াতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি বিশ্বের কোন অচৈতন্য জীবের দ্বারাই নিয়মিত হন না। অচৈতন্য জীব শ্রীচৈতন্যকে অচেতন-মনোধর্ম্মের কারখানায় অচেতনের ছাঁচে ঢেলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পুতুলরূপে ইচ্ছামত পিটে গ'ড়ে নিতে পারে না।

## শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে বহির্ম্মুখ-মনোধর্ম্মিসমাজের অঙ্কিত বিকৃতচিত্র; শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর অন্য নবীনমতের অপ্রয়োজনীয়তা

শ্রীচৈতন্যদেবকে লোকে এমন ক'রে এঁকেছে যে, 'চৈতন্যদেবের চরণানুচর' ব'লতে গিয়ে আমাদিগকেও লজ্জার পাত্র ক'রে ফেলেছে! আমাদের এমনই পোড়াকপাল যে, শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের পর আমাদের দেশে আবার নানা বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হ'ল। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের সনাতনী কথা শুন্‌বার কাণ করিনি ব'লে আমাদের দেশে নবীন-মতের সৃষ্টি হ'য়েছে ও হ'চ্ছে। শ্রীচৈতন্য বাংলার দ্বারে-দ্বারে

অযাচকে সকলকে চেতনোন্মুখ কর্‌বার জন্যে হরিদাস ও নিত্যানন্দকে প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। আমরা যে নিত্য-হরিদাস—চেতনের নিত্য-সহজ-ধর্ম্ম যে হরিদাস্য—হরিদাস্যই যে নিত্যানন্দ দান ক'র্‌তে পারে—যা'তে খণ্ড, অনিত্য-আনন্দের তৃষ্ণা আর থাকে না—যা'তে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হয়, আমরা চৈতন্যদেবের সেই কথায়ই উদাসীন হ'য়ে—আমাদের ঘরের অমূল্য নিধি ছেড়ে' বাইরে কাচ অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছি!

## কর্ম্মীর কল্পনা বা ছেলে-ভুলানো ছড়ার ন্যায় ভক্তিকথা নহে; 'গৌড়ীয়'-পত্র ও "গৌড়ীয় মঠ"

আমরা 'ব্যাঙের আধুলি-সম্বল' কর্ম্মকাণ্ড নিয়ে ভগবদ্-ভক্তের কার্য্যকলাপের সমালোচনা ক'র্‌তে যাই! আমরা মনে করি,—"চাঁদ আয়, চাঁদ আয়, আমার যাদুমণির কপালে টিপ্ দিয়ে যা"—এই রকম ছেলে-ভুলানো ছড়ার মতই বুঝি ভগবদ্ভক্তির কথা! **বহু নিষ্কপট ও সমর্থ লোকের সঞ্চিত বহু গ্যালন রক্ত—'গৌড়ীয়'-পত্র আর 'গৌড়ীয়-মঠ'। বাহ্যদর্শনে—অন্য লোক হ'তে Suck-up-করা—ভগবানের সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত রক্ত। তথাপি লোকে শ্রীচৈতন্যের কথা একান্তভাবে শুনুক্—বুঝুক্—আর নিজেদের সত্যিকার মঙ্গল গ্রহণ করুক্।**

## বহির্ম্মুখ মানব-সমাজ ও শ্রীচৈতন্যজন-সম্প্রদায়

মানবজাতি ব'ল্‌ছে,—"প্রত্যক্ষবাদের কথার দ্বারা যদি সময় নষ্ট ক'র্‌তে পারেন—সে-সকল কথার যদি ইন্ধন দিতে পারেন—রোগি-সমাজের যদি dictation শুন্‌তে পারেন, তা' হ'লেই আপনাদের 'সাধু' ব'ল্‌ব।" আমরা জনসমাজের কাছে ওরকম 'সাধু হওয়ার প্রতিষ্ঠা'কে মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন ক'রে প্রকৃত চৈতন্যচরণানুচর সাধুগণের পথ অনুসরণ ক'র্‌ব।

## গৌড়ীয়মঠ—আনুকরণিক প্রতিষ্ঠান বা কাপট্য-নাট্যের রঙ্গালয় নহে

গৌড়ীয়-মঠের প্রচার আরম্ভ হ'লে হাওড়ার কএকজন উকিল ব'ল্লেন, অমুক মিশনের সঙ্গে ত' আপনারা যোগদান ক'র্‌তে পারেন। আমরা ব'ল্‌লাম,—**ওরকম হাজার হাজার মিশনের প্রস্তাবিত পথের সম্পূর্ণ বিপরীত হ'চ্ছে আমাদের পন্থা।** তাঁ'রা ব'ল্লেন,—তা'হ'লে ত' আপনাদের বড় অসুবিধার কথা, আপনাদের কথায় 'দয়া' নেই। আমি ব'ল্লাম,—এর দ্বারাই একমাত্র প্রকৃত দয়া হ'বে, আর জগতের প্রস্তাবিত দয়া—দয়ার আপাতমনোহারিণী মূর্ত্তিগুলি যে 'দয়া'র নামে প্রচ্ছন্নমূর্ত্তিমতী হিংসা—আমি এই কথা প্রমাণ কর্‌বার ভার গ্রহণ ক'র্‌লাম; যিনি পারেন, খণ্ডন করুন। কেউ ব'ল্লেন,—Maternity

home করাই মহাপ্রভুর দয়ার উদাহরণ। পাশ্চাত্য দেশের Maternity homeএর অনুসরণে লোক-দেখানো গলায় মালা দেওয়া-লোক দু'পয়সা পকেটস্থ কর্‌বার জন্যে, আর দয়া কর্‌বার নাম ক'রে নিজের ব্যভিচারটা গোপনে চালা'বার জন্যে ঐ সমস্ত কারখানা খুলে, লোকগুলিকে অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীচৈতন্যের দয়া বুঝ্‌তে বাধা দিল। সে-রকম ধরণের কাজে লোকপ্রিয়তা কেনা যেতে পারে, কিন্তু সেরকম আত্ম-বঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মহাপ্রভুর অকৈতব দয়া-ধর্ম্মের কাছ্‌ থেকে বহুযোজন দূরে। আচারহীনা নারীগণকে প্রসব করিয়ে রক্ষা করা—নীতিশাস্ত্রের নামে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া অনেক স্থানে মহাপ্রভুর দয়ার উদাহরণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! **গৌড়ীয়মঠ ব'ল্‌ছেন,—এ-সকল ভণ্ড-গুলোকে** Indian Penal Code **যে শাস্তি দিতে পারে না, তা' অপেক্ষাও অধিক শাস্তি দেওয়া আবশ্যক।** মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের দণ্ডলীলায় এ শিক্ষা দিয়েছিলেন। হরিদাস ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে মহাপ্রভুর সেবার নাম ক'রে মাধবীমাতার নিকট হ'তে তণ্ডুল ভিক্ষা ক'রেছিল। সেই হরিদাসের উপর বিধাতার death sentence ব্যবস্থাপিত হ'য়েছিল। ত্যাগীর বেশ নিয়ে পরদার হরণ কর্‌বার প্রবৃত্তি—কৌপীন নেবার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গোপনে কপটতা-ধর্ম্মবশে পরদার হরণ কর্‌বার প্রবৃত্তি যা'র, চৈতন্যদেবের দুয়ারে তা'র 'দ্বার-

মানা'—চৈতন্যদেব বা তাঁ'র দাসগণ তা'র মুখ-দর্শন করেন না—তা'র শাস্তি নদীতে ডুবে মরা—

"প্রকৃতি দর্শন কৈলে ঐছে প্রায়শ্চিত্ত।"

( চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য় পঃ )

## রসগান ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ

প্রবঞ্চকের কপটতা-লাম্পট্য নষ্ট কর্‌বার জন্যে কামদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলা ইহজগতে প্রকাশিত। **শ্রীনিবাস, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর নাম দিয়ে যে রাইকানুর গান হ'চ্ছে, গৌড়ীয়মঠ তা'র বিরুদ্ধে প্রচারক; কিন্তু রাইকানুর শুদ্ধগীতিতে নিজ-নিত্য-মঙ্গল-সাধনই আবার মঠের প্রচার।** শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরকম কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালুব্ধ বদ্ধজীবগণকে কখনই পাশমুক্ত সদাশিবের পানযোগ্য কালকূট পান ক'র্‌তে যেতে দেবেন না। এটা দেখ্‌তে আপাততঃ বড় নির্দ্দয়তার কার্য্য, কিন্তু গৌড়ীয় মঠ জীবকে ওরকমভাবে বঞ্চনা ক'রে বদ্ধ-জীবের রুচির অনুকূল প্রেয়ো জিনিষগুলি যুগিয়ে দিয়ে তা'দের ভীষণ হিংসা কর্‌বার পক্ষপাতী ন'ন। **রোগীর কটূক্তি সহ্য ক'রে—রোগি-সমাজের কাছে আপাত-অপ্রিয় হ'য়েও গৌড়ীয়মঠ রোগিকুলের পরিণামে মঙ্গল দেখ্‌ছেন। এটা কত বড় প্রতিষ্ঠাত্যাগ—কত বড় পরোপকার-প্রবৃত্তির পরিচয় বঞ্চিত মনুষ্য-সমাজ তা' বুঝ্‌বে না।**

## পারমার্থিক রাজ্যে যুগান্তরের ইতিহাস

**গৌড়ীয়-মঠের প্রচারের মত জগতের পারমার্থিক ইতিহাসে এমন মহা-বিপ্লবের ইতিহাস আর ক'টা হ'য়েছে, পারমার্থিকগণই তা' বিচার ক'র্‌বেন।** শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক লোক আত্মোৎসর্গ ক'রেছেন, মানুষের কাছে যেটা প্রথম-মুখে সম্পূর্ণ অভিনব—কত বড় একটা বিপ্লব, সেইরকম কথা প্রচার ক'র্‌ছেন। তাঁ'রা জগতের লাখ্‌ লাখ্‌ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের ভয়ে ভীত ন'ন—তাঁ'রা লম্পটগণের কাপট্য-লাম্পট্যকে প্রশ্রয় দেবার জন্যে প্রস্তুত ন'ন। জগতের অসংখ্য অসংখ্য কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-জীবনের দুর্ব্বুদ্ধি একচ্ছত্র—অপ্রাকৃত রাজরাজেশ্বর বিশ্বম্ভরের রাজস্ব অপহরণ কর্‌বার জন্যে যে-সমস্ত Policy devise ক'র্‌ছে (মতলব আঁট্‌ছে), সেই দুর্ব্বুদ্ধিকে গৌড়ীয়মঠ যূপকাষ্ঠে বলি দিতে প্রস্তুত; তাঁ'রা জগতের কাছে এক পয়সা চান না, তাঁ'রা জগৎকে পূর্ণ বস্তু—চেতন বস্তু চৈতন্যদেবকে সম্পূর্ণভাবে প্রদান ক'র্‌তে চান। তাঁ'রা বলেন,—যা'র কাছে যা' কিছু সম্পত্তি গচ্ছিত আছে, সব সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণের চরণে ডালি দাও। যাঁ'রা যাঁ'রা সর্ব্বস্ব ভগবানের চরণে দিতে প্রস্তুত, গৌড়ীয়মঠ তাঁ'দের ভগবৎপাদপদ্মের পূর্ণ সন্ধান দিয়ে থাকেন।

## গৌড়ীয়মঠের সাময়িক উৎসবাদির উদ্দেশ্য

গৌড়ীয়মঠ খাওয়া-দাওয়ার জন্যে একটা 'আড্ডা' নয়—

মলমূত্রের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্যে খাওয়া-দাওয়া বা ধূম-পানের দোকান খোলা গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য নয়। ধূম-ধামপ্রিয়, কৃষ্ণভক্তি ছাড়া ইতরকার্য্যতৎপর ব্যক্তিগণকে সত্যকথা শুন্‌বার অবসর দিবার জন্যে—তা'দের মঙ্গল কর্‌বার জন্যেই গৌড়ীয়মঠের উৎসবাদি।

## ভগবান্‌কে 'নিরাকার' প্রতিপন্ন করিবার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য

কৃষ্ণের উৎকট প্রেমাকে নাকচ্ ক'রে নিজের ঘৃণিত লাম্পট্য বৃদ্ধি কর্‌বার জন্যে আমরা ভগবান্‌কে "নিরাকার"-শব্দে অভিহিত ক'র্‌তে চাই। ভগবানের নিত্যরূপ নেই—ভগবান্ হস্তপদাদি-রহিত হ'লেই আমরা রূপবান্ ও হস্ত-পদাদি-সহিত হ'য়ে বেশ দুনিয়া লুট্‌তে পারি। আর ভগবানের যদি রূপ না থাক্‌ল—চক্ষু না থাক্‌ল, তা' হ'লে আমরা গোপনে ব্যভিচার করি আর যা'ই করি না কেন, ভগবান্ ত' আর তা' দেখ্‌তে পাবেন না! আমরা মনে করি, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাগুলি কিম্বা এই দুনিয়াটা আমাদেরই ভোগ্য; ভগবানের ভোগ্য নয়। এই হেতু ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ কর্‌বার জন্যে আমাদের আন্তরিক চেষ্টা। **এক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত** কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী—সকলেই ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ ক'র্‌তে চান। **জগতের সকল মনোধর্ম্মী লোকেরই ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ কর্‌বার জন্যে আন্তরিক চেষ্টা!** তা'রা

মনে করেন,—ভোগ আমরা ক'র্‌বো, প্রতিষ্ঠা আমরাই পাবো—ভগবান্ পাবেন কেন ?

## স্বরাট্ পুরুষে পরা ও অপরা নীতির চিৎসমন্বয়

কিন্তু গৌড়ীয় মঠ শ্রুতির অনুসরণ ক'রে বলেন,—ভগবান্‌ই সব ভোগ ক'র্‌বেন—ভগবানেই উৎকট আসক্তি থাক্‌বে। একটা বিচারে ও ভাষায় যা'কে 'লাম্পট্য' বলা যায়, আবার আর একটা বিচারে ও ভাষায় স্থানান্তরে তা'কেই 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতি' বলা যেতে পারে ; যখন পরা ও অপরা সকল সম্পদের মালিকই কৃষ্ণ, তখন তাঁ'র সম্পত্তি তিনি ভোগ ক'র্‌বেন—এতে অনৈতিকতা বা কিছু আপত্তিজনক লাম্পট্য থাক্‌তে পারে না। আবার এ-জগতের জীবের পক্ষে যে লাম্পট্যটা অত্যন্ত হেয়—ঘৃণিত, সেইটাই কৃষ্ণের পক্ষে অনিন্দ্য, চিদ্ধামে পরমোপাদেয় ও নিত্যরসের চমৎকারিতাবর্দ্ধনকারী।

## ভোগী ও ত্যাগীর মধ্যে স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্য-মাত্র ভেদ

আত্মবঞ্চক লুব্ধ ভোগিসম্প্রদায় ও ত্যাগিসম্প্রদায়ের মাথায় কৃষ্ণের ভোগের কথা প্রবেশ করে না। স্থূলবুদ্ধি ভোগিসম্প্রদায় মনে করে,—"নরকে যা'বার জন্যে ভোগ ক'র্‌বো ত' আমরা ; আমরাই দোলা ঘোড়া চ'ড়্‌বো—অট্টালিকায় বাস ক'র্‌বো—ভাল ভাল রূপ দেখ্‌বো—

সুন্দর গন্ধ শুঁক্‌বো—চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় আস্বাদন ক'র্‌বো—মধুর স্বর শুন্‌বো—কোমল জিনিষ স্পর্শ ক'র্‌বো!" আর ত্যাগী ও-গুলিকে বেশী দিন ভোগ ক'র্‌তে পারে না ব'লে, স্ত্রৈণের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করার মত ভোগ্য বস্তুগুলির উপর ক্রোধ ক'রে একটা ফল্গু-ত্যাগের পোষাক নিয়ে থাকে। **ত্যাগী—অতৃপ্ত-আসক্ত ক্রোধী ও ভোগী মাত্র। ওরকম ত্যাগ ও ভোগের কথা গৌড়ীয়মঠ বলেন না। গৌড়ীয়-মঠ বলেন,—কৃষ্ণই অদ্বিতীয় ভোক্তা, কৃষ্ণই দোলা-ঘোড়া চ'ড়্‌বেন—কৃষ্ণই অট্টালিকায় বাস ক'র্‌বেন—কৃষ্ণের নয়নোৎসবের জন্যেই যাবতীয় রূপ—কৃষ্ণের ঘ্রাণোৎসবের জন্যেই যাবতীয় সুগন্ধ—কৃষ্ণের জিহ্বার লাম্পট্য-বর্দ্ধনের জন্যেই যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোজ্যসামগ্রী—কৃষ্ণের মুক্ত-প্রগ্রহ-স্পর্শ-মহোৎসবের জন্যেই যাবতীয় সুকোমল বস্তু।** ইহজগতে যা'রা পরমভোক্তা কৃষ্ণের সেবা বিস্মৃত হ'য়ে এক একটা ছোট-খাট 'কৃষ্ণ' সেজে ব'সেছে, তা'দের বিদ্ধ কর্‌বার জন্যে মায়া রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের এক একটী টোপ ফেলেছে।

## গৌড়ীয়মঠের ত্যাগ ও 'ত্যাগ'-শব্দের সাধারণ রূঢ়ি

মহাপ্রভুর ভক্তগণের ত্যাগ—গৌড়ীয় মঠের ত্যাগ—

ফল্গুত্যাগীর ভূয়ো ত্যাগের মত নহে। কেউ ব'ল্লেন, ইনি দশহাত কাপড় ত্যাগ ক'রে পাঁচ হাত কাপড় প'র্‌ছেন —কেউ ব'ল্লেন, তিনি জুতো ত্যাগ ক'রেছেন—কেউ ব'ল্লেন, তিনি খাওয়া পরিত্যাগ ক'রেছেন ; এ-সব ত্যাগের চেহারা ভোগীর কাছে বাহাদুরী নিতে পারে বটে, কিন্তু মহাপ্রভুর ভক্তগণের কাছে এ-গুলির কপটতা ধরা পড়ে।

## গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের চরিত্র

গৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত ধন-প্রাণ ভগবানের উপলব্ধি করিয়ে দিচ্ছে। যাঁ'র যে পরিমাণে উপলব্ধি, তিনি তা'তে সেই পরিমাণে সহায়তা ক'র্‌ছেন। Stipend-holder পুরুতশ্রেণী—গুরু-শ্রেণীর মত নিজে খাবো দাবো আর কতকগুলো মরণশীল আত্মীয়স্বজন-নামধারীর ব্যভিচার-লাম্পট্য—ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রশ্রয় দেবো, এজন্যে গৌড়ীয় মঠ এক কাণা-কড়িও কখনো সংগ্রহ করেন না। **গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তা'র শেষ 'পাই' পর্য্যন্ত জগতের ( ভ্রান্তিজন্য ক্লেশ-পর ) ইন্দ্রিয়তর্পণ বন্ধ ক'রে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথায় ব্যয়িত হয়।** গৌড়ীয়-মঠের লোকেরা বেশী মোহনভোগ খেতে পারেন না—চা, পান, ডিম্ব, কর্কট, রক্তমাংস, তামাক, নস্য, চুরুট প্রভৃতি পান-ভোজনে ও সিল্কের গেরুয়া-পরিধানে রত হ'তে পারেন না ; সকল

প্রকার বোগড়া মোটা চা'ল, বিশ্বম্ভর যা' কৃপা ক'রে প্রদান করেন, সেইটী অত্যুত্তম প্রসাদ-রূপে গ্রহণ করেন—উদয়াস্ত ভগবৎসেবার জন্যে নিযুক্ত থাকেন।

## শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরজনের পতাকাবাহী শ্রীগৌড়ীয় মঠ

চৈতন্যচন্দ্র ৪৪০ বৎসর পূর্ব্বের লোক—তিনি ম'রে গেছেন, এরূপ নয়; তিনি নিত্যকাল আছেন—তিনিই গৌড়ীয় মঠকে নিত্যকাল এই কার্য্যে নিযুক্ত ক'রেছেন। শ্রীগৌরহরি জগতের অতিবিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ জনগণকে দিয়ে মঠবাসীকে দণ্ডিত জীবের মত কেবল ব্যবহারিকদুঃখও প্রদান করেন না; সেজন্য বৈষ্ণবে গুরুবুদ্ধি-বিচার নষ্ট না ক'রে মঠসেবকের সেবকগণ তাঁ'দের সেবা করেন। মূঢ়গণেরও হিংসা ক'রতে দেন না।"

## শ্রেষ্ঠ-রাজনীতিজ্ঞ হুসেনসাহ অপেক্ষাও অপ্রাকৃত-রাজনীতিজ্ঞ দবিরখাস ও সাকর-মল্লিকের বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন

গৌড়াধিপতি হুসেনসাহ একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতি-বিশারদ ও অদ্ভুত প্রতিভাশালী বিচক্ষণ-ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারই দুই হস্তরূপে দবিরখাস ও সাকরমল্লিক গৌড়রাজ্য পরিচালনা করিতেন। বস্তুতঃ দবিরখাস ও সাকরমল্লিকই রাজ্যপরিচালনে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। বিচক্ষণ গৌড়াধিপতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দবির ও সাকরের বুদ্ধিমত্তা

তাঁহার সুচতুরা বুদ্ধি অপেক্ষাও অনেক বেশী। তাই তিনি তাঁহাদের দুইজনের পরামর্শানুসারে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। সাকর মল্লিক যখন "অস্বাস্থ্যের ছদ্ম" করিয়া পণ্ডিতবর্গের সহিত ভাগবতালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন চতুর হুসেন সাহ স্বয়ং সাকরের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সাকরের বাসভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কারণ হোসেনসাহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ঐ দুইভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার রাজ্য অন্ধকার হইবে। এই জন্যই গৌড়েশ্বর সাকর মল্লিককে নিজ করতলে রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা দেখাইতে গিয়া সাকরকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

কিন্তু গৌড়েশ্বরের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চতুরতা দবিরখাস ও সাকরমল্লিকের অমানুষী সুবুদ্ধি ও সুচতুরতার নিকট পরাভূত হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ-রাজনীতিবিশারদ বিচক্ষণহুসেনসাহ একদিন গৌড়ের রামকেলিগ্রামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আগমনবার্ত্তা ও তৎপ্রভাব শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"বিনা দানে এত লোক যাঁ'র পাছে হয়।
সেই ত' গোসাঞা, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৬৯)

গৌড়েশ্বরের এই বাক্যে তাঁহার অসাধারণ রাজনৈতিক প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু দবিরখাস ও সাকরমল্লিক গৌড়েশ্বর অপেক্ষাও অতুলনীয়া, কোটীগুণে স্বভাবসিদ্ধা অমানুষী বুদ্ধিমত্তায় অধিষ্ঠিত ছিলেন

বলিয়া হুসেনসাহ যে "গোসাঞা"র প্রভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, সেই অদ্বিতীয় অতিমর্ত্ত্য স্ববাট "গোসাঞা"র পদাঙ্ক "বিনা দানে" অনুসরণ করিবার জন্য তাঁহারা হুসেনসাহের প্রভূত 'দান' কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজনীতি-বিশারদ হুসেন সাহ—"বিনা দানে এত লোক যাঁ'র পাছে হয়"—এই কথাটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া যথেষ্ট নীতি-নিপুণতার পরিচয় দিলেও দৈবীমায়ায় তাঁহার বুদ্ধি আচ্ছন্ন বলিয়া—তাঁহার মন্ত্রী দবিরখাসের—"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর-কোশলা। ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥"—এই বাক্যে যে অধিকতর রাজনীতির অভিজ্ঞতা আছে, তাহা হুসেন সাহ প্রাকৃত ভূমি ও রাজ্যের অধিপতি হইয়া অনুসরণ করিতে পারেন নাই; আবার উহা অপেক্ষাও—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥"

—এই বাক্যে যে অতিমর্ত্ত্য রাজনীতিচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা আছে—যে নীতি বৈকুণ্ঠ, অযোধ্যা, দ্বারকা প্রভৃতি অতিমর্ত্ত্যা রাজনীতির নিকট পরাভূত হইয়াছে,—যে নীতি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শ্রীমুখ-গঙ্গা হইতে প্রকটিত হইয়া শ্রীরূপ ও অকপট শ্রীরূপানুগসম্প্রদায়ে গুহ্যতম সাম্প্রদায়িক রহস্যরত্নরূপে গুপ্তসেবার ভজনসম্পুটে

সংরক্ষিত আছে, সেই রহস্যরত্নের সন্ধান জগতের স্বল্পবুদ্ধি লোক ত' দূরের কথা, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠমনীষিগণ—এমন কি বৈকুণ্ঠের উপাসকগণ পর্য্যন্ত ধারণায়ও আনিতে পারেন না।

## অপ্রাকৃত পারকীয়রসাশ্রিত রূপানুগ-গণের ভজনের মূলমন্ত্র

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু" এই শ্লোকটী প্রকৃত গৌড়ীয়গণের—রূপানুগ-গণের ভজনের মূলমন্ত্র, এই শ্লোক-কল্পবৃক্ষ হইতেই গৌড়ীয়ের সহস্রারের মূলমন্ত্রদ্বয় পুষ্পরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥"

## সূর্য্যপূজায় বহির্ম্মুখবঞ্চনা ও স্বাভীষ্ট-সেবা

'পরব্যসনিনী নারী' শ্লোকটিই শ্রীরূপানুগ ও রাগানুগ গৌড়ীয়গণের গুহ্যতম ভজন সূর্য্য-পূজার মূলমন্ত্র। এই কথা শৈব্যা ও পদ্মার নীতি-বিশারদ বঞ্চিত নয়নিপুণ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারে না—কোন কালে ধরিতে পারে না।

শ্রীবার্ষভানবী ও তৎপক্ষীয় সেবকবৃন্দের সূর্য্য-পূজার জন্য যে-সকল আয়োজন, আড়ম্বর, ব্যস্ততা, কর্ম্মপরতা, তাহা দেখিয়া বঞ্চিত ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন, সূর্য্যপূজার জন্যই বুঝি হরিপ্রিয়তমার এত চেষ্টা! কিন্তু

যাঁহার পাতিব্রত্যের কোট্যংশের নিকট লক্ষ্মী, অরুন্ধতী শচীদেবী পর্য্যন্ত পরাভূত, সেই শ্রীবার্ষভানবী কৃষ্ণপূজা-ব্যতীত—কৃষ্ণ-সেবা-চেষ্টা-ব্যতীত অন্য কিছুই অবশেও করিতে পারেন না। বহিরঙ্গলোক যাহাকে 'সূর্য্য-পূজা' দেখেন, তাহা কেবল ভজনসুচতুরার বহিরঙ্গ-বঞ্চন-বিদ্যার দ্বারা নিজভজনের পরিপুষ্টির চেষ্টা—সূর্য্যের অভ্যন্তরে 'অতুল শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি'র সেবা-সঙ্গের জন্য অভিসার।

## ধর্ম্মকামীর সূর্য্য-পূজা ও "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম" শিক্ষায় শিক্ষিত ভাগবতগণের বিচার

ধর্ম্মকামী সূর্য্য-পূজা করেন, আর 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এই ব্রজের ভজন-কথা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আর্য্য-পথ-পর্য্যন্ত পরিত্যাগের উপদেশ যাঁহাদের আত্মবৃত্তিতে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহারা অনেক অধিক সুচতুর; তাই ধর্ম্মকামী প্রভৃতিকে ভোগা দিয়া আর অভিমন্যুর অধস্তন ও আত্মীয়স্বজনকে * বঞ্চনা করিয়া ধর্ম্মকামীর মুখোসে তাঁহারা তাঁহাদের একমাত্র নিত্য পতি, প্রভু, বান্ধব কৃষ্ণের সেবা করেন। সূর্য্যপূজার পৌরোহিত্যের ছলনায় 'কৃষ্ণে'র

---

* যাঁহারা কৃষ্ণের নিত্যসেবক-সম্প্রদায়কে ও কৃষ্ণসেবক-সম্প্রদায়ের সেবকগণকে নিজেদের ভোগ্য বিচার করেন—বাহ্যদর্শনে পত্নী, পুত্র, সমাজ, দেশ বা রাজ্যের লোক বিচার করেন।

নিজ-প্রেষ্ঠের সহিত মিলন ও সূর্য্যপূজার ছলনায় সেবক-গণের কৃষ্ণসহ মাধ্যাহ্নিক মিলনের গুহ্যতমা সেবা-কথা সাধারণ নারায়ণোপাসক ত' দূরের কথা, অনেক কৃষ্ণো-পাসকগণও বুঝিতে পারেন না। যাঁহারা কেবল কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠের অকৈতবসেবক, তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম অবঞ্চিত হইয়া ধরিতে পারেন।

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বরূপদর্শনে বঞ্চিত কাহারা ?

যাঁহারা কপটতাক্রমে আপনাদিগকে 'রূপানুগ' বা 'রাগানুগ' বলিয়া পরিচয় দেন, যাঁহারা একমাত্র অকৈতব কীর্ত্তনের পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়তর্পণের পথকে 'সেবার পথ' বলিয়া গ্রহণ করেন, যাঁহারা শ্রীরূপের উপদেশামৃত নিরন্তর পান না করেন, যাঁহারা প্রাকৃত-রস-শতদূষণী-দ্বারা নিরন্তর 'শ্রীনামহট্টের ঝাড়দারে'র অনুগ-সেবায় নিযুক্ত না হন, তাঁহারা শ্রীরূপানুগগণের কীর্ত্তন-প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য—বিচার-আচার প্রভৃতি বুঝিতে না পারিয়া বাহিরের মুখোসমাত্র দর্শনে অনেক সময়ই বঞ্চিত হন।

## বঞ্চিত হওয়ার কারণ কি ?

যাহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচার, আচার হইতে বাহ্যতঃ বহুদূরে থাকিয়া সমসাময়িক জগতের নানাপ্রকার বহি-র্ম্মুখতার উত্তাল তরঙ্গে—গণমতের রঙ্গিণ মোহে মত্ত,

ধাবিত ও নিমজ্জিত, তাহাদের কথা ত' দূরে থাকুক, যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচার ও আচার বাহ্যতঃ শ্রবণ ও দর্শন করিয়াছেন, মনে করেন, তাঁহারাও নানাপ্রকার অন্তর্নিহিত গুপ্ত ও কপট অন্যাভিলাষের স্বচ্ছ(?)যবনিকার মধ্য হইতে দেখিতে গিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠকে যেরূপ বিকৃতভাবে দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে গৌড়ীয়মঠের সূর্য্যপূজার বাহ্য আড়ম্বরই দেখিয়াছেন এবং সেইরূপভাবে দেখিয়া তাঁহারা ধার্ম্মিক বা কর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত অকৈতব ও অব্যবহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট না হওয়ায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তিত সূর্য্যপূজার গুপ্তরহস্য ও উদ্দেশ্য তাঁহাদের শ্রুতিপথ দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করে নাই; শৈব্যানীতি, পদ্মানীতিই 'মগজে' নানা আকারে প্রবল হইয়া রহিয়াছে, তাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে তাঁহারা চিরবঞ্চিত।

## অক্ষজ দর্শনে বিপদ্

আমরা কেহ গৌড়ীয়মঠের দালান-কোঠা দেখিয়াছি, কেহ বা মোটরগাড়ী দেখিয়াছি, কেহ বা মহামহোৎসবের খাদ্য-বৈচিত্র্য দেখিয়াছি, লোক-জন-প্রতিষ্ঠা দেখিয়া সেই সকলে ভোগ-বুদ্ধি করিয়াছি, কেহ বা অন্তরে তাহা ভোগ করিবার পূর্ণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঐ সকল ভোগ করিতে না পারায় গৌড়ীয়মঠের ঐ সকল প্রচার-ঐশ্বর্য্যকে রূপানুগ-পথের বিপরীত মনে করিয়া বঞ্চিত হওয়াকেই—কীর্ত্তনের পথ ছাড়িয়া কল্পনার পথকেই 'রূপানুগপথ'

কল্পনা করিতে করিতে নানা-অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছি!

## শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকৃত স্বরূপ কি?

সাধু সাবধান! ইহা গৌড়ীয়মঠের স্বরূপ, প্রচার, আচার বা উদ্দেশ্য নহে। গৌড়ীয়মঠের পথ একমাত্র শ্রীরূপানুগবর্য্যের প্রদর্শিত একায়ন পথ, তাহাতে শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অকৈতবসেবার ভজনসুচাতুরী বিদ্যমান। যাহাকে আমার ভোগনেত্র ও ভোগময় মস্তিষ্ক ইট্‌পাটকেল-পাথর দর্শন বা বিচার করিয়া 'গৌড়ীয়মঠ' মনে করিতেছে, তাহা 'গৌড়ীয়মঠ' নহে। শ্রীরূপানুগ আচার্য্য-বর্য্যের—অকৃত্রিম পরদুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি আচার্য্যবর্য্যের—শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য পাদপদ্মই শ্রীগৌড়ীয়মঠ, তাঁহার অকৈতববাণীই—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, সেই বাণীর অকৈতব-শ্রবণ-কীর্ত্তন-পীঠই—বাণীহট্টে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভক্তিবিনোদা দয়ার সরস্বতী-প্রবাহই—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ভক্তিবিনোদ-আসন বা সারস্বত-আসন। সেই ভুবনমঙ্গলময়ীবাণীর কীর্ত্তনের পথ ছাড়িয়া অন্য যাহা কিছু, তাহা গৌড়ীয়মঠের অনাবৃত-স্বরূপ নহে। তাই "মঠের পরিচয়" পাইতে হইলে "শ্রীআচার্য্যবর্য্যের পরিচয়" আবশ্যক, আচার্য্যের পরিচয় পাইতে হইলে "নিজ পরিচয়" পাওয়া আবশ্যক, নিজ-পরিচয় পাইতে হইলে "আচার্য্য-পাদপদ্মের অব্যবহিত শ্রবণ" আবশ্যক।

অব্যবহিত শ্রবণ করিতে হইলে অকপট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির আবশ্যক।

## বাহ্য সৌসাদৃশ্য-দর্শনে বিপদ্

শ্রীগৌড়ীয়মঠ একটি ঘনবস্তু-বিশেষ বা সীমাবদ্ধ সরল-রৈখিক ক্ষেত্র নহে যে, তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, বাহু, কোণাদির পরিমাণ প্রভৃতি বলিয়া লোককে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। "শ্রীগৌড়ীয়মঠ" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহা-বদান্যতা বা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নিত্যমন্দির। এই মন্দিরে একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের আরাধনা হয়, অন্য কোনও অভিলাষের পূজার স্থান এখানে নাই; এখানকার যত কিছু কার্য্য, তাহা সমস্তই কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রধানপুরোহিত আচার্য্যের অনুমোদিত, সকলই সেই কৃষ্ণকীর্ত্তনের আনুকূল্যকারী—ইহা কৃষ্ণকীর্ত্তনের সংসার—সংকীর্ত্তন-সংসার। মায়ার কীর্ত্তনের সংসার,—এই চতুর্দ্দশ ভুবন। বাহ্যসাদৃশ্যে যেরূপ বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অনেকটা এক, সেইরূপ শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃষ্ণসেবা-তৎপরতা ও জগতের মায়াতৎপরতার কার্য্যগুলি দেখিতে প্রায় একই প্রকার। এই বাহ্য সৌসাদৃশ্য দেখিয়া ময়দানবের নির্ম্মিত পুরীর মত দুর্য্যোধনাদির ন্যায় দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বঞ্চিত হয়।

## শ্রীগৌড়ীয়মঠ নশ্বর প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ হন নাই

বাহ্য দর্শনে দেখিতে গিয়া অনেকে মনে করেন,

গৌড়ীয়মঠের প্রথম অবস্থায় ইহা খুব ক্ষুদ্র ও নিঃস্ব ছিল, এখন তাহা বৃহৎ ও প্রচুর ধনবান্ হইয়াছে। এইরূপ দর্শন শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শন নহে, উহা মায়ার দ্বারা প্রতিহত দর্শন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণীর নিত্য-কীর্ত্তনকেন্দ্ররূপে অবস্থিত ; যেরূপ আকর ঔষধ বা মূল অরিষ্ট ( mother-tincture ) হইতে বহু বহু শক্তির ঔষধ বিস্তারিত হয়, সেইরূপ শ্রীচৈতন্যবাণীর আকরকীর্ত্তনক্ষেত্র শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীগৌড়ীয়মঠ বহু বহু কীর্ত্তনকেন্দ্রে বিভুতা লাভ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর এই আকরকীর্ত্তন-প্রবাহিণী ভবিষ্য-শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুসারে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিভুতা লাভ করিবেন। শ্রীগৌরজন-শ্রীভক্তিবিনোদবিভুর মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র সংকীর্ত্তন-স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি-কপর্দ্দক, প্রতিচেষ্টা, কৃষ্ণকীর্ত্তন-স্বারাজ্য-বিস্তারে পূর্ণভাবে নিযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বাণী অকৈতবভাবে বিস্তারিত হইলেই পৃথিবীর সকলপ্রকার সমস্যা— দৈন্য, দুঃখ, অচৈতন্যের অপচৈতন্যের ক্লেশরাজির নিদান প্রকাশিত হইবে—বিশ্ব পূর্ণসুখময় হইবে—প্রেমময় হইবে ; কল্পনার বিশ্বপ্রেম, স্বপ্নের বিশ্বশান্তি, মৃগতৃষ্ণিকার সাম্যবাদ, আলেয়ার মৈত্রী, বালুকার স্বাধীনতা-সৌধ, আকাশকুসুমের সুখের দিনের আশার দীর্ঘ মোহগুলির অবাস্তবতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা

ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ত্রিসত্য করিয়া বলিতে শিখিব—"একমাত্র শ্রীচৈতন্যবাণীই পরম সত্য, শ্রীচৈতন্যের দাসগণই পরম সত্য, শ্রীচৈতন্য-বাণী-কীর্ত্তনই পরম সত্য।"

## শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনকেন্দ্রই—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ এই বিরাট্ বিশ্বমোহ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় ভূতলে বিশ্বমানবের জীবন-মরণের সমস্যা-সংঘর্ষের এই সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছেন। বিশ্বমানব নানাদিকে দৌড়াইয়াছেন; কেহ কর্ম্মবীর, কেহ জ্ঞানবীর, কেহ যোগবীর, কেহ তপোবীর, কেহ অন্যাভিলাষী, কেহ বা ধর্ম্মাভিলাষী, অর্থাভিলাষী, কামমোক্ষাভিলাষী—কত কি! আবার কেহ কেহ বা কপটতা করিয়া কৃষ্ণভক্তের সজ্জায় পূতনা, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতির বংশগৌরব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন! কোথায়ও কোথায়ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা, কোথায়ও বা স্পষ্টনাস্তিকতাই অধিকতর সৎসাহসিকতা ও ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে! এইরূপ সঙ্কটাপন্ন সময়ে কোটিকণ্টকরুদ্ধ ভক্তিপথে পথ দেখাইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ কীর্ত্তনধ্বজা উত্তোলন করিয়াছেন। "যত মত, তত পথ"—এই ভোগাদেওয়া কথা,—গৌড়ীয়মঠের কথা নহে। আত্মহিংসার জন্য মনোধর্ম্মের 'অনেক মত, অনেক পথ' গৌড়ীয়মঠ গ্রহণ করেন নাই বা পরহিংসার জন্য তাহা প্রচারও করেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বলেন—প্রেমের রাজ্যে যাইবার একটিমাত্র পথ, প্রেমসূর্য্য-দর্শনের

একটিমাত্র দিক্। সূর্য্যকে পূর্ব্বদিক্ ব্যতীত অন্যদিকে গেলে দেখা যায় না; সত্যসূর্য্য—প্রেমপ্রভাকর একমাত্র সেই সনাতন পথ—পূর্ব্বমহাজনগণের প্রদর্শিত পথ—স্বয়ং-ভগবানের প্রদর্শিত পথ কীর্ত্তনের পথেই উদিত হন। তাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ—শ্রীরূপানুগ কীর্ত্তনকেন্দ্র।

Printed and published by Ananta Vasudeb Brahma
chari B. A. at the Gaudiya Printing Works,
243/2, Upper Circular Road, Calcutta.